NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ মহাতীর্থে মহাসংযোগ তালিকা শুনে ঘোড়া হাসছে

দরিদ্রদের জীবনে আশার আলো: জানুন কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলি ৮

কলকাতা ১৭ এপ্রিল ২০২৫ ৩ বৈশাখ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার অষ্টাদশ বর্ষ ৩০৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 17.4.2025, Vol.18, Issue No. 305 8 Pages, Price 3.00

নিহতদের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা করে সাহায্য

সম্পত্তির ক্ষতিও পূরণ করবে সরকার: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুর্শিদাবাদে অশান্তির ঘটনায় নিহতদের পরিবারকে আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অশান্তির জেরে যাঁদের বাড়িঘর, দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাঁদেরও দেওয়া হবে ক্ষতিপূরণ। সংশোধিত ওয়াকফ আইন নিয়ে প্রতিবাদ ঘিরে কয়েক দিন অশান্তি চলেছে মুর্শিদাবাদের কিছু অংশে। পুলিশ-প্রশাসন এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর তৎপরতায় পরিস্থিতি বর্তমানে অনেকটাই স্বাভাবিক।

সংশোধিত ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদে দেশের নানা অংশের পাশাপাশি এ রাজ্যেরও বিভিন্ন প্রান্তে দেখা গিয়েছে বিক্ষোভ। বিক্ষোভ হয়েছে মুর্শিদাবাদ ও মালদহ জেলার বেশ কিছু এলাকায়। কিছু ক্ষেত্রে পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়েছে যে, মুর্শিদাবাদের বেশ কয়েকটি এলাকায় সংঘর্ষে প্রাণহানিও ঘটেছে। অশান্তি ছড়িয়েছে সুতি, জঙ্গিপুর, শমসেরগঞ্জ এবং ফরাক্কায়। আক্রান্ত হয়েছেন অনেকে। অশান্তির কারণে ঘরছাড়াও অনেকে। তাঁদের ইতিমধ্যেই ঘরে ফেরানোর কাজ শুরু করেছে পুলিশ-প্রশাসন। বুধবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ইমাম-মোয়াজ্জেমদের সঙ্গে বৈঠকে গিয়ে এই অশান্তি নিয়ে মুখ খুললেন মমতা। তিনি বলেন, 'অশান্তির ঘটনায় দুই পরিবারের তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।'

অশান্তির ঘটনায় অনেকের বাড়িঘর নষ্ট হয়েছে। তাঁদের জন্যও ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'বাংলার বাড়ি প্রকল্পের আওতায় ক্ষতিগ্রস্তদের বাড়ি তৈরি করে দেবে সরকার।' শুধু বাড়িঘর নয়, দোকানপাটও ভাঙচুর হয়েছে। তাঁদেরও সাহায্য করা হবে বলে ঘোষণা করলেন মমতা। তিনি জানান, দোকানপাট কার কতটা ক্ষতি হয়েছে, তা খতিয়ে দেখবেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। সেই ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

অনুদানের হিসাব দিলেন জুনিয়র জাক্তাররা

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি করে কর্তব্যরত মহিলা চিকিৎসকের ধর্ষণ বং খুনের ঘটনার পর জুনিয়র ডাক্তারেরা রাজ্য জুড়ে যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন, তাতে সাড়ে তিন কোটি টাকার বেশি অনুদান পেয়েছেন তাঁরা। তার মধ্যে এক কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। এখনও দু'কোটির বেশি টাকা বেঁচে রয়েছে। বুধবার জুনিয়র ডাক্তারদের সংগঠনগুলি সম্মিলিত ভাবে আরজি কর হাসপাতালে গণকনভেনশনের আয়োজন করেছিল। সেখানেই অনুদান এবং খরচের হিসাব দিয়েছেন তাঁরা। জুনিয়র ডাক্তারদের মোট তিনটি সংগঠনের হিসাব প্রকাশ করা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল জুনিয়র ডক্টস ফ্রন্ট (ডব্লিউবিজেডিএফ) ছাড়াও রয়েছে আরজি কর রেসিডেন্ট ডক্টস অ্যাসোসিয়েশন এবং কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ রেসিডেন্ট ডক্টস অ্যাসোসিয়েশন (মসিকেআরডিএ)।

অমিত শাহকে সংযত করুন, মোদিকে অনুরোধ মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওয়াকফ ঘিরে অশান্তি এবং মুর্শিদাবাদ পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দিকে আঙুল তুলে দিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ইমাম-মোয়াজ্জেমদের সম্মেলনের বক্তৃতার অনেকটা অংশ জুড়েই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিশানায় ছিলেন অমিত শাহ। শুধু শাহকে নিশানা করাই নয়, তাঁকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে অনুরোধ পর্যন্ত করলেন মমতা।

সংশোধিত ওয়াকফ আইন নিয়ে বাংলার বিভিন্ন জায়গায় অশান্তির ঘটনাতেই শাহকে আক্রমণ করেন মমতা। প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে ভুয়ো খবর ছড়ানো এবং বিএসএফের ভূমিকা নিয়ে অভিযোগ তুললেন মুখ্যমন্ত্রী। এবং শাহকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চাইলেন। পশ্চিমবঙ্গে অশান্তির ঘটনাকে পরিকল্পিত বলেও মনে করছেন মমতা।

মুখ্যমন্ত্রীর আক্রমণ থেকে বাদ পড়লেন না উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথও। কেন্দ্রে বিজেপির দুই শরিক অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নায়ডু এবং বিহারের মুখ্যমন্ত্রী বিহারের নীতীশ কুমারের ভূমিকারও সমালোচনা ছিল মমতার বক্তৃতায়। পাশাপাশি, সংশোধিত ওয়াকফ আইন নিয়ে সর্বভারতীয় স্তরে বিজেপি-বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়াকে'ও আরও ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের ডাক দিলেন তিনি।

বাংলাদেশের অশান্তির আবহে এত তাড়াহুড়ো করে কেন ওয়াকফ সংশোধনী বিল আইনে পরিণত করা হল, সেই প্রশ্ন তুললেন মমতা। বুধবার তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্দেশে বলেন, 'বাংলাদেশের পরিস্থিতি জানেন না? এত তাড়াহুড়োর কী ছিল? পশ্চিমবঙ্গ বাংলাদেশের সীমান্ত লাগোয়া রাজ্য। আপনি ইউনূসের সঙ্গে গোপনে মিটিং করছেন, চুক্তি করছেন। করেছেন করুন। তাতে দেশের ভাল হলে আমার কিছু বলার নেই।' বাংলাদেশের পরিস্থিতি যে এপার বাংলাতেও প্রভাব ফেলছে তা মানেন শাসকদলের প্রথম সারির নেতারাও। আরজি কর আন্দোলনে যে বাংলাদেশের নাগরিক আন্দোলনের প্রভাব ছিল, তা-ও মনে করেন তাঁরা। সংশোধিত ওয়াকফ আইন নিয়ে যে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে, সেখানেও বাংলাদেশের পরিস্থিতির কথা টানলেন মমতা।

ওয়াকফ আইন নিয়ে যে ঘটনা ঘটেছে, তাতে ভুয়ো খবরের ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করেন মমতা। এর আগে রাজ্য পুলিশের তরফেও বার বার এই অভিযোগ তোলা হয়েছে। মমতার কথায়, 'আমি নাম বলি না। কিন্তু আজকে বলছি। এখানে অমিত শাহের কোম্পানি বেশি আছে।' এর পরেই শাহের উদ্দেশে মমতা বলেন, 'আপনি কোনও দিন প্রধানমন্ত্রী হবেন না। মোদিজির প্রধানমন্ত্রিত্ব গেলে আপনার কী হবে? আপনাকে তো হামাগুড়ি দিতে হবে।' সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে মমতা বলেন, 'আমি মোদিজিকে অনুরোধ করছি, ওই লোকটাকে নিয়ন্ত্রণ করুন। একটা লোকের হাতে সব এজেন্সি। যেমন পারছে ব্যবহার করছে।'

মুর্শিদাবাদ-অশান্তি: তদন্ত করবে ৯ সদস্যের সিট

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুর্শিদাবাদের অশান্তির ঘটনা খতিয়ে দেখতে বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠন করল রাজ্য পুলিশ। ৯ সদস্যের ওই সিটের নেতৃত্বে থাকছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পদমর্যাদার আধিকারিক। সংশোধিত ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে গত সপ্তাহে অশান্তি ছড়িয়ে পড়েছিল মুর্শিদাবাদের বেশ কিছু অঞ্চলে। মুর্শিদাবাদের ওই অশান্তির আবহে কয়েক জনের মৃত্যুর খবরও মিলেছিল। তার মধ্যে একটি জোড়া খুনের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ইতিমধ্যে দু'জনকে গ্রেপ্তারও করেছে পুলিশ। এ বার মুর্শিদাবাদের অশান্তির তদন্তে সিট গঠন করল পুলিশ।

সংশোধিত ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদে গত শুক্রবার থেকে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মুর্শিদাবাদের একটি অংশ। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে ইতিমধ্যেই একাধিক পদক্ষেপ করা হয়েছে পুলিশ-প্রশাসনের তরফে। মোতায়েন হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীও। পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর যৌথ উদ্যোগে পরিস্থিতি এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে এসেছে। গত সোমবার রাজ্য পুলিশের এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) জাভেদ শামিম মুর্শিদাবাদের পরিস্থিতি নিয়ে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, দোষীদের কোনও ভাবেই রেয়াত করা হবে না। শামিমের ওই হুঁশিয়ারির এক দিন পরেই মঙ্গলবার ধরা পড়েন জোড়া খুনের মামলায় দুই অভিযুক্ত।

অশান্তির আবহে যাতে ভুয়ো এবং উস্কানিমূলক বার্তা ছড়াতে না পারে, সেই কারণে জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার একটা বড় অংশে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ ছিল। বস্তুত, অশান্তির খবর প্রকাশ্যে আসতেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। শনিবার রাতেই মুর্শিদাবাদ চলে যান রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। এ ছাড়াও, বিভিন্ন জেলা থেকে দক্ষ ২৩ জন পুলিশ আধিকারিককেও পাঠানো হয় সেখানে। পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখেন ডিজি। ঘুরে দেখেন হিংসাকবলিত এলাকা। দফায় দফায় পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। কথা বলেন বিএসএফের সঙ্গেও। পুলিশ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর উদ্যোগে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতেই শামসেরগঞ্জ বাদে জেলার বাকি অংশে ইন্টারনেট পরিষেবা চালু হয়েছে।

আজ আসছে জাতীয় মহিলা কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুর্শিদাবাদ কাণ্ডের তদন্তে এ বার রাজ্যে আসছে জাতীয় মহিলা কমিশনের প্রতিনিধিদল। বুধবার প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে চার সদস্যের প্রতিনিধিদল গঠনের কথা জানানো হয়েছে। আজ সন্ধ্যাতেই কলকাতায় পৌঁছবে কমিশনের চেয়ারপার্সনের নেতৃত্বাধীন দলটি। শুক্র ও শনিবার মালদহ এবং মুর্শিদাবাদে গিয়ে তাঁরা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবেন বলে প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

বিস্তারিত ২-এর পাতায়

'বিএসএফ কেন্দ্রের হয়ে গুলি চালিয়েছে'

বিস্ফোরক অভিযোগ মমতার

ফাইল চিত্র।

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘিতে অশান্তির ঘটনায় ভয়ানক অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার বিকেলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এই অশান্তি পূর্বপরিকল্পিত। কেন্দ্রীয় বাহিনীকে দিয়ে গুলি চালানো হয়েছে। মানুষের উপর গুলি চালিয়ে জনতা পার্টিকে জেতানোর চক্রান্ত করা হচ্ছে।'

নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে এক সম্প্রীতি সভায় দাঁড়িয়ে তিনি আরও বলেন, 'বিএসএফ কেন গুলি চালাবে? বিএসএফ তো দেশের সীমান্তে পাহারা দেওয়ার কাজ করে। অথচ এখানে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে গুলি চালাচ্ছে, মানুষকে মারছে। এই গুলিতে একজন মহিলা প্রাণ হারিয়েছেন। এটা আমি কিছুতেই বরদাস্ত করব না। আমি এর পূর্ণাঙ্গ তদন্তের নির্দেশ দিচ্ছি।' মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, 'জনতা পার্টি এখন বুঝে গিয়েছে তারা হেরে যাচ্ছে। তাই ভোটের সময় মানুষের উপর গুলি চালিয়ে তাদের ভয় দেখানোর চেষ্টা করছে। আগে ত্রিপুরায় করেছে, এখন বাংলায় করছে। ওদের এই রাজ্যে জায়গা হবে না।' রাজ্য পুলিশের ভূমিকা নিয়ে কেন্দ্র থেকে আসা নানা সমালোচনার জবাব দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের পুলিশকে বদনাম করার চেষ্টা হচ্ছে। অথচ বিএসএফ যখন নিরস্ত্র মানুষের উপর গুলি চালায়, তখন কিছু বলা হয় না। এটা দ্বিচারিতা। কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে নির্বাচন পরিচালনার নামে মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে। এটা গণতন্ত্র নয়, এটা ফ্যাসিবাদ।' এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'একটা মহিলাকে গুলি করে মেরে দেওয়া হল! আর তারপর কেন্দ্র থেকে বলা হচ্ছে এটা আইনশৃঙ্খলার ব্যর্থতা! আইনশৃঙ্খলা নয়, এটা কেন্দ্রীয় বাহিনীর অপরাধ।'

তিনি আরও বলেন, 'আমি রাষ্ট্রপতিকে চিঠি লিখব। নির্বাচন কমিশনকে জানাব। আদালতের দ্বারস্থ হতেও পিছপা হব না। আমরা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নিতে দেব না।'

ইমামদের বৈঠকে কেন্দ্রে সরকার বদলের অপেক্ষার বার্তা মমতার

দিল্লিতে আন্দোলনের পরামর্শ

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিল্লির সরকার বদলালেই ওয়াকফ আইন বদলাবে। নেতাজি ইন্ডোরের সমাবেশে ইমামদের এমনই আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেন্দ্রকে রীতিমতো তুলোধোনা করলেন তিনি। এই সংশোধিত ওয়াকফ আইন যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিরোধী বলেই দাবি করলেন মমতা। ওয়াকফ ইস্যুতে কোন পথে আন্দোলন করতে হবে, বুধবারের বৈঠক থেকে ইমাম-মুয়াজ্জেমদের লড়াইয়ের সুর বেঁধে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইমাম-মুয়াজ্জেমদের এলাকায় শান্তি বজায় রাখার পরামর্শ দেন তিনি। বলেন, 'এলাকায় শান্তি বজায় রাখুন। এখানে আমি আছি। বাংলায় আন্দোলন করে কোনও লাভ নেই। দিল্লিতে আন্দোলন করুন।' প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতির দ্বারস্থ হওয়ার পরামর্শ দেন তিনি। রাজধানীর বুকে ওয়াকফ আন্দোলন সংঘটিত হলে তৃণমূল সাংসদরা পাশে থাকবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি। বলেন, 'বিজেপির কথায় দয়া করে অশান্তি করবেন না। কেউ অশান্তি করলে কন্ট্রোল করুন।' এরপরই তিনি বলেন, বছরখানেক দিল্লির ক্ষমতায় আসবে নতুন দল। তখনই বদলাবে আইন। পাশাপাশি ইন্ডিয়া জোটের সমস্ত শরিকদের এই আইনের বিরোধীতায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে লড়ার বার্তাও দেন তিনি। ওয়াকফ সংশোধনী আইন নিয়ে বুধবার ইমাম, মুয়াজ্জেমদের সঙ্গে নেতাজি ইন্ডোরে বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখান থেকে বিতর্কিত আইনটির বিরুদ্ধে দেশজুড়ে ইন্ডিয়া জোটকে পথে নামার আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। অন্যদিকে, ওয়াকফ নিয়ে চন্দ্রবাবু নায়ডু এবং নীতীশ কুমারের নীরবতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। ওয়াকফ নিয়ে বাংলায় শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের আহ্বান জানান মুখ্যমন্ত্রী। মমতার কথায়, 'বাংলায় আন্দোলন করার দরকার নেই। এখানে আমি আছি। সব বিষয়টি দেখে নেব। আপনারা দিল্লিতে গিয়ে আন্দোলন করুন।'

বক্তৃতায় সময় পরিসংখ্যান দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সরকারের নথি অনুযায়ী রাজ্যে ৪০,৪৮৯ জন ইমাম রয়েছেন। মোয়াজ্জেমের সংখ্যা ২৮,০০০। ইমাম-মোয়াজ্জিমদের উদ্দেশে মমতা বলেন, 'আপনাদের হাতজোড় করে বলছি, কেউ অশান্তি করতে চাইলে আপনারা নিয়ন্ত্রণ করুন। অশান্তি করতে দেবেন না। ধর্মীয় জায়গা থেকে আপনারা শান্তির আবেদন জানান।'

ওয়াকফ আইন নিয়ে অশান্তির ঘটনায় উদ্বিগ্ন প্রধান বিচারপতি

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল: সংশোধিত ওয়াকফ আইন নিয়ে অশান্তির ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না। বুধবার তাঁর বেঞ্চে এই আইন সংক্রান্ত মামলার শুনানি ছিল। সেখানেই ওয়াকফ আইন সংশোধনকে কেন্দ্র করে প্রতিবাদী বিক্ষোভে অশান্তির প্রসঙ্গ ওঠে। দেশের নানা প্রান্তেই এই আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়েছে, একাধিক রাজ্যে অশান্তিও হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে অশান্তি হয় মুর্শিদাবাদে। বুধবার শুনানি চলাকালীন সে বিষয়ে প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আইনজীবীরা। তখনই বিচারপতি খান্না হিংসা নিয়ে তাঁর দুশ্চিন্তার কথা প্রকাশ করেছেন। এই ধরনের ঘটনাগুলিকে 'উদ্বেগজনক' বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

ওয়াকফকে ঘিরে অশান্তির প্রসঙ্গে প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, আদালতে বিষয়টি বিচারাধীন। এই ধরনের হিংসা বা অশান্তির ঘটনা বাঞ্ছনীয় নয়। এমন ঘটনা উদ্বেগজনক। পরবর্তী শুনানিতে অশান্তির প্রসঙ্গও শুনবেন বলে জানিয়েছেন বিচারপতি খান্না। সুপ্রিম কোর্টে ওয়াকফ সংক্রান্ত মামলার পরবর্তী শুনানি রয়েছে বৃহস্পতিবারই।

নতুন সংশোধিত ওয়াকফ আইন কার্যকর করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের পদক্ষেপকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে বেশ কয়েকটি আবেদন জমা পড়েছিল। মামলাকারীদের মধ্যে রয়েছেন বিহারের আরজেডি সাংসদ মনোজ ঝা, বাংলার তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র, সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি, ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। এ ছাড়াও আরও বেশ কয়েকটি মামলা হয়েছে বিভিন্ন রাজ্য থেকে।

বুধবার সব মামলাকে একসঙ্গে জুড়ে শুনানি শুরু হয়েছে। প্রধান বিচারপতি খান্নার নেতৃত্বে তিন বিচারপতির বেঞ্চ মামলা শুনছে। বেঞ্চে রয়েছেন বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এবং বিচারপতি কেভি বিশ্বনাথন। বুধবার এই সংক্রান্ত শুনানির পর সংশোধিত ওয়াকফ আইন নিয়ে অন্তর্বর্তী কোনও স্থগিতাদেশ দেয়নি শীর্ষ আদালত। পর দিনই ফের শুনানির দিন ধার্য করেছে। বুধবার শুনানিতে নতুন আইন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে বেশ কিছু প্রশ্ন করেছে সুপ্রিম কোর্ট। নতুন আইন অনুযায়ী, ওয়াকফ বোর্ডের সদস্য হতে পারবেন অমুসলিমেরাও। সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্ন, হিন্দুদের সম্পত্তি সংক্রান্ত বোর্ডে কি কোনও মুসলিমকে সদস্য হতে দেবে সরকার? এক মামলাকারীর হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী কপিল সিব্বল। তিনি দাবি করেন, এই আইন সংবিধানের ২৬ নম্বর ধারা লঙ্ঘন করছে। সংবিধানের এই ধারা স্বাধীনভাবে মানুষকে ধর্মাচরণের অধিকার দিয়েছে। তাঁর সওয়াল, জেলাশাসক সরকারের অঙ্গ। তিনি ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ে সিদ্ধান্ত নিলে তা অসাংবিধানিক। 'ওয়াকফ বাই ইউজার' নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন সিব্বল। এই ধারায় দীর্ঘ দিন ধরে কোনও সম্পত্তি ধর্মীয় বা সেবার স্বার্থে ব্যবহার করা হলে তা ওয়াকফ বলে ধরে নেওয়া হয়, তার নথিভুক্তকরণ না হলেও চলে। সিব্বল জানান, এই ধারা ইসলাম ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কেন্দ্রের সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতাকে আদালত প্রশ্ন করে, বেশির ভাগ মসজিদ চতুর্দশ, পঞ্চদশ শতকে তৈরি। তাদের নথি দাখিল কী করে সম্ভব? বৃহস্পতিবার এই সংক্রান্ত শুনানির দিকে নজর থাকবে।

ধুলিয়ান দাঙ্গার পিছনে তৃণমূল কংগ্রেস নেতাদের হাত: শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ান পুরসভায় সাম্প্রতিক হিংসার ঘটনার দায় তৃণমূল নেতৃত্বের ঘাড়ে চাপালেন বিজেপি নেতা ও রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এক বিবৃতি প্রকাশ করে তিনি স্পষ্ট অভিযোগ করেন, 'ধুলিয়ান পুরসভার চেয়ারম্যান মোঃ ইনজামুল হকের উস্কানিমূলক ও বিষাক্ত বক্তব্যের পরেই ওই এলাকায় দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। তিনি নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করে সরাসরি দাঙ্গা ভড়কে দিয়েছেন এবং হিংসাত্মক আক্রমণে নেতৃত্ব দিয়েছেন।'

শুভেন্দুর দাবি, ঘটনার ভিডিও প্রমাণ স্পষ্টভাবে দেখাচ্ছে যে ইনজামুল হক ওই দাঙ্গার সঙ্গে জড়িত। তাঁর বক্তব্য, 'এই ঘৃণ্য অপরাধের জন্য ইনজামুল হককে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তি দেওয়া হোক। কেনো এদের বাইরে ছেড়ে রাখা হয়েছে?' এই প্রশ্ন তুলে প্রশাসনের ভূমিকাও তিনি কাঠগড়ায় তুলেছেন। শুধু ইনজামুল হক নয়, তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বোচ্চ স্তরের নেতৃত্বকেও দোষারোপ করে শুভেন্দু বলেন, 'মোথাবাড়ি থেকে ধুলিয়ান সর্বত্র তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারাই হিন্দু বিরোধী দাঙ্গার মূল চক্রান্তকারী ও অনুঘটক।' তাঁর অভিযোগ, এই রাজনৈতিক দল ইচ্ছাকৃতভাবে সমাজে হিংসা ছড়িয়ে নিজেদের ভোটব্যাঙ্ক মজবুত করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

মুর্শিদাবাদ পরিদর্শনে জাতীয় মহিলা কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুর্শিদাবাদের হিংসার ঘটনায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পর এবার পদক্ষেপ জাতীয় মহিলা কমিশনের। মুর্শিদাবাদের ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিতভাবে তারা পদক্ষেপ করে তদন্ত কমিটি গঠন করলেন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বিজয়া রাহাতকর। বিজয়া রাহাতকর যে কমিটি গড়েছেন, তাতে তিনি ছাড়াও রয়েছেন জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য অর্চনা মজুমদার। রয়েছেন জাতীয় মহিলা কমিশনের ডেপুটি সেক্রেটারি শিবাণী দে।

চেয়ারপার্সনের নেতৃত্বে চার সদস্যের ওই কমিটি ১৭ এপ্রিল সন্ধ্যায় কলকাতা পৌঁছবে। ১৮ এপ্রিল কমিটির সদস্যরা মালদা রওনা দেবেন। জাতীয় মহিলা কমিশনের তরফে এদিন জানানো হয়েছে, মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানের মন্দিরপাড়া এলাকায় মহিলাদের শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে। নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে বহু মহিলা ভাগীরথী নদী পেরিয়ে অন্য জায়গায় গিয়েছেন। মালদায় আশ্রয় নিয়েছেন তাঁরা। বাড়ি থেকে দূরে আশ্রয় শিবিরে আতঙ্ককে সঙ্গী করে দিন কাটছে তাঁদের। এই খবর জানার পরই হিংসা কবলিত বিভিন্ন জায়গায় বিজয়া রাহাতকর যাবেন বলে জানানো হয়েছে জাতীয় মহিলা কমিশনের তরফ থেকে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, তিনি আক্রান্তদের সঙ্গে দেখা করবেন। মালদায় আশ্রয় নেওয়া পরিবারগুলির সঙ্গে কথা বলবেন তাঁরা। মালদার পুলিশ সুপার, জেলাশাসক-সহ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন। একইসঙ্গে এও জানা যাচ্ছে, বিজয়া রাহাতকরের নেতৃত্বে ওই কমিটি আগামী ১৯ এপ্রিল মুর্শিদাবাদের সামসেরগঞ্জ, জাফরাবাদ-সহ বিভিন্ন এলাকায় যাবেন। সেখানে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলবেন। মুর্শিদাবাদের জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারের সঙ্গেও দেখা করবেন কমিটির সদস্যরা। সংশ্লিষ্ট প্রশাসন কী পদক্ষেপ করেছে, তা নিয়ে খোঁজখবর নেবে। আক্রান্তদের সঙ্গেও কথা বলবেন কমিটির সদস্যরা। ওয়াকফ আইনের বিরোধিতায় গত কয়েকদিনে মুর্শিদাবাদের একাধিক এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। ভাঙচুর চালানো হয়। হিংসায় ৩ জনের মৃত্যু হয়। তার মধ্যে ২ জনকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ ওঠে। আর একজন গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছেন। পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য পুলিশ, বিএসএফ ও আধাসেনা রয়েছে জেলায়। যদিও প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে। ধীরে ধীরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে।

যোগীর মতো বিজেপি সরকার থাকলে বাংলায় বুলডোজার নেমে যেত। বুধবার সন্ধেয় কাঁচরাপাড়া কলেজ মোড়ে দলীয় এক সভায় যোগ দিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে এমনই সুর চড়ালেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

১৪ মে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে শপথ নেবেন ভূষণ রামকৃষ্ণ গাভাই

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী ১৪ মে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসাবে শপথ নেবেন ভূষণ রামকৃষ্ণ গাভাই। আগামী ১৩ মে প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না অবসর নিচ্ছেন। এরপর দিন শপথ নেবেন নতুন প্রধান বিচারপতি গাভাই। আগামী ছয় মাস অর্থাৎ চলতি বছরের নভেম্বর পর্যন্ত প্রধান বিচারপতির পদে থাকবেন গাভাই। দলিত সম্প্রদায় থেকে দ্বিতীয় কোন ব্যাক্তি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির পদে বসতে চলেছেন। ২০০৭ সালে কেজি বালাকৃষ্ণান প্রথম দলিত প্রধান বিচারপতি হিসাবে শপথ নেন। মহারাষ্ট্রের অমরাবতীর বাসিন্দা গাভাই ১৯৮৫ সালে আইনজীবী হিসাবে কাজ শুরু করেন। মহারাষ্ট্র হাইকোর্টের প্রাক্তন অ্যাডভোকেট জেনারেল এবং বিচারক রাজা ভোঁসলের সাথে কাজ করেন তিনি। এরপর ১৯৮৭ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত বোম্বে হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করেন। ১৯৯২ সালের আগস্টে তিনি বোম্বে হাইকোর্টের নাগপুর বেঞ্চে সহকারী সরকারি আইনজীবী এবং অতিরিক্ত সরকারি আইনজীবী হিসাবে নিযুক্ত হন। বিচারপতি গাভাই ২০০৩ সালে হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারক এবং ২০০৫ সালে স্থায়ী বিচারক হন। ২০১৯ সালে তিনি সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হিসেবে নিযুক্ত হন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হিসেবে, বিচারপতি গাভাই বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রায়ের অংশ ছিলেন। এর মধ্যে রয়েছে ২০১৬ সালের নোটবন্দির সিদ্ধান্তকে বহাল রাখার রায় এবং নির্বাচনী বন্ডকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করার যেই রায় শীর্ষ আদালত দিয়েছে তার অংশ ছিলেন গাভাই।

কলকাতা-সহ পাঁচ জেলায় গঙ্গা-পাড় ভাঙনের কারণ অনুসন্ধানে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা-সহ পাঁচ জেলায় গঙ্গার দুই পাড়েই ভাঙনের কারণ খুঁজে দেখতে রাজ্য সরকার একটি সমীক্ষা করানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কলকাতা, দুই ২৪ পরগনা এবং হাওড়া ও হুগলি জেলায় গঙ্গা তীরবর্তী মোট ১১৪ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে এই সমীক্ষা করা হবে। এই জেলাগুলিতে গঙ্গা ভাঙনের প্রকোপ দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। বিভিন্ন পুরসভার কাছ থেকে এই মর্মে রিপোর্ট পাওয়ার পর সেচ দপ্তরের কারণ খুঁজতে উদ্যোগী হয়েছে। তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বিশেষজ্ঞ সংস্থাকে দিয়ে সমীক্ষা করা হবে। সেই সমীক্ষার রিপোর্ট দেখেই গঙ্গার পাড় রক্ষণাবেক্ষণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। হুগলির ত্রিবেণী থেকে পূর্ব মেদিনীপুরের গেঁওখালি পর্যন্ত প্রায় ১১৪ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে গঙ্গা নদীর পাড়ে ভাঙনের কারণ জানতে বিশদে সেই সমীক্ষা হবে। গঙ্গার পাড় ভেঙে যে সব জায়গায় ভবিষ্যতে তলিয়ে যেতে পারে পারে, সেই এলাকাগুলি শনাক্ত করা হবে। হুগলি নদীর পাশাপাশি তার সংযোগকারী বিভিন্ন নদ-নদী ও খালের অবস্থাও সরেজমিনে খতিয়ে দেখা হবে। এই সব এলাকায় সারা বছর আবহাওয়া কেমন থাকে, তার ওপরও দৃষ্টিপাত করা হবে। খতিয়ে দেখা হবে গত ২৫ বছরের আবহাওয়ার রিপোর্টও।

গঙ্গার ভাঙন বললেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার ছবি। সেখানে রাতারাতি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ভাঙনের শিকার হয়ে সর্বহারা হন শয়ে শয়ে মানুষ। মালদা জেলার মানিকচক, কালিয়াচক-২, কালিয়াচক-৩ এবং মুর্শিদাবাদ জেলার ফরাক্কা, সামসেরগঞ্জ, সুতি-১, সুতি-২, রঘুনাথগঞ্জ-২, লালগোলা, ভগবানগোলা-১, ভগবানগোলা-২, রানীনগর-২ ও জলঙ্গি ব্লকগুলি ভাঙন কবলিত এলাকা হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। গঙ্গা আর পদ্মা এই দুয়ের দাপটে সেই সব ব্লকে কয়েক লক্ষ মানুষ তাঁদের ভিটেমাটি, জমি, বাগান হারিয়ে রাস্তার ভিখারিতে পরিণত হয়েছে। সেই ভাঙন ঠেকাতে না কেন্দ্র সরকার কিছু করেছে, না ক্ষতিগ্রস্থদের পুনর্বাসন প্রদান বা ক্ষতিপূরণ প্রদানের কাজে কিছু করেছে। গত দেড়-দুই দশকে বিচ্ছিন্ন ভাবে কলকাতা সহ দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া ও হুগলি জেলাতেও গঙ্গা নদীর দুই পাড়েই সেই ধরনের ভাঙন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এখন দেখা যাচ্ছে, সেই সব ভাঙন শুধু বেড়েই চলেছে তাই নয়, তা নিঃশব্দে পায়ের নীচে মাটি কেড়ে নিচ্ছে গ্রামের পাশাপাশি শহর এলাকাতেও। আর সেই সূত্রেই প্রশ্ন উঠে গিয়েছে গঙ্গার তীরবর্তী কলকাতা সহ দুই ২৪ পরগনা এবং হাওড়া ও হুগলি জেলার জনপদগুলি, শহরগুলি কতখানি নিরাপদ! কার্যত কলকাতা এবং তার আশপাশের শহরাঞ্চলে যে ভাবে গঙ্গার পাড়ে ভাঙন শুরু হয়েছে, তাতে বিপদের গন্ধ পাচ্ছে নবান্ন। বিশেষজ্ঞরাও বার বার সতর্ক করছেন যে, নদীর পাড় ভেঙে গঙ্গার জল কলকাতা শহরে ঢুকে পড়বে যে কোনও মুহূর্তে। আর তাই সময় ব্যয় না করে গঙ্গার পাড় ভাঙার কারণ খুঁজে বের করতে উদ্যোগী হল রাজ্য।

মেয়র পারিষদ সদস্য স্বপন সমাদ্দারের উদ্যোগে কলকাতা পুরসভার ৩০ নম্বর ওয়ার্ডে পালিত হল বাংলা নববর্ষ ও পশ্চিমবঙ্গ দিবস। এই উপলক্ষে রণ পা, ধামসা মাদল, মহিলা ঢাকি সমন্বয়ে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ছিল জমজমাট। কয়েকশো স্থানীয় মানুষ অংশ নেন এই শোভাযাত্রায়। ছিলেন পুরপিতা স্বপন সমাদ্দারও।

নিম্নচাপের জেরে বৃহস্পতি ও শুক্রে বৃষ্টির পূর্বাভাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: মধ্যপ্রদেশ থেকে দক্ষিণবঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত নিম্নচাপ অক্ষরেখা। মধ্যপ্রদেশ থেকে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের ওপর পর্যন্ত এই অক্ষরেখাটি ছত্রিশগড়, ওড়িশা ও ঝাড়খণ্ডের উপর দিয়ে গিয়েছে। আরও একটি নিম্নচাপ অক্ষরেখা সিকিম থেকে উত্তর ওড়িশা পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছে। এই দুই নিম্নচাপ রেখার প্রভাবে প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকবে বলে জানাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। এর জেরে আগামী ৪৮ থেকে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে বিকেল বা রাতের দিকে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। তাপমাত্রার বড়সড় পরিবর্তন নেই। শুক্রবার পর্যন্ত বিকেল বা সন্ধের দিকে ঝড়বৃষ্টির প্রবল সম্ভাবনা থাকবে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে কলকাতায়, সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে বলে পূর্বাভাস আলিপুর আবহাওয়া দফতরের। একইসঙ্গে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার বেশিরভাগ জেলায় কালবৈশাখীর মতো পরিস্থিতির সম্ভাবনা রয়েছে। পূর্ব-পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম এবং পুরুলিয়া জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত প্রতি ঘণ্টায় দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। শনিবারও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ঝড়বৃষ্টি বেশি হতে পারে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ায়। এরপরও বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলবে দক্ষিণবঙ্গে। তবে তার প্রভাব অনেকটা কমবে। বর্তমানে দিনের তাপমাত্রা কোনও কোনও জায়গায় স্বাভাবিকের থেকে দুই থেকে তিন ডিগ্রি কম রয়েছে বলে জানাচ্ছেন আবহাওয়াবিদরা। এরপর আগামী সপ্তাহে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ইঙ্গিত রয়েছে।

শুধু দক্ষিণবঙ্গই নয়, আগামী কয়েকদিন উত্তরবঙ্গে ঝড়বৃষ্টির সতর্কতার কথাও শুনিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টি এবং ঝড়ের সম্ভাবনা বাড়বে উত্তরবঙ্গের প্রায় সব জেলায়। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদার কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইবে। বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। দার্জিলিং থেকে মালদা পর্যন্ত সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝোড়ো বাতাস বইতে পারে। তবে শুক্রবার থেকে ঝড়বৃষ্টির পরিমাণ কমবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে। উপরের দিকে জেলা এবং মালদায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টির সঙ্গে ঝড়ের গতিবেগ ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় হতে পারে।

মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য নিয়ে কটাক্ষ সুকান্তের

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূগোল সংক্রান্ত একটি মন্তব্যকে কেন্দ্র করে ফের রাজ্য রাজনীতিতে ফের বিতর্ক। টুইটারে তীব্র কটাক্ষ শানিয়ে বিজেপি রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডা. সুকান্ত মজুমদার অভিযোগ তুললেন, 'পশ্চিমবঙ্গের সীমানা এখন শ্রীলঙ্কার সঙ্গে!' শনিবার রাতে করা এক টুইটে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যকে ব্যঙ্গ করে সুকান্ত লেখেন, 'ভূগোল বিশারদ ও ব্যর্থ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, রাজ্যের এখন শ্রীলঙ্কার সঙ্গে সীমান্ত রয়েছে! মানচিত্র সরাও, দিদির কল্পনা দক্ষিণ এশিয়ার নতুন রেখাচিত্র এঁকে দিয়েছে!' এরপরেই তীব্র আক্রমণ শানিয়ে তিনি বলেন, 'যখন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই জানেন না কোথায় তাঁর রাজ্য শেষ হয়, আর কোথা থেকে শুরু হয় একটি দ্বীপরাষ্ট্র, তখন এই বাংলায় যোগ্য শিক্ষকেরা বেকার থাকবেন, আর দুর্নীতির রমরমা চলবে, এটা আর অস্বাভাবিক কী?' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন প্রশাসনকে নিশানা করে সুকান্ত আরও বলেন, 'মমতার বাংলায় তথ্য ঐচ্ছিক, যুক্তির বালাই নেই, আর অযোগ্যতাই যেন একমাত্র যোগ্যতার প্রমাণ!' রাজ্য রাজনীতিতে এই মন্তব্য ঘিরে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। যদিও মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ থেকে এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও পাল্টা প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি।

মাল পরিবহণে সারা দেশের মধ্যে শীর্ষস্থানে হাওড়া বিভাগ

নিজস্বহ প্রতিবেদন: একশো বছরের গর্বিত পথ চলা সম্পূর্ণ করল হাওড়া রেল বিভাগ। শতবর্ষে পা দিয়ে শুরু হয়েছে নানা অনুষ্ঠান ও উন্নয়নমূলক কর্মসূচি। একইসঙ্গে মাল পরিবহণে সারা দেশের মধ্যে শীর্ষস্থানে উঠে এসে নজির গড়েছে এই বিভাগ। হাওড়া ডিভিশনের ডিআরএম সঞ্জীব কুমার জানিয়েছেন, সেবার ঐতিহ্য ও আধুনিক প্রযুক্তির মেলবন্ধনে এবার হাওড়া ডিভিশন হয়ে উঠছে দেশের উদাহরণ।

রেলযাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে বড় স্টেশনগুলিতে 'প্রভাত ফেরি'র আয়োজন করছে রেল। পরবর্তী ৩০ দিন ধরে বিভাগের গৌরবগাথা, ঐতিহ্য ও উন্নয়ন নিয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ হবে প্রিন্ট ও সামাজিক মাধ্যমে। হাওড়া বিভাগের বিভিন্ন শাখার কৃতিত্ব তুলে ধরে একটি স্মরণিকা প্রকাশ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বিভাগের বিভিন্ন ক্ষেত্রের বৈচিত্র্য তুলে ধরতে প্রকাশিত হবে একটি কফি টেবিল বই। ভারতীয় ডাক বিভাগের মাধ্যমে শতবর্ষ স্মরণে 'ফার্স্ট ডে কভার' প্রকাশ হবে। শতবর্ষের সেবা ও ঐতিহ্য তুলে ধরতে একটি তথ্যচিত্র বা ভিডিও ক্লিপ প্রকাশ হয়েছে। হাওড়া ডিভিশনের সমস্ত কোচিং ট্রেনে '১০০ বছরের গৌরবময় সেবা'-র লোগো লাগানো হবে, যাতে দেশজুড়ে সেই বার্তা পৌঁছে যায়। বিভাগের সমস্ত কর্মীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে শতবর্ষের স্মারক, তাঁদের নিষ্ঠা ও অবিচল সেবার সম্মান জানাতে। জানা গিয়েছে, একটি রাজধানী এক্সপ্রেসের ইঞ্জিনকে শতবর্ষ থিমে রঙিন করা হবে। শতবর্ষের সেবাকে সংগীতের মাধ্যমে তুলে ধরতে একটি 'অ্যান্থেম' প্রকাশ করা হবে। একটি ইএমইউ ট্রেনে ১০০ বছরের ইতিহাস তুলে ধরে হেরিটেজ প্রদর্শনী আয়োজন থাকবে পুরনো ছবি, পাণ্ডুলিপি, পোস্টার ও সাফল্যের বিবরণ।

এই শতবর্ষ উপলক্ষ্যে হাওড়া স্টেশনে নতুন প্ল্যাটফর্ম নম্বর ২৪ সংযোজন করা হয়েছে। হাওড়া, কাটোয়া ও ব্যান্ডেলে তিনটি নতুন আরপিএফ মহিলা ব্যারাক নির্মাণ হয়েছে। হাওড়া অস্থি চিকিৎসা হাসপাতালে চালু হবে আধুনিক সিটি স্ক্যান যন্ত্র। ডিআরএম সঞ্জীব কুমারের জানান, 'গত বছরের তুলনায় চলতি বছরে হাওড়া ডিভিশনে লোডিং বৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ৪৩ শতাংশ। এটি ভারতীয় রেলের মধ্যে সর্বোচ্চ। ভারতের সমস্ত ৭০টি ডিভিশনের মধ্যে আমরা প্রথম স্থানে রয়েছি।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী
গত ১১/০৪/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ২০ নং এফিডেভিট বলে আমি Sumanta Sil ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Santi Ranjan Sil ও S. Sil উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
গত ১১/০৪/২০২৫ Judicial Magistrate, Bankshall, Calcutta কোর্টে ২৮৩৪ নং এফিডেভিট বলে Hyder Ali & Hayder Ali S/o. Md Isha সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১৬/০৪/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১৫ নং এফিডেভিট বলে Suvo Mukherjee ও Subha Mukherjee S/o. Madhabendra Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১৮/০৩/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৫০ নং এফিডেভিট বলে Sanjay Kumar Das S/o. Kamal Kishor Das ও Sanjoy Kr. Das S/o. K. K. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

ভ্রম সংশোধন
আমি, বিদেশ প্রামাণিক, এ্যাডভোকেট, জিলা জর্জ কোর্ট, কৃষ্ণনগর, জেলা- নদীয়া, এনরোলমেন্ট নং- WB.(F) 866/1715/2017 কর্তৃক গত ইংরাজি ২২.০৩.২০২৫ তারিখে দৈনিক এক দিন পত্রিকায় একটি আমমোক্তানামা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েছিল সেখানে ভুল বসত ১১৭ নং দুর্গাপুর মৌজায় এল.আর. ৪৭২/২ নং খতিয়ানের পরিবর্তে এল.আর. ৪৭৪/২ নং খতিয়ান হইবে, রায়তের নাম প্রনব কুমার সাহা। ভুল প্রকাশে দুঃখিত।

নাম-পদবী
আমি Tania Chakraborty D/o. Samiran Chakraborty গত ইং ০১/০১/২০২৫ তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়া Tania Bibi নামে পরিচিত হইয়াছি। ১৬/০৪/২০২৫ তারিখে নোটারী পাবলিক, সদর হুগলী কোর্টে ১১১১ নং এফিডেভিট বলে Tania Bibi ও Tania Chakraborty D/o. Samiran Chakraborty সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ০১/০৩/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৫৪ নং এফিডেভিট বলে Subhendu Pal S/o. Sunit Kumar Pal ও Dr. Subhendu Paul S/o. Dr. S. Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

।। বিজ্ঞপ্তি ।।
//জেলা-হুগলীর সিভিল জজ জুনিয়র ডিভিশন-অতিরিক্ত আদালত চুঁচুড়া //
২০১৩ সালের ৩৬ নং দেওয়ানী মোকর্দ্দমা।
১। (এ) নাসির আলি সা দীং, পিতা-সেখ সুবীর আলি, সাং- মান্দারা, পোঃ- মান্দারা, থানা- ধনিয়াখালি, জেলা-হুগলী ....বাদী
(বনাম)
২। (এ) রাধারানী রায়, স্বামী- ৺তপন রায়, (বি) রাহুল রায়, (সি) -অর্পিতা রায়, উভয়ের পিতা- ৺তপন রায়, সকলের সাং- ও পোঃ- মান্দারা, থানা-ধনিয়াখালি, জেলা- হুগলী। .... বিবাদী
এতদ্বারা জ্ঞাত করা যাইতেছে যে উপরোক্ত বাদী পক্ষ উপরোক্ত আদালতে স্বত্ব সাব্যস্ত মতে স্বত্ব প্রচার, বিভাগ বন্টন ও অন্যান্য প্রতিকারের প্রার্থনায় উপরোক্ত নম্বর মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। আপনারা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা কোন ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা অত্র আদালতে হাজির হইয়া আপনাদের বক্তব্য পেশ করিবেন। অন্যথায় অত্র মোকর্দ্দমা আপনাদের অসাক্ষাতে একতরফা শুনানী হইয়া নিষ্পত্তি হইবে।
(এ) তপশীল: জেলা-হুগলী, থানা- ধনিয়াখালি, মৌজা- মান্দারা, খতিয়ান নং-১৬৬, দাগ নং- ৩৩৭৫, পরিমাণ- ০৮ শতক মধ্যে উত্তর দিকের- ০৫ শতক। (বি) তপশীল: জেলা- হুগলী, থানা- ধনিয়াখালি, মৌজা- মান্দারা, খতিয়ান নং- ১৬৬, দাগ নং- ৩৩৭৫, পরিমান- ৮ শতক।
বাদীর পক্ষে
সৌমেন্দু ভট্টাচার্য্য (এ্যাডভোকেট)
আদালতের অনুমত্যানুসারে
সৌমিত্র চক্রবর্ত্তী (সেরেস্তাদার)
24.2.25

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৩০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- adconnexon@gmail.com

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, মোঃ ৯৩৩২২০৬৫৯।

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যায় যে থানা বিষ্ণুপুর ও জেলা বাঁকুড়া [illegible] মৌজা ৯৮ নং জে এল [illegible] এল আর খতিয়ান নং ৪৫১ [illegible] দাগ নং ২৪৫ [illegible] ১১ শতক, [illegible] মোট ১৪ শতক [illegible] ২৪ শতক সম্পত্তি শ্রী জগবন্ধু দে পিতা মতিলাল দে, শ্রীমতী মনিমালা দে [illegible] জেলা বাঁকুড়া এর নিকট শ্রী গৌতম [illegible] জেলা বাঁকুড়া [illegible] বিষ্ণুপুর অফিসে [illegible] ১৬৮১/২০২২ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে ২৯/০৩/২০২২ আমমোক্তার নামা গ্রহণ করেন এবং উক্ত আমমোক্তার বলে উক্ত সম্পত্তি বিক্রি করিবেন। উক্ত জমিতে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে উপযুক্ত তথ্য প্রমাণ লইয়া বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন থেকে ৩০ দিনের মধ্যে [illegible] অফিসে অভিযোগ জানাইবেন।
Pallab Kumar Mukherjee, ADVOCATE
DISTRICT & SESSIONS JUDGES' COURT, BANKURA
Enrolment No.-F-3614/4240/2023

।। বিজ্ঞপ্তি ।।
IN THE COURT OF LD. DISTRICT JUDGE, HOOGHLY
L. A. SUIT CASE NO.- 08/2023

In the matter of: Estate of deceased **Jitendra Nath Mitra**, Son of Late Nalindra Nath Mitra, by religion Hindu, by nationality Indian, resident of Village - Paschim Narayanpur, P.O. - Bahir Khanda, P. S. 712405. Haripal, Dist. Hooghly, Pin. - 712405.

-AND-

In the matter of: 1. MINOR SWASTIKA MITRA, Daughter of Late Santanu Mitra, By religion Hindu, by occupation Student, Represented by Natural Guardian Mother and for self **2. SMT. CHAITALI MITRA**, Wife of Late Santanu Mitra, By religion Hindu, by occupation Household Duties, Both are residing at Village - Paschim Narayanpur, P.O. - Bahir Khanda, P. S. - Haripal, Dist. Hooghly, Pin. - 712405.

..... **Petitioner.**

In the matter of: A humble petition for grant of a letter of administration in respect of the last will dated 19th January, 2002 executed by said deceased **Jitendra Nath Mitra**, son of Late Nalindra Nath Mitra, by religion Hindu, by nationality Indian, resident of Village Paschim Narayanpur P.O. Bahir Khanda, P.S. Haripal, Dist.- Hooghly, Pin. 712405, on behalf of the petitioners above-named.

এতদ্বারা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে সর্বসাধারনের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে, উপরিউল্লিখিত দরখাস্তকারীগণ নিম্নলিখিত তপশীল বর্নিত সম্পত্তি লইয়া স্বর্গীয় **জীতেন্দ্রনাথ মিত্র,** পিতা- স্বর্গীয় নলিন্দ্রনাথ মিত্র -এর জীবদ্দশায় রচিত উইল এর প্রবেট লইবার জন্য স্বর্গীয় জীতেন্দ্রনাথ মিত্র নিকট আত্মীয় ১) **শ্রীমতী স্বাতী নাগ,** ২) **শ্রীমতী শাশ্বতী বাসু** কে নোটিশ করিয়া উপরিউল্লিখিত মোকর্দ্দমাটি রুজু করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে যদি কাহারও কোনরূপ আপত্তি থাকে তবে তিনি অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে যথোপযুক্ত নথি সহ উকিলবাবুর মাধ্যমে অত্র আদালতে আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় অত্র মোকর্দ্দমাটি আইন অনুযায়ী নিষ্পত্তি হইবে।

তপশীল সম্পত্তি
SCHEDULE OF PROPERTIES ABOVE REFERRED TO
ITEM NO. 1:
All that piece and parcel of following properties contained in the Mouza - Paschim Narayanpur, J. L. No. 21, under L.R. Khatian no. 311 and within the following Dag numbers, as given below

Sl. No.	L.R. Dag No.	Area of Land (Acres)	Nature of Land
1	274	0.14	Suna
2	466	0.04	Smashan
3	466/1298	0.02	Pukur
4	1409	0.84	Shali
5	1464	0.39	Shali
6	1465	0.56	Shali
7	1576	0.49	Shali
8	1622	0.06	Shali
9	1732	0.04	Viti
10	1733	0.03	Bastu
11	1734	0.03	Pukur
12	1735	0.04	Bagan
13	1736	0.02	Doba
14	1737	0.05	Bastu
15	1738	0.01	Doba
16	1739	0.01	Dokan
17	1744	0.57	Pukur
18	2101	0.01	Shali

And in total the lands are measuring about 3.35 Acres and the properties are situated under P.S. Haripal, Dist. Hooghly.
ITEM NO. 2:
All that piece and parcel of Shali land contained in the Mouja Tajpur, J. L. No. 22, comprised in L.R. Dag No. 735 under L.R. Khatian no. 114 measuring about 0.55 Acre and the property is situated under P.S. - Haripal, Dist.-Hooghly.
অলোক কুমার মুখোপাধ্যায়
(উকিলবাবু)
জ্যোতির্ময় সরকার (সেরেস্তাদার)
হুগলী জেলা জজ বাহাদুর আদালত

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৭ ই এপ্রিল, ৩ রা বৈশাখ। বৃহস্পতিবার। কৃষ্ণ পক্ষের চতুর্থী তিথি। জন্মে বৃশ্চিক রাশি, অষ্টত্তরী শনি র মহাদশা, বিংশোত্তরী বুধের মহাদশা, মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি: পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি: শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি: প্রেমিক কে বিশ্বাস করে সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি: পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ। আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি: নতুন উদ্যমে আবার, জমি জমা কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সামান্য আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি: বানিজ্যে শুভ। বিশেষত সাংবাদিক- লেখক মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সম্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি: কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো। তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি: আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি: কর্মে উন্নতি র সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনী স্ত্রত্র পাঠ।

মকর রাশি: সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি।

কুম্ভ রাশি: সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি: বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১৭ এপ্রিল ২০২৫, ৩ বৈশাখ, বৃহস্পতিবার

মুর্শিদাবাদে হিংসার ঘটনায় এনআইএ তদন্ত চেয়ে জোড়া মামলা হাইকোর্টে

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুর্শিদাবাদে হিংসার ঘটনায় এনআইএ তদন্ত চেয়ে জোড়া আবেদন হল কলকাতা হাইকোর্টে। প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। এর পাশাপাশি হিংসায় আক্রান্তরা বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসেও একটি রিট পিটিশন দাখিল করেন। আদালত সূত্রে খবর, দুটি আবেদনেরই শুনানি বৃহস্পতিবার হওয়ার সম্ভাবনা। ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদকে কেন্দ্র করে কয়েকদিন ধরে উত্তপ্ত মুর্শিদাবাদের একাধিক এলাকা। এই ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন তিনজন এমনটাই জানানো হয়েছে সরকারি সূত্রে। পাশাপাশি ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটেছে। যার জেরে আতঙ্কে অনেকে এখনও ঘরছাড়া। পরিস্থিতি সামাল দিতে রাজ্য পুলিশের সঙ্গে ময়দানে নামে বিএসএফ। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে এলাকায় রয়েছে আধাসেনাও। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বলে জানিয়েছেন

রাজ্য পুলিশের এডিজি আইনশৃঙ্খলা জাভেদ শামিম। এই প্রসঙ্গে এডিজি এও জানান, এখনও পর্যন্ত ২২১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

মুর্শিদাবাদে হিংসার ঘটনায় এনআইএ তদন্তের দাবিতে এদিন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বিজেপি নেত্রী তথা আইনজীবী প্রিয়ঙ্কা টিবরেওয়াল এবং আইনজীবী সংযুক্তা সামন্ত। এনআইএ তদন্তের দাবিতে জনস্বার্থ মামলা দায়েরের অনুমতি চান তাঁরা। তাঁদের আরও বক্তব্য, মুর্শিদাবাদে ৩০০ পরিবার ঘরছাড়া। তাঁদের ঘরে ফেরাতে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়ার আবেদনও জানানো হয়। এরপরই মামলা দায়েরের অনুমতি দেয় প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন ডিভিশন বেঞ্চ। আবার মুর্শিদাবাদে একাধিক আক্রান্ত পরিবারের সদস্যরা এনআইএ তদন্তের দাবি জানিয়ে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে মামলা করেছেন এদিন। সুতি, ধুলিয়ান, সামশেরগঞ্জ-সহ একাধিক এলাকার বেশ কয়েকজন বাসিন্দা মামলা করেছেন। মুর্শিদাবাদে হিংসার ঘটনায় এনআইএ তদন্তের আবেদন জানিয়ে তাঁদের বক্তব্য, পুলিশের কাছে অভিযোগ জানানোর পরও পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করেনি। এসপিকে ইমেল করেও কোনও জবাব পাওয়া যায়নি। তাই এবার উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন তাঁরা। মামলা দায়েরের অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। বৃহস্পতিবারও এই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

গৃহহারাদের নিয়ে ভবানীভবনে হাজির সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুর্শিদাবাদে হিংসার ঘটনা নিয়ে রাজ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে আরও এক ধাপ তোপ দাগলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। মঙ্গলবার কলকাতায় ভবানীভবনের সামনে ঘরছাড়া নির্যাতিতদের নিয়ে পৌঁছে যান তিনি। উদ্দেশ্য, রাজ্যের ডিজিপি রাজীব কুমারের সঙ্গে তাঁদের সরাসরি সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক।

মালদার বৈষ্ণবনগরে অস্থায়ী ত্রাণশিবির থেকে আনা হয়েছিল মুর্শিদাবাদের সেই সমস্ত বাসিন্দাদের, যাঁরা অশান্তির জেরে বাড়িছাড়া। বিজেপি নেতাদের অভিযোগ, এখ নও পর্যন্ত রাজ্যের ডিজি ওই এলাকাগুলিতে যাননি। সুকান্তদের দাবি, ডিজি নিজে গিয়ে পরিস্থিতি খ তিয়ে দেখলে এই দুরবস্থা হত না। এই পরিস্থিতিতে, নির্যাতিতদের মুখ থেকে সব অভিযোগ সরাসরি শোনাতে তাঁদের নিয়ে ভবানীভবনের সামনেই হাজির হন বিজেপি নেতৃত্ব। কিন্তু দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পরও ডিজির সঙ্গে দেখা না হওয়ায়, গেটের সামনে বসে পড়েন তাঁরা। পাশাপাশি অবস্থানে যোগ দেন আক্রান্তরাও। প্রায় ৪০

মিনিট কেটে গেলেও তাঁরা সেখানেই থাকেন। স্পষ্ট জানিয়ে দেন, যতক্ষণ না ডিজি আসেন এবং তাঁদের কথা শোনেন, ততক্ষণ তাঁরা উঠবেন না। এর মধ্যে কলকাতা পুলিশের ডিসি (দক্ষিণ) এসে জানান, ডিজি এই মুহূর্তে মিটিংয়ে রয়েছেন। ফলে তাঁর পক্ষে এখনই আসা সম্ভব নয়। তখন সুকান্ত বলেন, 'ওনাকে বলুন, মিটিং শেষ করে এখানে আসতে। আমরা এখানেই অপেক্ষা করছি।দ পুলিশ ট্র্যাফিক সমস্যার যুক্তি তুলে ধরলে বিজেপির পাল্টা প্রশ্ন, অাঁরা ঘরছাড়া, যাঁদের মাথায় ছাদ নেই, যাঁরা এক কাপড়ে পালিয়ে এসেছেন, তাঁদের বাঁচানো জরুরি, না ট্র্যাফিক?' সেখান থেকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে সুকান্তের সোজা বার্তা, 'উনি বলছেন বিজেপি করেছে। আমরা চ্যালেঞ্জ করছি, আমার ফোন, আমাদের বিজেপি নেতাদের ফোন দিয়ে দিচ্ছি। প্রমাণ করে দেখান, বিজেপি করেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যদি সাহস থাকে, দেখান প্রমাণ। দেখান যে এই অশান্তি বিজেপির নেতারা করিয়েছে।' প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার মুখ ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তোলেন, 'বিজেপির বাইরে থেকে লোক এসে গন্ডগোল পাকিয়ে পালিয়ে গেল কেন?' সেই মন্তব্যের জবাবেই ভবানীভবনে বিজেপির নেতৃত্বে এই প্রতিরোধ কর্মসূচি।

মিডিয়ার গতিরোধ করে সত্যকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা রাজ্যর: দিলীপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ান-সহ রাজ্যের একাধিক অঞ্চলে সাম্প্রতিক হিংসা ও দাঙ্গার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ আনলেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তাঁর অভিযোগ, 'সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে সংবাদমাধ্যমের প্রবেশ রোধ করছে, যাতে আসল সত্য দেশের সামনে না আসে।'

এক সাংবাদিক সম্মেলনে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'আমি বোঝাতে চাইছি যে জলাধারে জল নেই। আবার বলছি, একবিন্দু জলও নেই।' এই প্রতীকী ভাষায় তিনি প্রশাসনিক শূন্যতার দিকে ইঙ্গিত করেন। পাশাপাশি প্রশ্ন তোলেন, 'যে হাজার হাজার মানুষ ঘরছাড়া, কেউ মারা গেছে, কেউ অন্যত্র পালিয়ে গেছে, তাদের অবস্থার হদিস কোথায়? প্রকৃত ঘটনা কী, তা সরকার বলতে পারছে না, কারণ সরকারই কিছু

লুকোচ্ছে।' মিডিয়াকে ঘটনাস্থলে যেতে না দেওয়ার কড়া সমালোচনা করেন দিলীপ। বলেন, 'মিডিয়াকে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। বলা হচ্ছে গণনা সম্ভব নয়, সুযোগ নেই, তবে কী সুবিধা দেওয়া হচ্ছে? যাঁরা ভুক্তভোগী, তাঁদের ঘর থেকে বেরোতে দেওয়া হচ্ছে না, কারণ সত্য ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা চলছে।' বিএসএফ মোতায়েন নিয়েও প্রশ্ন তুলে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'আজ রাজ্য জুড়ে যেখ ানে-সেখানে বিএসএফ ক্যাম্প বসানো হয়েছে। কিন্তু বিএসএফের কাজ সীমান্ত পাহারা দেওয়া, আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা নয়। সরকার পরিস্থিতি সামাল দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ।' মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি আক্রমণ করে তিনি বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, চোখ খুলে রাখুন। মিডিয়াকে সরিয়ে সত্য গোপন করার চেষ্টা বন্ধ করুন। রাজ্যের মানুষ দিনের পর দিন এই দুর্দশা সহ্য করবে না।' ধুলিয়ানে শিশুদের উপর হামলার প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, 'সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যাচ্ছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের উপর হামলা হচ্ছে, বাসে চড়াও হচ্ছে দুর্বৃত্তরা। অথচ প্রশাসনের কাছে আগাম কোনও খবর ছিল না, এটা কি করে সম্ভব? নাকি সরকার জানত, কিন্তু কিছু করতেই চায়নি।' শেষে দিলীপ ঘোষ বলেন, 'এটাই প্রথম নয়, এর আগেও হয়েছে, আবারও ঘটবে, যতদিন না মানুষ প্রতিবাদে রাস্তায় নামছে, ততদিন সরকার তাদের কণ্ঠরোধ করে যাবে।'

'হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই' স্লোগান বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওয়াকফ আইনের প্রতিবাদ-বিক্ষোভে হিংসার জেরে মুর্শিদাবাদে হরগোবিন্দ দাস এবং তাঁর ছেলে চন্দন দাসের হত্যার প্রতিবাদে এদিন রাজ্যজুড়ে হিন্দু শহিদ দিবস পালনের ডাক দিল পদ্ম শিবির। বুধবার বিধানসভার বাইরে এক বিক্ষোভে যোগ দিতে দেখা গেল বিজেপি বিধায়কদের। বিধানসভার সামনেই মুর্শিদাবাদে মৃত বাবা-ছেলের পোস্টার হাতে নিয়ে গর্জে উঠলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আর এখান থেকেই উঠল 'হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই' স্লোগান।

এদিকে যে সময় বিধানসভার বাইরে এই বিজেপি বিক্ষোভ শুরু করেছে ঠিক সেই সময়ই আবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ওয়াকফ সংশোধনী আইন নিয়ে ইমামদের সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঞ্চে উঠেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে একের পর তোপ দাগতে দেখা যায় তাঁকে। মুর্শিদাবাদের অশান্তির জন্যই কেন্দ্রকেই দোষারোপ করেন তিনি। বাংলাদেশের পরিস্থিতি দেখে কেন তড়িঘড়ি ওয়াকফ আইন পাশ করা হল সেই প্রশ্নও এদিন তুলতে দেখা যায় মমতাকে। এর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় এজেন্সির ভূমিকা নিয়েও সরব হয়েছেন মমতা। অন্যদিকে, বুধবারও আবার নতুন করে অশান্তির ছবি দেখা যায় ধুলিয়ানে। পুরসভার চেয়ারম্যানের ভাইয়ের দোকানে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। অন্যদিকে ধুলিয়ানে যেতে চেয়ে এদিনই আবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন শুভেন্দু।

দিঘায় জগন্নাথ ধামের উদ্বোধনের দিন বিশৃঙ্খলার আঁচ, আগাম সতর্ক মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: দিঘায় জগন্নাথ ধামের বহু প্রতীক্ষিত উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সে ব্যাপারে চূড়ান্ত সতর্কতা বজায় রাখা নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩০ এপ্রিল দিঘায় জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন। ওইদিনই হবে প্রাণ প্রতিষ্ঠা এবং দ্বারোদঘাটনের অনুষ্ঠান। আগের দিন অর্থাৎ ২৯ এপ্রিল শাস্ত্রীয় প্রথা মেনে যজ্ঞানুষ্ঠিত হবে। বুধবার নবান্ন সভাঘরে জগন্নাথ ধামের উদ্বোধনের চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে অনুষ্ঠানকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করতে নানা নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি সুরক্ষা ও নিরাপত্তার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষা জানান কুম্ভ মেলার মতো এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান নিয়ে আগ্রাসী প্রচার চালানোর বিরুদ্ধে তিনি। তবে বিরাট এই কর্মযজ্ঞে বহু মানুষের ভিড় হবে। ১২০০০ লোক সমাগম হতে পারে। তাদের থাকা খাওয়ার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করতে সরকারের তরফ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠান বাঞ্চাল করার পরিকল্পনাও হতে পারে বলেও আশঙ্কা রয়েছে। একইসঙ্গে অতিরিক্ত জনসমাগমে যাতে পদপিষ্টের মতো ঘটনা না ঘটে, সে দিকে নজর রাখতে হবে। ওই মন্দিরের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমস্ত পক্ষ এবং পুলিশ প্রশাসনের শীর্ষকর্তাদের উপস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী জানান, শান্তি রক্ষা নিয়ে তাঁর উদ্বেগ রয়েছে। অনেকের মাথাব্যথা আছে অন্যরকম কিছু করার। তা যাতে কোনভাবেই না হয় সেদিকে নজর রাখতে হবে। সে কারণে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট নির্দেশ ভিড় নিয়ন্ত্রণে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা তৈরি করার। মন্দির চত্বরে পাশাপাশি সৈকত শহর দিঘা তার আশপাশের এলাকা এবং যাতায়াতের সমস্ত রাস্তায় সিসিটিভি নজরদারিতে মুড়ে ফেলার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। নিরবিচ্ছিন্ন নজরদারির জন্য জায়গায় জায়গায় তৈরি করতে হবে ওয়াচ টাওয়ার। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এটা একটা নতুন কর্মক্ষেত্র, ধর্মক্ষেত্র। মহাকুম্ভমেলায় যেভাবে হাইপ তোলা হয়েছিল আমরা সেটা করিনি। তিনটি হ্যাঙ্গার থাকবে। দিঘা কনভেনশন সেন্টারে শিল্পপতিদের জায়গা রাখা হয়েছে। মে আই হেল্প ইউ শিবির থেকে শুরু করে মেডিক্যাল ক্যাম্প থাকবে। ট্রাফিক ব্যবস্থাকে ভাল করে কো-অর্ডিনেট করতে হবে। ওইদিনের আগে রেলের পরিকল্পনা জানাতে হবে। রেলকে অনুরোধ করব, যাতে ভিড় পরিষ্কার করে দেয়। বাড়তি কিছু চাইছি না। আরও কিছু ফাঁকা জায়গা পেলে তাহলে সেখানেও কিছু ব্যবস্থা করা যায়। কিছু তাঁবু করতে পারলে ভাল হবে। মন্দিরের সামনের জায়গায় খ ালি পায়ে যেতে হবে। আমিও খালি পায়ে যাব। আমার চিন্তা আছে শান্তি রক্ষা নিয়ে।' গঙ্গাসাগরে যেইসব পুলিশকর্মী নিরাপত্তায় মোতায়েন ছিলেন, তাঁদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাতে জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের নিরাপত্তার দায়িত্ব দিতে ডিজি রাজীব কুমারকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি মন্দির চত্বরে নিরাপত্তায় মোতায়েন করা হবে বেসরকারি নিরাপত্তা রক্ষীদের। বিশৃঙ্খলা আটকাতে ভিভিআইপি সমাগমে রাশ টানারও নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ওই মন্দিরের সোনার ঝাঁটা দেবেন। অ্যাকাউন্ট তৈরি হলেই তার জন্য ৫ লক্ষ ১ টাকা দেবেন বলে জানান। তিনি বলেন, যদি কোনও ত্রুটি হয়, এই অনুষ্ঠান নিয়ে আগাম ক্ষমা চেয়ে রাখ ছি। চাই না যাতে বেশি ভিআইপি যান। আমরা কিছু তালিকা দেব এবং কয়েকজন মন্ত্রীকে যেতে বলব। অরূপ বিশ্বাস, পুলক রায়, সুজিত বসু, ইন্দ্রনীল সেন, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ওখানে ২৭ এপ্রিল চলে যাবেন। মুখ্য সচিব ডিজি সহ পুলিশের শীর্ষকর্তারা থাকবেন। ফিরহাদ হাকিম কলকাতায় থেকে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখবেন।

বাংলায় এখন সনাতনী বনাম জেহাদি, দাবি অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: মুর্শিদাবাদে হরিগোবিন্দ দাস ও তাঁর পুত্র চন্দন দাসকে হত্যার প্রতিবাদে বুধবার বিজেপির তরফে 'হিন্দু শহীদ দিবস' পালনের ডাক দেওয়া হয়েছিল। বঙ্গ বিজেপির সেই ডাকে সাড়া দিয়ে ভাটপাড়া পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাঁকিনাড়ার ২০ নম্বর গলিতে দলীয় কর্মী অজয় সাউয়ের বাড়িতে 'হিন্দু শহিদ দিবস' পালন করা হয়। শহিদ দিবস পালনে অংশ নিয়ে ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং দাবি করেন, বাংলায় এখন সিপিএম, তৃণমূল কিংবা বিজেপির লড়াই নেই। বাংলায় এখন সনাতনী বনাম জেহাদি। তাঁর কথায়, বর্তমান পরিস্থিতিতে স্লোগান একটাই, 'হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই। বাংলায় ২০২৬ সালে বিজেপিকেই চাই।' মুর্শিদাবাদে তাণ্ডবে মৃত্যুর সংখ্যা নিয়ে তিনি বলেন, 'ওখানে মৃত্যুর সংখ্যা চাপা দেওয়া হচ্ছে। অনেক দেহ লোপাট করা হয়েছে। কোথাও ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ হলে সবচেয়ে আগে সরব হতেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল। কিন্তু মুর্শিদাবাদে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মুখ খ ুলছেন না কেন?' তাঁর দাবি, আসলে হিন্দু নিধনকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, কাঁকিনাড়ার কাছারি রোড মোড়ে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে শহিদ দিবস পালন করার কথা ছিল। কিন্তু পুলিশ ওখানে শহিদ দিবস পালন করতে দেয়নি। ভাটপাড়া থানার আইসি পুরোপুরি তৃণমূলের দালাল হয়ে কাজ করছে। উনি সনাতন বিরোধী। ওনাকে কোনওমতেই ছাড়া হবে না। কাঁকিনাড়ার গান্ধীমূর্তির পাদদেশে শহিদ দিবস পালন করতে না দেওয়া প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, 'মনে হচ্ছে যেন, পশ্চিমবাংলা ভারতবর্ষের মধ্যে আছে? নাকি বাংলার মধ্যে ভারতবর্ষ

আছে।' দেশের একজন সনাতন নাগরিক হিসেবে তাঁর আবেদন, বাংলায় হিন্দুরা সুরক্ষিত নেই। হিন্দুদের বাঁচাতে ৩৫৫ /৩৫৬ ধারা জারি করা প্রয়োজন। অন্যথায় সনাতনীদের রক্ষা করা সম্ভব নয়। শহিদ দিবস পালন অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন হালিশহর পুরসভার প্রাক্তন উপ-পুরপ্রধান রাজা দত্ত, প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, ভাটপাড়া মন্ডল-১ সভাপতি সুমিত চক্রবর্তী, রাজ বিশ্বাস, দীপক সাউ, ওঙ্কার নাথ সাউ প্রমুখ।

'দেখেছো মারদাঙ্গা আন্দোলন? হ্যাঁ, কিন্তু ওটা আমাদের না!'

রাজীব মুখোপাধ্যায়

'আমাদের লাল পতাকার ছায়াতেই নাকি বিপ্লব জন্মায়!' সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই-এর এক সাম্প্রতিক সোশ্যাল মিডিয়া কাণ্ড দেখে মনে হচ্ছে, এখন বিপ্লব আর আন্দোলন, দুটোই ধার করে করতে হচ্ছে। এ-যুগে যেহেতু ইন্টারনেট আছে, তাই গুগল সার্চ দিয়েই সংগ্রামের ছবি পাওয়া যায়। তাতে সমস্যা নেই, যদি না সেটা প্রতিপক্ষের আন্দোলনের ছবি হয়!

শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির প্রতিবাদে ১৭ এপ্রিল ডিওয়াইএফআই এসএসসি ভবন অভিযান করতে চলেছে। কিন্তু তার আগেই নিজেদের সমাজমাধ্যমে পোস্ট করে তারা প্রচারে নামল। আর সেই পোস্টেই দেখা গেল এবিভিপির বিকাশ ভবন অভিযানের ছবি! যার একটি ছবিতে গ্রেপ্তার হচ্ছেন এবিভিপির নেত্রী শিল্পা মণ্ডল, সেই ছবিই গর্বভরে ব্যবহার

করেছেন সিপিএমের যুবকরা। বুঝে উঠতে সময় লাগেনি এবিভিপি-র, কিন্তু বুঝে উঠতে সময় লাগল ডিওয়াইএফআই-এর। তার আগেই এবিভিপি ঘুরিয়ে দিল পোস্টের স্ক্রিনশট। ডিওয়াইএফআই-এর এই ফেসপাম ঘটনার পরে রাজ্য রাজনীতিতে উঠেছে নতুন প্রশ্ন। তবে কি ভবিষ্যতে আন্দোলনের ছবি দেওয়ার আগে ফেস রেকগনিশন ক্যামেরা দিয়ে যাচাই করতে হবে, যাতে ভুল পতাকা ধরা না পড়ে? আন্দোলনের জন্য আন্দোলন নয়, অন্যের আন্দোলনের ভিডিও হলেই চলবে! সিপিএমের সোশ্যাল মিডিয়ার ইতিহাস অবশ্য এই প্রথম নয় মার্চ মাসে দলের ফেসবুক ডিপি হয়ে উঠেছিল 'নীল-সাদা'। এবার এল ছবি বিভ্রাট। ফলে উঠেছে প্রশ্ন, লাল ঝান্ডার ছায়ায় যাঁরা 'ক্লাস স্ট্রাগল'-এর গান গায়, তাঁরা কি সোশ্যাল মিডিয়ায় এখন 'স্টক স্ট্রাগল'-এর যুগে ঢুকে পড়েছেন? বিপ্লবের ব্র্যান্ডিং ভুল হলেও পার্টি ধোওয়া তুলসিপাতা।

আলিমুদ্দিনের তরফে 'ভ্রান্তি' স্বীকার করা হয়নি। মিনাক্ষী মুখে াপাধ্যায় ফোন ধরেননি, উত্তর দেননি হোয়াটসঅ্যাপেও। অন্যদিকে এবিভিপি একের পর এক পোস্ট করে বলেছে, তডিওয়াইএফআই-এর যদি নিজেদের আন্দোলনের মতো ছবি না থাকে, তাহলে আমাদেরই ধার নেয়। এটাই এদের সাংগঠনিক দৈন্য!' যেখানে আন্দোলনের ছবি তোলা পর্যন্ত না থেমে সেটি পোস্ট করে শেয়ার পর্যন্ত হয়েছে, সেখানে 'ভুল' বলে দায় এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা অনেকটা 'চুরি করেছি, কিন্তু ইচ্ছা ছিল না'-এর মতো। ডিওয়াইএফআই অবশ্য পোস্ট তুলে দিয়েছে, বিপ্লবও আপাতত ডিলিটেড! সমালোচনার মুখে পড়ে ওই পোস্টটি ডিলিট করে দেয় ডিওয়াইএফআই নেতৃত্ব। যদিও সেই পোস্টে বহু মানুষ বাম সংগঠনকে লক্ষ্য করে ব্যাঙ্গাত্মক কমেন্ট করে। শেষে আন্দোলন কে করল তা বড় কথা নয়, ছবি কার সেটা নিয়েই ঘোর 'শ্রেণি-সংগ্রাম'! অনিরুদ্ধ সরকারের মতে, 'ওদের নিজেদের কর্মসূচিতে কেউ আসে না, তাই আমাদের আন্দোলনের ছবি ধার করে। ওটা যদি ভিড় হয়, তাহলে বিপ্লবও শেয়ার করা পোস্ট।' সব মিলিয়ে সমাজমাধ্যমে লড়াই এখন কে কাকে ভুল ছবি দিয়ে হারাতে পারে, তাতে না থাক ডামাডোল, না থাক স্লোগান, শুধু থাক বিভ্রাট আর এক চিমটে ব্যঙ্গ। আজকের বিপ্লবের ছবি কালকের বিব্রতকর পোস্ট;এই নিয়মেই চলেছে লাল বাহিনীর নতুন 'ডিজিটাল আন্দোলন'। 'আন্দোলন ধার নিলেই যদি বিপ্লব হয়, তবে চার্জশিটও ধার করো', তীব্র খোঁচা গেরুয়া শিবিরের।

পাসপোর্ট জালিয়াতি মামলায় ধৃতের বাংলাদেশে রয়েছে এজেন্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন: পাসপোর্ট জালিয়াতি মামলায় ধৃত আজাদ মল্লিক। এরপর দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদে সামনে এল বিস্ফোরক সব তথ্য। ইডির তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এক বছর অন্তর ভাড়াবাড়ি বদলাতেন এই আজাদ মল্লিক। ভুয়ো পাসপোর্ট বানাতে নিতেন ৫ হাজার থেকে ৪০ হাজার টাকা। একইসঙ্গে ইডির তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে যে, আজাদের দুটি মোবাইল ফোনও ইডি বাজেয়াপ্ত করেছে। প্রসঙ্গত, পাসপোর্ট জালিয়াতি মামলায় মঙ্গলবার উত্তর ২৪ পরগনার এয়ারপোর্ট থানা এলাকার বিশরপাড়ায় আজাদের ভাড়াবাড়িতে হানা দিয়েছিল ইডি। কয়েকঘণ্টা তল্লাশির পর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর বুধবার বিচারভবনের বিশেষ ইডি আদালতে পেশ করা হয় তাঁকে।

ইডি সূত্রে খবর, পাসপোর্ট জালিয়াতি চক্রের মিডলম্যান হিসেবে কাজ করতেন আজাদ। তাঁর মোবাইলেই আসত পাসপোর্ট বানানোর নথি। পাসপোর্ট ছাড়াও আধার কার্ড, ভোটার কার্ডও বানিয়ে দিতেন। এই চক্র যাতে ধরা না পড়ে, তার জন্য ঘন ঘন বাড়ি বদলাতেন তিনি। একইসঙ্গে এদিন আদালতে ইডির তরফ থেকে জানানো হয়, আজাদ আদতে বাংলাদেশি নাগরিক। গত ১০ বছর ধরে ভারতে রয়েছেন। ভারতে তিনি ভুয়ো পাসপোর্ট,আধার বানিয়ে ফেলেছিলেন। মঙ্গলবার তল্লাশির সময় আজাদের বাড়ি থেকে তার আধার, পাসপোর্ট, ভোটার কার্ড উদ্ধার হয়। তার আধার কার্ড ও পাসপোর্টে জন্ম তারিখ আলাদা। ইডি সূত্রে আজাদ সম্পর্কে এ খবরও মিলছে যে, বাংলাদেশেও রয়েছে এই ভুয়ো পাসপোর্ট তৈরি চক্রের এজেন্ট। সেখান থেকে যারা ভারতে আসতেন, তারা আজাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। আজাদের হাত ধরে কত বাংলাদেশি ভারতে ঢুকেছেন, জানতে তৎপর হয়েছে ইডি। এখানেই শেষ নয়, আজাদ সম্পর্কে ইডির তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ভারতে এসে আমদানি-রফতানি ব্যবসাও খুলে ফেলেছিলেন আজাদ। সঙ্গে বিদেশি মুদ্রা লেনদেনের ব্যবসাও শুরু করেন। এদিন আদালতে ইডি জানায়, আজাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ২.৬২ কোটি টাকার লেনদেন হয়েছে। এই দুর্নীতির টাকা কোথায় ব্যবহার হয়েছে সেটা দেখা হচ্ছে। বিভিন্ন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে কখনও ২০ লক্ষ, কখনও তার বেশি জমা দেওয়া হয়েছে।

এই টাকা কারা জমা দিত, কোথা থেকে কারা সেই টাকা তুলে নিত তা জানা জরুরি বলে আদালতে এদিনজানায় ইডি। আজাদের কাছে হাওয়ালার মাধ্যমে টাকা আসত বলে ইডি দাবি করে। ইডি আরও জানিয়েছে, বাংলাদেশে তাঁর স্ত্রী ও সন্তান রয়েছে বলে জেরায় স্বীকার করেছেন আজাদ। ইডির আবেদন মেনে আজাদকে ২৯ এপ্রিল পর্যন্ত ইডি হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে বিশেষ ইডি আদালত।

সম্পাদকীয়

বাংলা ক্যালেন্ডার নিয়ে বর্তমান প্রজন্মের আর কোনও আগ্রহ দেখা যায় না!

বাংলা, বাঙালিয়ানা ও নববর্ষ এই তিন পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। কিন্তু কোথায় যেন সেই বাঙালিয়ানাটাই উধাও। আমাদের বাংলা নববর্ষ কি আর আগের মতো আছে? মনে পড়ে যায়, আমাদের সময়ে নববর্ষ উদযাপনের ঘটাই ছিল আলাদা। চড়ক, গাজনের মেলায় লোকে লোকারণ্য আর বৈশাখ এলেই হালখাতা। দোকানে দোকানে সিদ্ধিদাতা গণেশের পুজো, নতুন ক্যালেন্ডারের গন্ধ। নতুন পোশাকে বাঙালির আনাগোনা। দুপুরে পাতে থাকত খাঁটি বাঙালিয়ানার সুবাস। শাক, ভাজাভুজি, শুক্তো, মাছের মাথা দিয়ে ভাজা মুগের ডাল, মাছের ঝোল থেকে পায়েস, চাটনি মন ভরাত। চলত শুভেচ্ছা বিনিময়। বড়দের প্রণাম, বাড়ির কয়েক জন মিলে বসে রবিঠাকুরকে স্মরণ করা। নববর্ষে বাংলা ক্যালেন্ডার ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিনির্ভর বাংলায় পালাপার্বণ, তিথি-নক্ষত্র শুভাশুভ দিনক্ষণের উল্লেখ থাকায় বাংলা ক্যালেন্ডারের চাহিদাই ছিল আলাদা। বলতে শোনা যেত, একটা বাংলা ক্যালেন্ডার দিয়ো। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই বাংলা ক্যালেন্ডারও প্রয়োজনীয়তা হারিয়েছে। বাংলা সাল-তারিখ কোথায়ই বা ব্যবহার হয় আজ? একমাত্র সংবাদপত্রেই ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা সাল-তারিখ লেখা হয়। ইংরেজির মতো বাংলা সাল-মাস-তারিখ মনে থাকে ক'জনের? ক'জন বলতে পারেন বাংলা বারো মাসের নাম, পর পর? বর্তমানে বাংলা ক্যালেন্ডার দেওয়ালে শুধুই শোভা পায়, অনেক সময় পাতা ওল্টাতেও ভুলে যায় বাঙালি। ক্যালেন্ডার দেওয়ালে দোল খায়, প্রবীণদের মাঝে মাঝে ব্যবহার করতে দেখা যায়। কিন্তু বর্তমান প্রজন্ম বাংলা ক্যালেন্ডার নিয়ে কতটা আগ্রহী?

শব্দবাণ-২৪৯

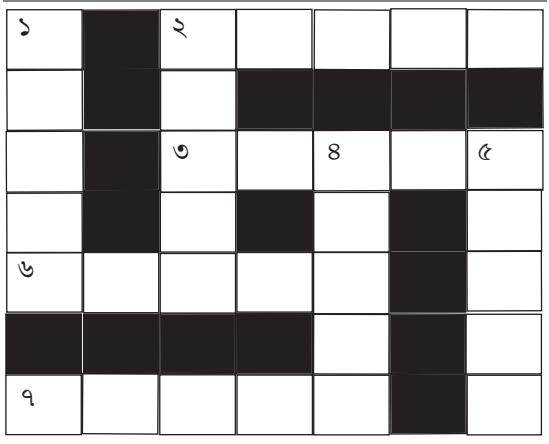

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ২. অত্যন্ত বোকা ৩. ইয়ারকি, ফাজলামি ৬. জ্যামিতি ৭. কচি ডালিম।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. গোপনে ২. নিয়ম অনুসারী ৪. মস্যাধার ও মসি ৫. প্রশ্ন।

সমাধান: শব্দবাণ-২৪৮

পাশাপাশি: ১. জ্যোতিষী ২. ছোবল ৫. গণিত ৮. টিফিন ৯. নেপথ্য।

উপর-নীচ: ১. জ্যোৎস্না ৩. লগুড় ৪. ফাণিত ৬. ধূর্জটি ৭. অপথ্য।

জন্মদিন

আজকের দিন

চন্দ্রশেখর

১৯২৭ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ চন্দ্রশেখরের জন্মদিন।*
১৯৬১ *বিশিষ্ট বিলিয়ার্ড খেলোয়াড় গীত শেঠির জন্মদিন।*
১৯৭৭ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় দীনেশ মোঙ্গিয়ার জন্মদিন।*

মহাতীর্থে মহাসংযোগ
তালিকা শুনে ঘোড়া হাসছে

সুবীর পাল

এতো 'নাকের বদলে নরুন পেলাম' কাহিনী।

দাবি জানানো হলো মিরর ইমেজের। আর প্রাপ্তির প্রতিশ্রুতি মিললো সিবিআইয়ের দেওয়া তালিকার।

সরকারের দেওয়া মিরর ইমেজের অবশ্যই আইনগত গ্রহণযোগ্যতা আজও আছে। কারণ সেটা হতো রাজ্য সরকারের নিয়ন্ত্রিত এসএসসি'র তরফে সরবরাহ করা সরকারি তথ্য ভান্ডার থেকে সংগৃহীত তালিকা। অন্যদিকে সিবিআই যে তালিকা রাজ্য সরকারকে দিয়েছে তা হলো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার একটি চলমান অনুসন্ধানের তদন্তমূলক তথ্য লিপি মাত্র। সেটা যে সঠিক তা না হাইকোর্ট না সুপ্রিম কোর্ট এখনও অবধি ঘোষণা করেছে। যদিও ইতিমধ্যে ওই দুই আদালতে সিবিআইয়ের তরফে সেই তালিকা তুলে দেওয়া হয়েছিল। সুতারাং এটাই বাস্তব যে উক্ত তালিকার একচুল আইনগত বৈধতা এখনও পর্যন্ত থাকতে পারে না কোনও অবস্থাতেই।

অতএব যার কোনও বৈধতাই নেই আইনি পরিসরে, সেরকম তালিকাকে ঢাল করে শিক্ষা দফতর দ্বারা যোগ্য ও অযোগ্য শিক্ষকদের লিস্ট প্রকাশের পলিটিক্স আসলে চপ শিল্পের মতো বিগ ব্যাং ঢপের ছলনা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

আজ যখন কর্ম বিহীন শিক্ষকেরা কার্যত দিশেহারা অবস্থায় একটার পর একটা দিন অতিবাহিত করতে বাধ্য হচ্ছেন তখন ওএমআর শিট ও তার মিরর ইমেজ নিয়ে মিথ্যে কথা অনবরত বলা হচ্ছে রাজ্যের তরফে। এমনকি খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নানা ভাবে এই ইস্যুতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রকৃত সত্যটা লুকোচ্ছেন এবং একইসঙ্গে অসত্য ভাষণও দিচ্ছেন।

কারণ ওএমআর শিট নষ্ট হয়ে যায়নি। বিনষ্টও হয়ে যায়নি তার মিরর ইমেজ। রাজ্য সরকারের কাছে সেগুলো আলবাৎ আছে। তা লুকিয়ে রেখে গোপনীয়তা অবলম্বন করা হচ্ছে। অযোগ্যদের বাঁচানোর ব্যক্তি ইন্টারেস্টের তাগিদে।

রাজ্য সরকারের অধীনস্থ ২৫,৭৫২জন শিক্ষকের চাকরি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের এক কলমের ধাক্কায় ধুলিসাৎ হয়ে গেল। তবুও বাংলার বর্তমান শাসক সরকার এই মিরর ইমেজ নিয়ে লাগাতার লুকোচুরি খেলে যাচ্ছে। কিন্তু কেন এই গোপন করার মনোভাব? মিরর ইমেজ প্রকাশ হয়ে গেলে কি যে হতে পারে তা সরকার বাহাদুরের খুব একটা অজানা নয়। যেখানে আর এক বছর বাদে পশ্চিমবঙ্গে হতে চলেছে বিধানসভা নির্বাচন। এমন আগাম টানটান ভোটের আবহের প্রাক্কালে মিরর ইমেজ প্রকাশ্যে চলে এলে শিক্ষক নিয়োগের দুর্নীতির পুরো কেচ্ছাটা কাগজে কলমে মেনে নিতে বাধ্য হবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যার ড্যামেজ কন্ট্রোলটা এহেন অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতিতে শাসক দলের পক্ষে সামলানোটা এক ভয়ঙ্কর ঝুঁকির পীড়া হয়ে দেখা দিতেই পারে। তাই চতুর মুখ্যমন্ত্রী শ্যাম রাখি না কুল রাখি সূত্রের আঙিনায় নানা বিকল্পের পথ খুঁজতেই এখন মহা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। কখনও শিক্ষকদের এই চাকরি চ্যুতির দায় নিয়ে বিরোধী শিবিরের বিজেপি ও সিপিএমের দিকে কামান দাগাচ্ছেন। সুপ্রিম কোর্টে রায় ঘোষণার পরে পরেই আবার কখনও নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে তড়িঘড়ি ডাকা একটি সভায় তিনি বলে বসলেন, 'একজনও যোগ্য চাকরি হারা শিক্ষক কর্মহারা হবেন না।' তাঁর এই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে এটাই মনে হবে, এ যেন মগের মুল্লুক। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চের রায়ের উপর খবরদারি করার অধিকার কি রাজ্য সরকারের আছে? দেশের সংবিধান কি এই ক্ষমতা একজন প্রান্তিক মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়েছে? তাহলে কিসের ভিত্তিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এইসব প্রতিশ্রুতি সদ্য চাকরি হারাদের ক্রমাগত দিয়ে চলেছেন? তাঁর এই তাৎক্ষণিক শিক্ষক দরদী মনোভাব নিয়ে সন্দিহান এক শ্রেণির কর্মচ্যুতরাই। তাঁদের মতে, এতোই যদি আন্তরিকতা থাকতো তবে ডোরিনা ক্রসিংয়ে বছরের পর বছর ধরে আন্দোলনরত শিক্ষকদের পাশে একবারের জন্য গিয়ে দাঁড়াননি কেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আসলে ঠেলায় না পড়লে বেড়াল গাছে ওঠে না। তাই তিনি এখন বেড়াল তপস্বী হয়ে উঠেছেন বলে তাঁদের অভিযোগ।

যখন নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামের মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য প্রসঙ্গে রাজ্যের বৃহত্তর জনমতে নানা প্রশ্ন ব্যাক ফায়ার করতে শুরু করেছে তখন তা ধামাচাপা দিতে আবার নতুন কৌশল অবলম্বন করেছে রাজ্যের শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বৈঠকে ডেকে বসলেন একাংশ চাকরি হারাদের। রাজনৈতিক বংশবদ মিডিয়ার দৌলতে সেই বৈঠকের এমন হাইপ তোলা হলো যেন বিশ্বের দুই মেরুশক্তি রুশ ও মার্কিন শীর্ষ বৈঠক হতে চলেছে। সেই বৈঠকে হাজির ছিলেন রাজ্য শিক্ষা দফতরের আশ্রিত বিভিন্ন আধিকারিক ও ব্রাত্য বসু। যে ব্রাত্য বসুর নিজস্ব কোনও সে নেই মুখ্যমন্ত্রীর মতামত ছাড়া। অন্য পক্ষের অবস্থান নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের দানা বাঁধছে ইদানিং। কারণ এই চাকরি হারা বৈঠকে অংশগ্রহণকারীরা তো বৃহত্তর আন্দোলনকারীদের প্রতিনিধিই নন। বৈঠকে উপস্থিত সবাই যোগ্য শিক্ষক কিনা তা নিয়েও তৈরি হয়েছে ধোঁয়াসা। এরই মধ্যে আন্দোলনরতরা বহু ভাগে বিভক্ত। একাংশ কর্মহারা শিক্ষকেরা তো এখন প্রকাশ্যেই গলা চড়াচ্ছেন, সরকারের ডাকা আগামী কোনও মিটিংয়ে কেউ যেন একাধিকবার না যান। কারণ এতে আমাদের নিজেদের নৈতিক অবস্থান সম্পর্কে নানা প্রশ্ন উঠতে বাধ্য।

এতো গেল অন্তঃসারশূন্য বৈঠকে হাজির হবু চন্দ্র রাজা গবু চন্দ্র মন্ত্রী সম প্রতিনিধিদের কিসসা। এবার আসা যাক বৈঠক থেকে বেরিয়ে আসার ফলাফল সম্পর্কে। দুই পক্ষই দাবি করেছেন, সিবিআই যে যোগ্য অযোগ্যদের তালিকা দিয়েছে রাজ্য সরকারকে, সেটি প্রকাশ করা হবে দুই সপ্তাহের মধ্যে আইনি দিক বিবেচনা করার পর। এখানেও উঠে আসছে সরকারের সদিচ্ছা নিয়ে। আসলে বাস্তব হলো ওই বৈঠকের ফলাফল আদতে ইয়াব্বড় অশ্ব ডিম্ব ছাড়া আর কিছু নয়। সবটাই ছলনা ও আই ওয়াশের আরও এক বিকল্প নামান্তর মাত্র। উল্লেখ্য, এসএসসি আদালতে পর্যায়ক্রমে দুটি অযোগ্যদের তালিকা পেশ করেছিল পৃথকভাবে। ২০১৬ সালে নিয়োগ হওয়া অযোগ্য শিক্ষকদের সেই দুটি তালিকার সংখ্যা হলো যথাক্রমে ৫,২৫০ ও ৮৮৬১। এখানেও সন্দেহ থেকেই যাচ্ছে। কোন তালিকাটি সঠিক? তাছাড়া, তালিকা দুটির বাইরে বাকি অংশ যে একেবারেই নির্ভেজাল এমন নিশ্চয়তা কিন্তু আদালতে কখনই জোর দিয়ে জানাতে পারেনি এসএসসি। যে রাজ্য সরকার সিবিআইয়ের বিষয়ে প্রায় প্রতিদিন গালমন্দ করে থাকে রুটিন করে সেই সরকারের শিল্পমন্ত্রী কিনা এই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার তৈরি তালিকাকে ঢাল হিসেবে এখন ব্যবহার করতে কেনই বা এতো উঠে পড়ে আদা জল খেয়ে নেমে পড়েছেন? আসল কথাটা তিনিও জানেন, এই তালিকা আসলে শিশু ভোলানোর একটা অচল খেলনা মাত্র।

সিবিআই ওই একই তালিকা এর আগে হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টে পেশ করেছিল। সেই তালিকাটা পুরোপুরি নির্ভুল এমন প্রতিশ্রুতি কিন্তু দুটি আদালতেই রাজ্য সরকার দিতে পারেনি বা শুদ্ধতার সবুজ সংকেত দেয়নি মামলা চলাকালীন। তাছাড়া হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট এখনও পর্যন্ত ওই তালিকাটি যে আইনতঃ গ্রহণযোগ্য এমন মন্তব্যও কখনও করেনি। তবে তো আদালতের রায় অন্য অবয়বে নির্দেশিত হতো। এমতাবস্থায় ওই তালিকার আইনগত দিক থেকে বৈধতা আসে কোন উপায়ে? আর কেনই বা রাজ্য সরকার এটাকেই বেদ বাক্য সমৃদ্ধ তালিকা হিসেবে হঠাৎ এখন প্রকাশ করতে উৎসুক হয়ে উঠলো? তবে কি এই সিদ্ধান্ত বৈঠকে উপস্থিত দুই পক্ষের তরফে এটাও একটা সাবোটাজ? এছাড়া ওই সিবিআইয়ের তালিকার উপর ভিত্তি করে রাজ্য সরকার কোন অধিকারে যোগ্য ও অযোগ্যদের পৃথকীকরণ করবে? সেরকম হলে তো আবার মামলা নতুন এরে এসবের বিরুদ্ধে রুজু হবেই তা হলফ করে সদ্যজাত শিশুও বলতে পারবে। ফলে পুনরায় সেই সময় অপচয়ের অপচেষ্টার ফাঁদ পাতার কাজটি কিন্তু অতি সযত্নে নিরন্তর করে চলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুশীলবেরা। তাঁদের উদ্দেশ্য একটাই, পুরো ঘটনাকে ঘেঁটে ঘ বানিয়ে নিজেদের হাত ধুয়ে ফেলে অনন্তকালের গর্ভে তা নিক্ষেপ করে দাও।

তাহলে বাকি রইলো সেই তথাকথিত ওএমআর শিটের মিরর ইমেজ প্রকাশের দাবি। সরকার পক্ষ বলছে মিরর ইমেজ নষ্ট হয়ে গেছে বহু বছর আগেই। অথচ চাকরিহারাদের একটা বড় অংশ সহ বিজেপি এবং সিপিএম লাগাতার দাবি জানাচ্ছেন, মিরর ইমেজ প্রকাশ করতেই হবে। এমন একটা অনিশ্চিত টানাপোড়েন পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে একটাই মাত্র বিণীত প্রশ্ন রয়েছে। কি সেই একটি মাত্র প্রশ্ন তা পরিশেষে অবশ্যই উল্লেখ করা যেতে পারে।

এবার একটা চমকে যাবার মতো তথ্য সামনে নিয়ে আসা যাক। যতদূর জানতে পারা গেছে যে দুইজন চাকরি হারা শিক্ষক যাঁদের মধ্যে একজন পুরুষ অপরজন মহিলা আরটিআই মারফৎ ওএমআর শিটে তাঁদের প্রাপ্ত বিস্তারিত নম্বর জানতে চেয়েছিলেন। রাজ্যের স্কুল সার্ভিস কমিশনের তরফে দুজনকেই উত্তর দেওয়া ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে। আরটিআইয়ের উত্তরপত্রের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয় ওএমআর শিটের সংশ্লিষ্ট বিষয়ক তথ্যমূলক অংশ বিশেষ।

এবার বলুন তো ম্যাডাম মুখ্যমন্ত্রী, এসএসসি কোন সরকারের অধীনে? ওএমআর শিট বা মিরর ইমেজ যদি বিনষ্টই হয়ে থাকে বহু পূর্বে তবে বিগত বছরে আরটিআইয়ের উত্তরের অঙ্গ হিসেবে কোন যাদুবলে দুই প্রশ্নকারীকে ওএমআর শিটে উল্লেখিত নম্বরগুলো দেওয়া হয়েছিল? কারণ এসএসসি উত্তর দিতে গিয়ে লিখিতভাবে মেনে নিয়েছে, ওই তথ্য তারা নিজস্ব ডেটা বেস থেকেই সরবরাহ করেছে। এরপরও রাজ্যের মাননীয়ার, কিছু বলার আছে আপনার?

এসএসসি সূত্রে অবশ্য এখন নতুন করে দাবি করা হচ্ছে, আরটিআইয়ের উত্তরগুলো দেওয়া হয়েছে সিবিআইয়ের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী। এমন সাফাই দেওয়া কার্যত ধোপে টিকছে না। কারণটা হলো আরটিআইয়ের জবাবে স্পষ্ট লেখা রয়েছে যে তারা যা তথ্য উল্লেখ করেছেন নিজস্ব ডেটা বেস থেকে দিয়েছেন। তাছাড়া এই নয়া সাফাই যদি সত্যি হয় তবে জবাবী চিঠিতে সোর্সের জায়গায় নিজস্ব ডেটা বেসের জায়গায় সিবিআই তথ্য অনুযায়ী কেন লেখা হলো না? তবে কি ওই নিজস্ব ডেটা বেস আর সিবিআইয়ের দেওয়া তথ্য কি একই ইনফরমেশন ব্যাঙ্কের সমার্থক দুটি নাম মাত্র?

আসলে এসএসসির এসব ছেঁদো সাফাই শুনে ব্যাঙ বাংলার জলে স্থলে হাসছে। ঘোড়াও রাজ্যের মাঠে ময়দানে অট্টহাসিতে মত্ত। সঙ্গে নিন্দুকেরা টিপ্পনী কেটে ফিসফিসিয়ে বলছেন, 'তাহলে তো এসএসসির নিজস্ব ডেটা বেস এখন থেকে সিবিআইয়ের কার্বণ কপি মাত্র। এসবই আসলে অযোগ্যদের রক্ষার্থে আয়োজিত এক মাদারী খেলা।'

আচ্ছা কার যেন ১৪৮ কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তি ইডি সাম্প্রতিক কালে বাজেয়াপ্ত করেছিল? এসবই মহাতীর্থ কালিঘাটের মহাকাল তোলাবাজির মহাসংযোগের পঁচাত্তর পঁচিশ ভাগাভাগির মহাকেরামতি তো বটেই। জনগণ তো বেচারা নিমিত্ত মাত্র। তাঁরা শুধু উন্নয়নের ভোট দিয়েই ক্ষান্ত। তা রেসপেক্টেড ম্যাম আপনি দেখতে কি পাচ্ছেন, ব্যাঙ ও ঘোড়া দুটোই কিন্তু সমানে মুচকি হাসছে। দুটোই বড্ড বেয়ারা তাই না! তাদের ফিচেল হাসি যেন থামে আর না।

পয়লা বৈশাখ: বাংলার রূপ এবং বাংলার মুখ

সুবল সরদার

'If winter comes–can spring be far behind?' যদি শীত আসে, বসন্ত আসবেই । বাংলায় বৈশাখকে আসতে হয়,তাই তো সে রূপসী বাংলা হয়ে ওঠে । যখন ব্যথিত হৃদয় নিয়ে চৈত্র বিদায় নেয়, তখন বৈশাখ আশা -আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন নিয়ে হংসের মতো সৌন্দর্য্যের ডানা মেলে সরোবরে রূপসী বাংলার বুকে। । কী রূপে, কী সোহাগে বৈশাখ ফেরে বাংলার টানে। বাংলার রূপ এবং মুখ হলো পয়লা বৈশাখ। রূপে- রসে- গন্ধে ভরে, সুজলা -সুফলা- সবুজ রূপে,ফুলে -ফলে -সজলে বৈশাখ আসে শতরূপা হয়ে । মাধবীলতার মাধুরীর প্রাণে ! বট - অশ্বত্থ সুবজ পাতা মেলে দক্ষিণা হাওয়ায় ,তখন তরুছায়া থেকে নির্জনতা ভঙ্গ করে মধুর সুরে ডেকে ওঠে কোকিলের কুহু কুহু ডাক। কত ছবি ,কত মুখ ভেসে আসে বাতাসে! মনে হয় কত সুখের বাতাস বহন করে আনে ! বৈশাখ শুধু নতুনের ডাক দেয় না। পুরাতনের হাতে ধরে এসে নতুনের স্বপ্ন গড়ে। সৌন্দর্য আর ভালোবাসার মুহূর্ত নিয়ে মনে হয় পয়লা বৈশাখ । বাংলা- বাঙালি -পয়লা বৈশাখ সব যেন নক্সী কাঁথার মতো কাব্য গাঁথা। পুরানো আর নতুনের দ্বন্দ্ব নিয়ে পয়লা বৈশাখ আসে না। পুরানোর অবসানে পয়লা বৈশাখ আসে নতুনের ডাকে । পয়লা বৈশাখকে স্বাগত জানাতে বাংলার ঘরে ঘরে আলপনা আঁকে। এই প্রতিপদ তিথিতে নতুন তুলসী মঞ্চে জল দান শুরু করে। গোয়াল ঘরে গো মাতার পায়েসের ভোগ করে গো মাতাকে খাওয়ায় । সকালবেলায় মাঠে মাঠ খড়ের আঁটি জ্বালায় অন্তঃস্বত্তা বসুন্ধরাকে সেঁক দিতে। বাংলার এই রীতি হচ্ছে বৃক্ষরোপণ, পশু সুরক্ষা এবং জলবায়ু দূষণমুক্ত বিশ্বের কথা বলে। বাংলার এই আঞ্চলিকতা বিশ্বায়নের কথা বলে। বাংলার এই রীতি আছে বিশ্ব নীতি। বৈশাখ মাসকে মধুমাস বলে। তখন মৌচাক মধু ভরে ওঠে । অলির গুঞ্জনে কৃষ্ণচূড়ায় রঙ লাগে । লালের সৌরভে সুগন্ধি হয়ে ওঠে পৃথিবীর পরে। নদীমাতৃক বাংলায় ,বনের শীতল ছায়ায়, দক্ষিণা হাওয়ায় ক্লান্ত প্রাণ জুড়ায়ে যায় । শীতের জড়তা কেটে নদী চঞ্চল হয়ে ওঠে । বেগবতী হয়ে সে ছুটে বেড়ায় দেশ হতে দেশান্তরে। বাংলার এই বৈচিত্র্যতার মধ্যে বৈশাখ এসে আরো বৈচিত্র্যময় করে তোলে। বৈশাখ শুধু রূপসী নয়, কখনো সে ভয়ঙ্করী হয়ে ওঠে । কাল বৈশাখী হয়ে ধেয়ে এসে লন্ডভন্ড করে দেয় তার রূপ-বৈচিত্র্যকে । ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টি, বৃষ্টির সঙ্গে শিলা,বৃষ্টি শিল্প হয়ে ওঠে শিলা বৃষ্টির রূপ ধরে । আনন্দের শীল হয়ে পড়ে ঝুরি ঝুরি দুহাতে নেব লুটি লুটি । এতো আনন্দ কে নিয়ে আসে রে এই ধরণীর পরে! বৈশাখ তুমি বৈশাখী হয়ে ফিরে আসে এই বাংলায়, এই তৃষিত হৃদয়ে আমার । আমি মুগ্ধ প্রাণে চেয়ে আছি তোমার পাণে। বৈশাখ আমার প্রাণ,হৃদয়ের গান। যত স্বপ্ন ছিল,যত ভাবনা ছিল আজ সব তোমায় দিলাম। বৈশাখ ছাড়া বারো মাসের নতুনত্ব কোথায়, আনন্দ, সৌন্দর্য্য পূর্ণতা কোথায় ! বৈশাখ ছাড়া পূর্ণতা কখনো পূর্ণ হয়! বৈশাখ ছাড়া পূণ্যতা কখনো পাওয়া যায় । তাই বৈশাখ পূর্ণতাভরা এক পূণ্যতার মাসে। পয়লা বৈশাখ নতুনত্বের কথা বলে, সৌন্দর্যের কথা কথা, সৃষ্টির কথা বলে , ভালোবাসার মাস বলে কথা। একটা মুখ ভেসে আসে। একটা ফুল। একটা নদী । একটা গান । বৈশাখ এলেই তারা ফিরে আসে প্রজাপতির মতো দক্ষিণা হাওয়ায় ডানা মেলে। ।

পয়লা বৈশাখ থেকে নতুন বছর শুরু হয়। শুভ কার্য শুরু করে এই দিন থেকে। ওই দিনে আমরা শুভ কামনা করি, সুন্দরের আরাধনা করি যাতে সারা বছর সুন্দর করে কাটানো যায়। পুরানো জামা -কাপড় ছেড়ে নতুন জামা -কাপড় পরি নতুনের ডাকে নতুন সাজে নবরূপে অভিরূপা হয়ে । দোকানে দোকানে শুভ মহরৎ হয়। লাল ফিতে বাঁধা হিসেবের নতুন খাতা তৈরি হয়। গণেশ পূজা, চড়ক -গোষ্ট মেলা, রবীন্দ্র জয়ন্তী । বারো মাসের তেরো পার্বণের কত পার্বণ এই মাসে ! বৈশাখ তুমি বৈশাখী, তুমি প্রেমিকা, তুমি আমাদের ভালোবাসা । বৈশাখ তুমি পথ ভুলে যেওনা কোথাও। তুমি ফিরে এসো ওই অরণ্য,ওই নদী হতে এই রূপসী বাংলায় দক্ষিণা বাতাসে পাখা মেলে । যত রূপকথার গল্প আছে শুনবো আজ তোমার কাছে।

হিরোইন ক্রেতাকে স্থানীয়দের হাত থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: হিরোইন ক্রেতাকে স্থানীয়দের হাত থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি স্থানীয়দের। বনগাঁ মিলনপল্লি পার্কিং এলাকায় হিরোইন ক্রেতাকে আটকে রেখে বিক্ষোভ এবং রাস্তা অবরোধ স্থানীয়দের। বিক্রেতাকে গ্রেপ্তারের দাবি নিয়ে পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি আন্দোলনকারীদের। উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁ পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের মিলনপল্লি পার্কিং এলাকায় ঝুমা প্রসাদ নামে এক মহিলার বিরুদ্ধে হেরোইন ব্যক্তির অভিযোগ করে স্থানীয়রা। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানালেও কোনও লাভ হয় না। বুধবার এক হেরোইন ক্রেতা হেরোইন কিনতে এলে তাকে আটকে রাখে স্থানীয়রা। ক্রেতাকে আটকে রাখতে দেখে বিক্রেতা ঝুমা প্রসাদ সেখান থেকে অন্যত্র পালিয়ে যায়। ক্ষুব্ধ এলাকার বাসিন্দারা বনগাঁ

ঝাউডাঙা রাজ্য সড়কের মিলনপল্লি পার্কিং এলাকায় অবরোধ শুরু করে। অবরোধ তুলতে বনগাঁর এসডিপিওর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। স্থানীয়রা হেরোইন বিক্রেতাকে গ্রেপ্তারের দাবি করে। পরবর্তীতে পুলিশের সঙ্গে অবরোধকারীদের ধস্তাধস্তি হয়। ঝুমা প্রসাদ ও ক্রেতাকে আটক করে পুলিশ। ধৃতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলে পরবর্তীতে অবরোধ তুলে নেয় স্থানীয়রা। স্থানীয় সাধারণ মানুষের দাবি, এই এলাকায় হিরোইন ব্যক্তির কারণে মঙ্গলবার বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে দুই যুবক চয়ন পান্ডে, রাজীব সহার। আটক দু'জনের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলেছে স্থানীয় মহিলারা। এই বিষয়ে বনগাঁ জেলা বিজেপি সভাপতি দেবদাস মণ্ডল জানিয়েছেন, এলাকার মানুষ একাধিকবার পুলিশকে জানিয়ে কোনও লাভ হয়নি। পুলিশ নীরব হয়ে আছে। ওই এলাকার মানুষ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে আমরা চাই নেশা মুক্ত হোক বনগাঁ। অন্যদিকে, বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ জানিয়েছেন, আমরা আগেই পুলিশকে বলেছি এই ধরনের বেআইনি হেরোইন ব্যায়াসায়ীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে।

জমির বিনিময়ে চাকরির দাবিতে বিক্ষোভ ইসিএলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: বুধবার সকাল থেকেই ফের জমির বিনিময়ে চাকরির দাবিতে পাণ্ডবেশ্বর এর বাকোলা এরিয়ার তিলাবনি কোলিয়ারির এমডিও প্রজেক্ট বন্ধ করে বিক্ষোভ জমি হারাদের। ইসিএল কর্তৃপক্ষ যতক্ষণ লিখিত আশ্বাস না দিচ্ছে ততক্ষণ থাকবে এই বন্ধ বলে আন্দোলনকারীরা জানান।

উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরে জমির বিনিময়ে চাকরির দাবিতে আন্দোলন করে আসছেন প্রায় ৫০০ জন জমিদাতা। জমিদাতা সৌরভ ব্যানার্জি জানান, ২০২৩ সাল থেকে জমির বিনিময়ে চাকরির দাবি তারা জানিয়ে আসছেন ইসিএল এর বিভিন্ন দপ্তরে, কিন্তু কাজের কাজ আজও পর্যন্ত কিছুই হয়নি বলে দাবি তাদের। সৌরভবাবু জানান, এর আগে বেশ কয়েকবার তারা জমির বিনিময়ে চাকরির দাবিতে কোলিয়ারির কাজ বন্ধ করেছিলেন কিন্তু সেই সময় ইসিএল আধিকারিকদের আশ্বাসে পরে বিক্ষোভ উঠেও যায়। তিনি বলেন ইসিএল আধিকারিকদের আশ্বাসই সার এটা তারা বুঝতে পেরেছেন আর সে কারণেই বুধবার

সকাল থেকেই তারা বাকোলা এরিয়ার তিলাবনী এমডি ও প্রজেক্টর সমস্ত কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন।

জমিহারাদের একটাই দাবি, কর্তৃপক্ষ তাদের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে জমি নিয়েছিল, বর্তমানে এই তাদের জমির ওপর ইসিএল উৎপাদন শুরু করেছে। তাই এদিন তাদের একটাই দাবি জমির বিনিময়ে চাকরি এবং সেটা ইসিল আধিকারিকদের আজকের মধ্যে লিখিতভাবে জানাতে হবে জমি হারাদের। তারপরেই উঠবে বিক্ষোভ বলে জানান, নতুবা এই আন্দোলন আরও বৃহত্তর আকার নেবে আগামী দিনে বলে হুঁশিয়ারি দেন জমিহারারা।

অন্যদিকে এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কোলিয়াদের এজেন্ট অনিল কুমার পান্ডে জানান, জমির বিনিময়ে চাকরির বিষয়টি ইতিমধ্যেই হেড কোয়ার্টারে সমস্ত কাগজপত্র পাঠানো হয়েছে এবং আগামী দুই একদিনের মধ্যেই এই সমস্যার সমাধান হবে বলে আশাবাদী তিনি। যদিও এদিন ইসিএল আধিকারিকদের কোনও আশ্বাসেই ভুলছেন না জমিহারারা। তাদের দাবি একটাই জমির বিনিময়ে চাকরি এবং তা লিখিত আকারে জমিহারাদের দিতে হবে।

বল ভেবে খেলতে গিয়ে বোমা বিস্ফোরণ, জখম ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, সামশেরগঞ্জ: অশান্তির মধ্যেই সামশেরগঞ্জে বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়াল। বিস্ফোরণে জখম হল দুই বালক। বল ভেবে খেলতে

গিয়েই ওই দুই বালক বোমা বিস্ফোরণে জখম হয়। ঘটনাটি ঘটেছে সামশেরগঞ্জ থানার সাহেবনগর তালতলা মাঠে। জখম দুই বালকের নাম মেজা শেখ ও আজিজ শেখ। দু'জনকেই জঙ্গিপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার পর এলাকায় যায় স্থানীয় পুলিশ ও কেন্দ্র বাহিনী। কে বা কারা বোমাগুলি ফেলে রেখে গিয়েছিল তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

সামশেরগঞ্জ ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছিল। তার মধ্যেই ফের বোমা বিস্ফোরণে নতুন করে উত্তাপ ছড়াল এলাকায়। এদিন দুপুরে এলাকার বেশ কয়েকজন ছেলে বাড়ির পাশে তালতলা মাঠে খেলছিল। বল ভেবে সকেট বোমা কুড়ানোয় সেটি সশব্দে বিস্ফোরণ ঘটে। দুই বালক তাতে গুরুতর জখম হয়। বাকিরা ভয়ে পালিয়ে যায়।

দিন কয়েক থেকেই সামশেরগঞ্জে আগুন জ্বলছিল। পুলিশকে লক্ষ্য করে ব্যাপক বোমাবাজি করে সংশোধীত ওয়াকফ আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলনকারীরা। হাইকোর্টের নির্দেশে এলাকার দখল নেয় কেন্দ্র বাহিনী। শুরু হয় ধরপাকড় ও তল্লাশি অভিযান। এখনও পর্যন্ত ২২১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। স্থানীয় সাধারণ মানুষের বক্তব্য পুলিশ ও কেন্দ্র বাহিনী এলাকায় তল্লাশি অভিযান শুরু করায় বাড়িতে মজুত বোমা দুষ্কৃতীরা ঝোপে জঙ্গলে সরিয়ে ফেলে। দুষ্কৃতীদের ফেলা আসা সেই বোমা বিস্ফোরণেই ওই দুই বালক জখম হয়েছে। জখম আজিজ শেখের দাদা খলিলুর রহমান বলেন, ওরা হাসপাতাল এলাকার মাঠে খেলছিল। সেখানেই কেউ বোমা রেখে এসেছিল। সেই বোমা বিস্ফোরণে দু'জন জখম হয়েছে।

দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর শুরু হাইটেনশন বিদ্যুৎ সংযোগের কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: দীর্ঘ আইনি লড়াইয়ের পর বুধবার শুরু হল পানাগড় বাজারে রতন ফ্লাওয়ার মিলে হাইটেনশন বিদ্যুৎ সংযোগের কাজ। এদিন কাজ শুরু হওয়ার আগে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কাঁকসা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কাঁকসা থানার আইসি সহ কাঁকসার এসিপি সুমন কুমার জয়সওয়াল।

জানা গিয়েছে, ওই কারখানায় হাইটেনশন বিদ্যুতের তার নিয়ে যাওয়ার জন্য বাধা দেন এলাকার মানুষ।বার বার প্রশাসনের কাছে ওই কারখানার মালিক আবেদন জানিয়েও কাজের কাজ কিছু হয়নি। এরপরেই রতন আগরওয়াল নামের ব্যবসায়ী আদালতের দ্বারস্থ হন। দীর্ঘ দিন ধরে লড়াই করার পর অবশেষে হাই কোর্টের নির্দেশে ওই ব্যবসায়ীর কারখানায় হাইটেনশন বিদ্যুৎ সংযোগের কাজ শুরু হয়। এলাকায় যাতে কোনও রকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তাই আগে থেকেই এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন ছিলো।

জানা গিয়েছে, স্থানীয়দের আপত্তির কারণে আদালতের নির্দেশে মাটির নিচ নিয়েই যাবে

বিদ্যুতের তার। তার জন্যই রাস্তার মাঝ বরাবর খোঁড়ার কাজ শুরু হয়েছে। ব্যবসায়ী রতন আগরওয়াল জানিয়েছেন, তার কারখানায় লো ভোল্টেজের জন্য তিনি বিদ্যুৎ দপ্তরে হাই ভোল্টেজের কানেশনের জন্য আবেদন করেন। সেইমতো বিদ্যুৎ দপ্তর তাকে তার কারখানার জন্য নতুন ট্রান্সফর্মার লাগানোর জন্য জানালে সেইমতো কাজ শুরু করলে বাধা দেন এলাকার মানুষ। প্রথমে বিদ্যুতের খুঁটি দিয়ে তার নিয়ে যেতে বাধা দেওয়া হলে পরে সিদ্ধান্ত হয় রাস্তার ধার দিয়ে সেই তার নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু রাস্তার একদিকে জলের পাইপ লাইন।

অন্যদিকে নিকাশি নালা থাকার কারণে সেখানেও বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ।এর পরেই বারবার প্রশাসনের পক্ষ থেকে বৈঠক করেও কোনও সমাধান সূত্র না বের হলে বাধ্য হয়ে তিনি আদালতের দ্বারস্থ হন। এর পরেই কলকাতা উচ্চ আদালতের নির্দেশে রাস্তার মাঝ বরাবর খুঁড়ে রাস্তার নিচ দিয়ে হাইটেনশন বিদ্যুতের তার নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। সেইমতো বুধবার শুরু হয় কাজ।

গ্রামবাসীরা নিজেরাই সারিয়ে নিলেন আম্ফানের ক্ষত

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: কয়েক বছর আগে প্রবল ঘূর্ণিঝড় আম্ফান তছনছ করে দিয়েছিল জনজীবন। বন্যায় ভেসেছিল হাওড়ার শ্যামপুর। ভেঙেছিল প্রচুর ঘরবাড়ি। হাওড়ার অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র গাদিয়াড়া একটি প্রান্তিক এলাকা। রূপনারায়ণ ও ভাগীরথী নদীর তীরবর্তী এই এলাকা স্বাভাবিক ভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। অতীতে গ্রাম বাংলার অন্যতম কালচার ছিল আটচালা কালচার। দিনের শেষে বিভিন্ন কাজ সেরে গ্রামের যুবকরা জমিয়ে রাখতেন আটচালা। চলত বিভিন্ন মানুষের খবর নেওয়া। এক জন আর একজনের দুঃখ সুখের ভাগীদার হতেন। সেই আড্ডায় এসে জড়ো হচ্ছেন বয়স্করাও। রাত পর্যন্ত চলত সেই আড্ডা। কিন্তু এখন সেই আটচালা কালচার আর নেই বললেই চলে। ইলেকট্রনিক ও ডিজিটাল যুগে রাত নামলেই অন্ধকার হয়ে থাকে অধিকাংশ আটচালা প্রাঙ্গণ। শ্যামপুরের গুড়েপোল দেবোত্তর ট্রাস্ট্রি বোর্ডের আটচালা এতদিন ব্যতিক্রমী নজির রেখেছিল সাইবার যুগে ও। সন্ধ্যা হলেও জমজমাট থাকত আটচালা। কিন্তু আমফান ঝড়ে উড়ে যায় আটচালাটি। রয়ে যায় কেবল কাঠ। এরপর ভাগীরথী ও রূপনারায়ণ নদের ওপর দিয়ে বয়ে গিয়েছে অনেক জল। গ্রামবাসীদের একাংশ গ্রামের ঐতিহ্যবাহী আটচালাটি হারিয়ে মন খারাপ করেছিল। বিষয়টি নজরে আসে ট্রাস্ট্রি বোর্ডের কর্তাদের। পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় আটচালাটি তৈরি করা হবে। গ্রামে ফিরে আসবে ঐতিহ্যের আটচালা কালচার। বুধবার কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি আটচালার উদ্বোধন করেন বেলাড়ী রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের মহারাজ স্বামী ভক্তিব্রতানন্দ মহারাজ, উপস্থিত ছিলেন শ্যামপুরের বিধায়ক কালীপদ মণ্ডল, জেলা পরিষদের সদস্যা মন্দিরা মণ্ডল, সমাজসেবী দিলীপ কুমার মাইতি, সুদীপ্ত দাস প্রমুখ। ট্রাস্ট্রি বোর্ডের সভাপতি অসিত বরণ সামন্ত জানান, 'গ্রামের আটচালাটি ছিল হেড কোয়ার্টার। একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগের স্থল। প্রায় উঠে যাওয়া আটচালা কালচারকে ফিরিয়ে আনতে সকলে মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েই এই আটচালা নতুন করে তৈরি করা হয়েছে।' বলাই বাহুল্য আম্ফানে হারিয়ে যাওয়া আটচালা ফিরে পেয়ে খুশি গ্রামবাসীরা।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দীগ্রামের টেঙ্গুয়ায় হিন্দু শহিদ দিবস পালন করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

এসবিআই, হোম লোন সেন্টার কল্যাণী শাখা (৬৪২২০)
বি-৯/১৩৯, সিভিক সেন্টার, সেন্ট্রাল পার্ক, পো. এবং থানা - কল্যাণী, জেলা - নদিয়া - ৭৪১২৩৫ ইমেল : sbi.64220@sbi.co.in

গাড়ীর নিলাম

ব্যাঙ্ক এর কাছে দায়বদ্ধ পুরানো বাজেয়াপ্ত করা গাড়ি/যানগুলি অবাধ নিলামে বিক্রি করা হবে **২৫.০৪.২০২৫ (শুক্রবার)**। অবাধ নিলাম অনুষ্ঠিত হবে **সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত এসবিআই, হোম লোন সেন্টার, কল্যাণী শাখা, বি-৯/১৩৯, সিভিক সেন্টার, সেন্ট্রাল পার্ক, পো. এবং থানা - কল্যাণী, জেলা - নদিয়া - ৭৪১২৩৫, যোগাযোগ নং -৬২৯৬৯৩০২৬৪।**

ক্রম. নং	ভেহিকেলের বিবরণ	পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময়	নির্মাণের বর্ষ	ডাক বাড়ানোর পরিমাণ টাকায়	সংরক্ষিত মূল্য (টাকায়)
১.	মেক এবং মডেল : রেনাল্ট ইন্ডিয়া প্রা. লি., রেনাল্ট ট্রাইবার আরএক্সটি এমটি, বিএস VI পেট্রোল ভারসান রেজি. নং : WB 24BJ 0285,, রেজি. তারিখ : ০৭.০৬.২০২৩, ইঞ্জিন নং : B4DF424E027434, চেসিস নং MEERBC006P5181377, মালিকের নাম : শ্রী সঞ্জিত সরকার	২২.০৪.২০২৫ (মঙ্গলবার) বেলা ১১ টা থেকে বিকেল ৪ পর্যন্ত।	২০২৩	১০০০.০০ টাকা	৪,৭৫,০০০.০০ টাকা

গাড়িগুলি **"যেখানে যেমন আছে"** এবং **"যা আছে যেমন আছে ভিত্তিতে"** নিলাম করা হবে।
ক) আগ্রহী ক্রেতারা নির্ধারিত ফর্মে তাদের টেন্ডার জমা দেবেন এবং সংরক্ষিত মূল্যের ন্যূনতম ১০ শতাংশ সমপরিমাণ জামানত অর্থ **"এসবিআই এইচএলসি কল্যাণী শাখা"র অনুকূলে ব্যাংক ড্রাফট/ব্যাঙ্কার্স চেকের মাধ্যমে ২৪.০৪.২০২৫ তারিখ** বিকাল ৩টার মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে জমা দিতে হবে। কোনও নগদ অর্থ গ্রহণ করা হবে না। তাদের যথাযথ মূল পরিচয়পত্র এবং পর্যাপ্ত পরিচয়পত্রের ফটোকপি "বিড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম"-এর সাথে জমা দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট স্থানে আনতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সফল ডাকদাতাকে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে তাদের দু কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ফটো 'বিক্রয় শংসাপত্র' ব্যাঙ্কের পক্ষে ইস্যু করার সময় আনতে হবে, ডাকমূল্যের সম্পূর্ণ পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে।
খ) সংরক্ষিত মূল্যের নিচে দরপত্র বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হবে না।
গ) বিড সম্পন্ন হওয়ার পর, ব্যাংক কেবলমাত্র যোগ্য ক্ষেত্রে বিক্রয় নিশ্চিত করবে এবং নিলামের তারিখ থেকে সাত দিনের মধ্যে লিখিতভাবে তা সফল দরদাতাকে জানানো হবে।
ঘ) ব্যাংক কর্তৃক ঘোষিত সফল দরদাতাকে বিক্রয় নিশ্চিতকরণ পত্র প্রাপ্তির তারিখ থেকে **৭ দিনের মধ্যে** নিলাম মূল্যের সম্পূর্ণ পরিমাণ **ডিমান্ড ড্রাফ্ট**-এর মাধ্যমে বায়না জমা ব্যতীত ব্যাংকে জমা দিতে হবে। যেকোনো সড়ক কর, বীমা ইত্যাদির মতো আইনগত বকেয়া **ক্রেতা বহন করবে**।
ঙ) ব্যাংক যেকোনো বা সমস্ত দর গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অথবা কোনও কারণ না দেখিয়ে নিলাম স্থগিত/মুলতুবি করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
চ) গাড়ির রেজিস্ট্রেশন দরদাতাদের দায়িত্ব। দরপত্রের সম্পূর্ণ অর্থ পরিশোধের পর শাখা গাড়ি এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র সরবরাহ করবে **"এসবিআই এইচএলসি কল্যাণী শাখা"** বা কর্মকর্তা দরদাতাদের নামে গাড়ির চূড়ান্ত নিবন্ধনের জন্য কোনওভাবেই দায়ী নন।

তারিখ : ১৭.০৪.২০২৫
স্থান- কল্যাণী, নদিয়া
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই হোম লোন সেন্টার কল্যাণী

বায়ো টয়লেট ব্লকের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: বুধবার পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার অন্তর্গত বনবিবিতলা উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি বায়ো টয়লেট ব্লকের উদ্বোধন করা হয়। এই টয়লেট ব্লকটি নির্মাণে আর্থিক ভাবে সহায়তা করেছেন পিসি চন্দ্র গ্রুপ তাঁদের সি এস আর ফান্ড থেকে।

এদিন এই টয়লেট ব্লকের উদ্বোধন করেন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের বর্ধমান আঞ্চলিক কার্যালয়ের ডেপুটি সেক্রেটারি, রাজীব বিশ্বাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জামালপুর উচ্চ বিদ্যালয় ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, মাননীয় প্রবীর কুমার নায়েক এবং বেড়ুগ্রাম এ জি সি বি উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক, দেবাশীষ মালিক মহাশয়, উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের ডিইও, পূর্ণেন্দু চক্রবর্তী এবং বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী অতনু হাজরা এবং পীযূষ কুমার দাস। বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী এবং পরিচালন সমিতির সদস্যবৃন্দ ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের উপস্থিতিতে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই বায়ো টয়লেট ব্লকের উদ্বোধন করা হয়। এই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করেন বিদ্যালয়ের ছাত্রী, প্রীতি দাস, রিয়া মুদি, রিয়া রুইদাস, স্নেহা রুইদাস প্রমুখ।

বিদ্যালয়ের শিশু সংসদ এর প্রধানমন্ত্রী তথা দশম শ্রেণির ছাত্রী,

সালেয়া খাতুন অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সকলকে স্বাগত জানান। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শিবাজি কার্ফা এবং মৌমিতা নস্কর। রাজীববাবু জানান, প্রত্যন্ত গ্রামের এই স্কুলগুলিতে পিসি চন্দ্র গ্রুপের সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে এই টয়লেট ব্লক ছাত্রদের যথেষ্ট কাজে লাগবে। স্বাস্থ্য বিধি পালন করা সম্ভব হবে বলে তিনি মনে করেন। তিনি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, শ্রী শ্যামল কুমার রায়ের আন্তরিকতার প্রশংসা করেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্যামল কুমার রায় জানান যে পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর ব্লকের এই প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে পিসি চন্দ্র গ্রুপের আর্থিক সহায়তায় এই বায়ো টয়লেট ব্লক তৈরি হওয়াতে তাঁরা কৃতজ্ঞ। এতে ছাত্রদের মধ্যে উন্নত শৌচাগার ব্যবহারের অভ্যাস গড়ে উঠবে। প্রধান শিক্ষক, শ্যামল কুমার রায় পিসি চন্দ্র গ্রুপকে এই সহায়তা প্রদানের জন্য ধন্যবাদ জানান।

তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে প্রতিবাদ সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে বুধবার পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের সমুদ্রগড় অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে প্রতিবাদ সভা হল। মানুষের জীবন দায়ী ওষুধ, পেট্রোল ডিজেল সহ রান্নার গ্যাসের দাম বাড়িয়েছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। সরকারের এই নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধির ফলে সাধারণ মধ্যবিত্ত থেকে খেটে খাওয়া মানুষদের নাভিশ্বাস উঠছে। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষদের কথা মাথায় না রেখেই দিনে দিনে বাড়িয়ে চলেছে জিনিসপত্রের দাম। তারই প্রতিবাদে সমুদ্রগড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন পূর্বস্থলী দক্ষিণ বিধানসভার বিধায়ক তথা রাজ্যর প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। পূর্বস্থলী ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দিলীপ মল্লিক, কালনা ১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রাবণী পাল কালনা পুরসভার উপ পুরপতি তপন পোড়েল সহ তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব এবং অসংখ্য কর্মীবৃন্দরা।

কংগ্রেসের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: কেন্দ্রীয় মোদি সরকারের প্রতিহিংসামূলক রাজনীতি চরিতার্থ করার স্বার্থে ন্যাশনাল হেরাল্ডের ৭০০ কোটি

টাকার সম্পত্তি অন্যায়ভাবে বাজেয়াপ্ত করা ও সোনিয়া গান্ধি -রাহুল গান্ধির নামে মিথ্যা মামলায় চার্জশিট দেওয়ার অভিযোগে, প্রতিবাদ জানাতে বুধবার পশ্চিম বর্ধমান জেলা কংগ্রেস সভাপতি দেবেশ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ও সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির মিডিয়া সেলের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা আনন্দ মাধবজীর উপস্থিতিতে দুর্গাপুর প্রান্তিকা বাসস্ট্যান্ডের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এই কর্মসূচিতে কংগ্রেস কর্মীরা বিক্ষোভ প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কুশপুত্তলিকা দাহ করেন।

এই বিক্ষোভ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ নেতা সুদেব রায়, তপন সিনহা, জেলা মহিলা সভানেত্রী মেঘনা মান্না, জেলা যুব কংগ্রেস সভাপতি সৌভিক মুখার্জী, জেলা সাধারণ সম্পাদক পামলু মজুমদার, জেলা সোশাল মিডিয়া সেলের চেয়ারম্যান সুদর্শন চক্রবর্তী সহ জেলা ও ব্লকের সমস্ত স্তরের নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

এসবিআই, আরএসিপিসি বেহালা (১৭৮৯৯)
২৩এ/৪৪এক্স, ৪র্থ তল, জীবন তারা বিল্ডিং, ডি. এইচ. রোড, তারাতলা, কোল - ৭০০০৫৩ ই-মেল - sbi.17899@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা শাখার নাম এবং এ/সি নং	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১	**তিস্তা সরকার এবং মহম্মদ ওয়াসি উভয়ের সাকিন :** একতা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং ৩বি, ৩য়তল, প্রেমিসেস নং ১২১, সরকারহাট লেন, বাহাদুর মাঠের নিকট, থানা : ঠাকুরপুকুর, কলকাতা : ৭০০০৬১। **তিস্তা সরকার আরও ঠিকানা :** পিতা তরুণ সরকার, ২৯১/এ, ডায়মন্ড হারবার রোড, বেহালা থানার নিকট, কলকাতা : ৭০০০৩৪। **মহম্মদ ওয়াসি ঠিকানা :** ১৩২, মাদুল ডাঙ্গা রোড বাই লেন, শ্যামনগর,রাব্বানি মসজিদের নিকট, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ পিন : ৭৪৩১৩৩। **শাখা : এসবিআই আরএসিপিসি বেহালা। ক) এইচবিএল এ/সি নং ৩৯১৩২৭৪০৫৯৪। খ) এইচবিএল টপ আপ এ/সি নং : ৪০১৯৬৭৮৭৯১৩। গ) সুরক্ষা লোন এ/সি নং : ৩৯১৩২৭৫০৮৬৩।**	**তপশিল - "সি" অংশ -১** **নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬৩০-২০২০, পৃষ্ঠা ২৫০৯০ থেকে ২৫১৩২, দলিল নং ১৬৩০০০৫০৪-২০২০ সালের, জেলা সাব রেজিস্ট্রার অফিস ডিএসআর -৫, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ।** **(অংশ -২) তপশিল এ, উল্লেখ্য মতে (সমুদয় জমি এবং ভবন এর বিবরণ)** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ কমবেশি **৬ কাঠা ৩ ছটাক ১১ বর্গফুট** কমবেশি এবং তদস্থিত নির্মাণ, অবস্থিত মৌজা - দক্ষিণ বেহালা, জেএল নং ১৬, আরএস নং ৮১, তৌজি নং ৩৫১, খতিয়ান নং ৬৩, দাগ নং ৪৮০, জ্ঞাত এবং পরিচিত পুরসভা প্রেমিসেস নং ৩৪৮, সরকারহাট লেন (ডাক ঠিকানা : ১২১স সরকারহাট লেন), থানা : ঠাকুরপুকুর, কলকাতা : ৭০০০৬১, কলকাতা পৌর সংস্থার (সাউথ সুবার্বন ইউনিট), ওয়ার্ড নং ১২৬, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, লিফট ব্যতীত, সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধা স্বার্থ অধিকার ইত্যাদি ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** গণেশ চন্দ্র মজুমদার, ৩৬৪ মধুসূদন পল্লি, কলকাতা : ৭০০০৬১, **দক্ষিণে :** ১৬ ফুট চওড়া কেএমসি রোড; **পূর্বে :** বিজন মন্ডলের ভবন, ৩৫৭/৩৭৪, দক্ষিণ বেহালা রোড, মধুসূদন পল্লি, কলকাতা : ৭০০০৬১; **পশ্চিমে :** উষা রানি দাস, স্বামী মুকুন্দলাল দাসের ভবন, ১২২, সরকারহাট লেন, কলকাতা : ৭০০০৬১। **তপশিল বি উল্লিখিত মতে** **স্বত্বাধিকারী : তিস্তা সরকার এবং মহম্মদ ওয়াসি** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩বি, অবস্থিত তিনতলার পিছনের অংশে চারতলা ভবনে পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া **৭৫০ বর্গফুট** কমবেশি, দুই বেড রুম, এক ড্রইং তথা ডাইনিং রুম, এক কিচেন, এক ব্যালকনি এবং এক টয়লেট এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং যাবতীয় সুবিধা এবং পরিষেবা এবং ফিক্সচার এবং ফিটিংস, বৈদ্যুতিক সংস্থাপন, ইত্যাদির ভোগদখল, অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৩৪৮, সরকারহাট লেন, (ডাক ঠিকানা : ১২১, সরকারহাট লেন), থানা : ঠাকুরপুকুর, কলকাতা : ৭০০০৬১,ওয়ার্ড নং ১২৬, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা।	১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ১৮.০২.২০২৫ এনপিএ তারিখ ০৩.০২.২০২৫	**ক) এইচবিএল এ/সি নং ৩৯১৩২৭৪০৫৯৪ খ) এইচবিএল টপ আপ এ/সি নং ৪০১৯৬৭৮৭৯১৩ গ) সুরক্ষা লোন এ/সি নং ৩৯১৩২৭৫০৮৬৩ ২৫,২৬,০২২ টাকা (পঁচিশ লাখ ছাব্বিশ হাজার বাইশ টাকা) ১৭.০২.২০২৫ অনুযায়ী।** আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের জন্য সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণ (যেখানে প্রযোজ্য) সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

তারিখ : ১৭.০৪.২০২৫
স্থান - বেহালা, কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

কুকুরের মুখে মানুষের মুণ্ডু, হইচই চণ্ডীতলার বেগমপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: কাটা মুন্ডু যেখানে পাওয়া গিয়েছে তার থেকে প্রায় তিনশ ফুট দূরে হাওড়া বর্ধমান কর্ড শাখার রেল লাইন। সেখানে খুঁজতেই দেহ মেলে। মুখে করে মানুষের কাটা মুন্ডু নিয়ে ঘুরছে কুকুর। চাঞ্চল্যকর এই দৃশ্যই ধরা পড়েছে হুগলির চণ্ডীতলার বেগমপুরে। শেষে কুকুর তাড়িয়ে কাটা মুন্ডু উদ্ধার।

রেল পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, বুধবার সকাল ন'টা নাগাদ চণ্ডীতলার বেগমপুর ২০ নম্বর রেলগেটে এলাকায় একটি বাগানে কুকুরকে মানুষের কাটা মুন্ডু নিয়ে ঘুরতে দেখেন স্থানীয়রা। চাঞ্চল্য তৈরি হয়। এরপর এলাকাবাসীই কুকুর তাড়ায়। খবর যায় কামারকুণ্ডু জিআরপি ও চণ্ডীতলা থানায়। দুই থানা থেকেই পুলিশ আসে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কোনও দুরপাল্লার ট্রেন থেকে মুখ বের করায় ওই যাত্রী ইলেকট্রিক পোস্টে ধাক্কা খান। সঙ্গে-সঙ্গে ধর মুন্ডু আলাদা হয়ে যায়। পোস্টে সেই রক্তের দাগ পাওয়া গিয়েছে। মৃত যুবকের কোনও পরিচয় এখনও জানা যায়নি। ধর মুন্ডু উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠানো হয়েছে। স্থানীয় এক যুবক বলেন, 'আমরা কারখানায় কাজ করছিলাম। অনেকক্ষণ ধরেই চিৎকার শুনছিলাম। সেই সময় যাই। গিয়ে দেখি কাটা মুন্ডু নিয়ে ঘুরছে পুলিশ। এরপর গ্রামের বাকিদের জানালাম। বললাম এখানে একটা মুন্ডু পড়ে আছে দেখ। প্রথমে প্রত্যেকে খুন ভাবছিল। তারপর থানার বড়বাবু এলেন। তিনি মুন্ডু উদ্ধার করে নিয়ে গেলেন থানায়।'

বিজেপি বিধায়কের উদ্যোগে হতে চলেছে জঙ্গলপাড়ায় হল্ট স্টেশন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হতে চলেছে পুরশুড়াবাসীর। পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষের আবেদনের পরেই নড়েচড়ে বসে ভারতের রেল দপ্তর। বুধবার পুরশুড়ার জঙ্গলপাড়ায় হল্ট স্টেশন করার জন্য ভারতীয় রেল দপ্তরে ইঞ্জিনিয়ারা সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখেন। এদিন পুরশুড়ার জঙ্গলপাড়ায় হল্ট স্টেশনের কাজ যাতে দ্রুত শুরু করা যায় সেই বিষয়ে তারা সরেজমিনে জায়গা পরিদর্শন করার পাশাপাশি সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখেন। জানা গেছে, আরামবাগ হাওড়া রেল লাইনে জঙ্গল পাড়া হল্ট স্টেশনের জন্য দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে দাবি করে আসছিল পুরশুড়ার বাসিন্দারা। এদিন তা পূরণের জন্য স্থানীয় বিধায়ক বিমান ঘোষও আনন্দিত। এই বিষয়ে পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষ বলেন, রেল মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবজির সঙ্গে

দিল্লিতে দেখা করে আবেদন করেছিলাম। তারই ফলস্বরূপ রেলের ইঞ্জিনিয়াররা সরেজমিনে পরিদর্শনে আসেন। এই জন্য ধন্যবাদ জানাই রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবকে। এদিন বিধায়ক বিমানবাবু পুরশুড়ার জঙ্গলপাড়ায় যেখানে হল্ট স্টেশন হবে সেই জায়গায় যান এবং পুরশুড়ার মানুষদের অভিনন্দন জানান। পাশাপাশি আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি সুশান্ত বেরাও ঘটনাস্থলে যান এবং জায়গা পরিদর্শন করেন। তিনি জানান, তারকেশ্বর ও বিষ্ণুপুর রেল লাইনে তালপুর ও তোকিপুর স্টেশনের মধ্যবর্তী গ্রামে দামোদর নদীর পশ্চিম পাড়ে দীর্ঘদিনের একটি হল্ট স্টেশনের দাবি ছিল। দীর্ঘদিনের প্রচেষ্টার পর বুধবার রেলের ইঞ্জিনিয়াররা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করলেন।

বেতন বৃদ্ধি-সহ একাধিক দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ এবং কর্মবিরতি পার্শ্ব শিক্ষকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: বেতন বৃদ্ধি সহ একাধিক দাবিতে কর্ম বিরতিতে সামিল পার্শ্ব শিক্ষকেরা। বঞ্চিত পার্শ্ব শিক্ষক মঞ্চের ডাকে বুধবার বালুরঘাটে জেলা প্রশাসনিক ভবন সংলগ্ন মিউজিয়ামের সামনে কর্ম বিরতির পাশাপাশি অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সামিল হয় পার্শ্ব শিক্ষকেরা। জানা গিয়েছে, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা জুড়ে প্রায় ৭৫০ জন পার্শ্ব শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন। গোটা রাজ্যের পাশাপাশি বেতন বৃদ্ধি এবং স্থায়ীকরণের দাবিতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাতেও পার্শ্ব শিক্ষকেরা এই কর্মবিরতি করছেন। পাশাপাশি, অবিলম্বে পার্শ্ব শিক্ষকদের বেতন বৃদ্ধি, বিধানসভায় আইন পাশ করে পার্শ্ব শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্থায়ীকরণ, সিসিএল চালু করা সহ প্রায় ৪ দফা দাবিতে জেলা শাসকের নিকট লিখিত আকারে ডেপুটেশন জমা দেন পার্শ্ব-শিক্ষকরা। এবিষয়ে বঞ্চিত

পার্শ্ব-শিক্ষক মঞ্চের কর্মকর্তা সুপ্রিয় রায় জানান, 'পার্শ্ব-শিক্ষক শিক্ষিকাদের বেতন বৃদ্ধি যাতে ঘটে সেই দাবির পাশাপাশি বিধানসভায় আইন পাশ করিয়ে পার্শ্ব শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জীবন জীবিকার যাতে আরো উন্নতি ঘটানো যায়, তার জন্য গোটা রাজ্য জুড়েই আমাদের আন্দোলন চলছে। ১৬ এবং ১৭ এপ্রিল আমাদের এই আন্দোলন চলবে। তারই অংশ হিসেবে আজ আমরা অবস্থান বিক্ষোভ ও ডেপুটেশন কর্মসূচিতে সামিল হয়েছি। ২০২৪ সালের মার্চ মাসের ১ তারিখের অর্ডার অনুযায়ী আমাদের বেতন বৃদ্ধি করতে হবে।' তিনি আরো জানান, '২০০৪ সাল থেকে শুরু করে দীর্ঘ ২০ বছর কাজ করার পরও পার্শ্ব শিক্ষক-শিক্ষিকারা ব্যাপকভাবে বঞ্চনার শিকার হচ্ছে। তাই বেতন বৃদ্ধি ও স্থায়ীকরণ হল আমাদের মূল দাবি।'

অবহেলায় ঐতিহ্যবাহী পর্যটন কেন্দ্র টাকি

নিজস্ব প্রতিবেদন, টাকি: সন্ধে হলেই অন্ধকার নেমে আসে টাকি পর্যটন কেন্দ্রে, ভাঙা বসার জায়গা। ক্ষোভ বাড়ছে পর্যটকদের মধ্যে। যদিও বিধায়কের দাবি সংস্কারের কাজ চলছে, শীঘ্রই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

রাজ্যের মানচিত্রে অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র হল টাকি। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে নানা পর্যটন কেন্দ্র তার মধ্যে টাকি অন্যতম। ইছামতী নদীর তীরে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে অবস্থিত এই পর্যটন কেন্দ্রে সারা বছরই বহু পর্যটক এখানে ভিড় করেন। ইছামতি নদীর তীর থেকে বাংলাদেশের দৃশ্যপট দেখার পাশাপাশি প্রাচীন রাজবাড়ি, মিনি সুন্দরবন সহ প্রাচীন সৌন্দর্য এতটাই মনোরম যে এখানে এসে মন ভরে যায় পর্যটকদের। তবে এই টাকি পর্যটন কেন্দ্রের একাংশে সন্ধে হলেই নেমে আসছে অন্ধকার। একাধিক বৈদ্যুতিক আলোক স্তম্ভ বিকল। এর ফলে একদিকে যেমন আলোর অভাব ঠিক অপরদিকে ইছামতি নদীর পাড়ে বাংলাদেশের ওপারের দৃশ্যকে এক মুহূর্ত দেখার জন্য তৈরি বেঞ্চগুলোর অনেকাংশে ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে। এর ফলে সন্ধ্যা হলে যেমন আলোর অভাব ঠিক অপরদিকে পরিকাঠামোর অভাববোধ করছেন রাজ্য থেকে আসা পর্যটকরা। টাকি পর্যটন কেন্দ্র এসে যেন বেশ কিছু সমস্যার মধ্যে পড়তে হচ্ছে পর্যটকদের। এই আলোর অভাব ও পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন তারা। এ বিষয়ে টাকিতে বেড়াতে আসা পর্যটক অর্ঘ্য মণ্ডল জানান, ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে টাকি জায়গাটি অসাধারণ। বার বার আসার ইচ্ছা থাকবে কিন্তু এবার দেখলাম আলো ও কিছু পরিকাঠামোগত সমস্যা রয়েছে। এগুলোর উপর প্রশাসন নজর দিলে পর্যটকদের সংখ্যা আরও বাড়বে। বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি ব্যানার্জি বলেন টাকির সৌন্দর্যায়নের কাজ চলছে। কিছু জায়গায় সংস্কারের কাজ চলছে। সেই কাজের সঙ্গেই সব কাজ হয়ে যাবে বলে আশ্বাস বিধায়কের।

মিছিল করে আরামবাগে বিজেপির হিন্দু শহিদ দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: মুর্শিদাবাদে ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভের সময় নিহত হিন্দু পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে বুধবার হিন্দু শহিদ দিবস আরামবাগ বিজেপির। এদিন আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে হিন্দু শহিদ দিবস পালন করা হয়। হিন্দু হিন্দু ভাই স্লোগান তোলা হয়। এদিন আরামবাগ বিজেপির কার্যালয় থেকে মিছিল শুরু হয়। বিজেপি নেতা সুশান্ত বেরার নেতৃত্বে মিছিল সংগঠিত হয়। বিজেপির এই মিছিল শহর পরিক্রমা করে। প্রসঙ্গত, এদিন কলকাতায় বিধানসভার বাইরে হিন্দু শহিদ দিবস পালন করে বিজেপি। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী মুর্শিদাবাদে হিংসার ঘটনায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের তীব্র সমালোচনা করেছেন। বিধানসভার বাইরে বিক্ষোভ প্রদর্শনের সময় শুভেন্দু বলেছেন, রাজ্যজুড়ে বিক্ষোভ চলছে। হিন্দু জনগোষ্ঠী আবেগপ্রবণ, এটা দুঃখজনক। পুরো রাজ্য রাস্তায় নেমে হিন্দু শহিদ দিবস পালন করছে, মমতার পদত্যাগ করা উচিত। এই কর্মসূচিতে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি তথা পুরশুড়ার বিধায়ক বিমান ঘোষও

উপস্থিত ছিলেন। এই বিষয়ে বিজেপি নেতা তথা বিধায়ক বিমান ঘোষ বলেন, রাজ্যে হিন্দুদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ রাজ্য সরকার। তাই অবিলম্বে হিন্দুদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। অপরদিকে আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপির বর্তমান সভাপতি সুশান্ত বেরা বলেন, মুর্শিদাবাদে হিন্দুদের উপর আক্রমণ করা হয়। দুই জনকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেই হিন্দু শহিদ দিবস পালন করা হল। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের নিরাপত্তা নেই। সরকারের পুলিশ প্রশাসন নীরব দর্শক। তাই হিন্দুদের নিরাপত্তার দাবিতে এই মিছিল। বিজেপি মুর্শিদাবাদে নিহত হিন্দু শহিদ পরিবারের পাশে রয়েছে। অবিলম্বে রাজ্যের পুলিশ মন্ত্রীর পদত্যাগ চাই।

ভুয়ো ভোটার শনাক্তে বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: ভুয়ো ভোটারদের চিহ্নিত করতে এবার আরও তৎপর তৃণমূল কংগ্রেস। দলের সর্বোচ্চ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে আসন্ন ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে বিশেষ উদ্যোগ। তৃণমূলের বুথ লেভেল এজেন্টদের মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার তালিকা স্কুটনি করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এই নির্দেশ অনুযায়ী পূর্ব বর্ধমান জেলার খণ্ডঘোষ বিধানসভা কেন্দ্রের সালুন মোড়ে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন খণ্ডঘোষ বিধানসভার বিধায়ক নবীনচন্দ্র বাগ সহ এলাকার সমস্ত বুথ সভাপতি ও অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্ব।

প্রশিক্ষণ শিবিরে ভোটার তালিকা যাচাই, ভুয়ো ভোটার চিহ্নিতকরণ এবং মোবাইল অ্যাপ ব্যবহারের কৌশল নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়। নবীনচন্দ্র বাঘ বলেন, 'ভোটার তালিকায় যাতে কোন ভুয়ো নাম না থাকে, তা নিশ্চিত করতে দলীয়ভাবে তারা উদ্যোগ নিচ্ছেন। এই অ্যাপের মাধ্যমে বুথভিত্তিক সঠিক ভোটার চিহ্নিত করা হবে।'

দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিটি বুথে নির্দিষ্ট ভাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বুথ লেভেল এজেন্টদের। এই উদ্যোগে এলাকার সাধারণ মানুষের সহায়তাও চাওয়া হয়েছে, যাতে নির্বাচন প্রক্রিয়া আরও স্বচ্ছ ও নির্ভরযোগ্য হয়। এদিনের প্রশিক্ষণ শিবিরে নেতাদের উপস্থিতি ও কর্মীদের আগ্রহই প্রমাণ করে, ২০২৬-এর নির্বাচনের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে ঘাসফুল শিবির।

আদিবাসীদের বিক্ষোভ জেলাশাসকের দপ্তরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ভূমিজ ভাষাকে রাজ্যে দ্বিতীয় রাজ ভাষার স্বীকৃতি সহ একাধিক দাবি নিয়ে ভারতীয় আদিবাসি ভূমিজ সমাজের বিক্ষোভ। বাঁকুড়া জেলাশাসকের করনের সামনে পুলিশের বাধা পেয়ে বাঁকুড়া শহর অবরুদ্ধ করল আন্দোলনকারী আদিবাসীরা। একাধিক দাবি নিয়ে বুধবার বাঁকুড়া ভৈরব স্থান মোড় থেকে মিছিল করে বাঁকুড়া কলেজ মোড় হয়ে মাচানতলা তামলিবাধ জেলাশাসকের

করনের সামনে হাজির হয় আদিবাসী ভুমিজ সমাজের আন্দোলনকারীরা।

ভূমিজ ভাষাকে রাজ্যে দ্বিতীয় রাজ ভাষার স্বীকৃতি, ফেক এস টি প্রশংসাপত্র বাতিল এমন একাধিক দাবি নিয়ে জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন কর্মসূচীতে জেলাশাসকের অফিসের সামনে আন্দোলনকারী আদিবাসী ভারতীয় ভূমিজ সমাজের মিছিল কে আটকে দেয় পুলিশ। আটকে দিলে পুলিশের সাথে একপ্রস্থ বচসায় হয়। এর পরেই আন্দোলনকারীরা মাচানতলায় রাস্তার উপর বসে নিজেদের দাবি আদায়ে রাস্তা অবরোধ শুরু করে। ভরদুপুরে বাঁকুড়া শহরের প্রধান রাস্তা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। যতক্ষণ না জেলাশাসকের করনে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ এই আন্দোলন চলবে বলে হুঁশিয়ারি আন্দোলনকারী আদিবাসীদের।

নয়াগ্রামে হস্টেল বিল্ডিং তৈরির কাজের উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: বুধবার ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কালীপদ সরেনের সাংসদ তহবিল থেকে ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রামের মরচি গোলাপনাথ এসসি হাইস্কুলের হস্টেল বিল্ডিং নির্মাণের কাজের উদ্বোধন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানিক ভাবে ওই স্কুলের হস্টেল বিল্ডিং নির্মাণের কাজের শুভ উদ্বোধন করেন নয়াগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রূপা বেরা, নয়াগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ রমেশ রাউত সহ অন্যান্যরা। জানা গেছে, স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধার্থে নয়াগ্রামের মরচি গোলাপনাথ এসসি হাই স্কুলের হস্টেল বিল্ডিং নির্মাণের জন্য ঝাড়গ্রাম লোকসভার সাংসদ কালীপদ সরেনের সাংসদ তহবিল থেকে ২৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে।

তাই হস্টেল বিল্ডিং নির্মাণের কাজের শুভ উদ্বোধন হাওয়ায় খুশি ওই বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা, সেই সঙ্গে খুশি এলাকার বাসিন্দারা। নয়াগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রূপা বেরা জানান, ওই বিদ্যালয়ের হস্টেল বিল্ডিং তৈরির জন্য ঝাড়গ্রাম লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ কালীপদ সরেন তার সংসদ তহবিল থেকে ২৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন। তাই তিনি ঝাড়গ্রাম কেন্দ্রের সাংসদ কালীপদ সরেনকে নয়াগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানান।

লোহার কারখানার জল দূষিত জল নিষ্কাশন নিয়ে বচসা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের বামশোর গ্রামে একটি লোহার কারখানার জল মারাকে কেন্দ্র করে জমি মালিকের সঙ্গে বচসার জেরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ভাতার থানার পুলিশ।

ভাতারের বামশোর গ্রামে বাদশাহী সড়কের পাশে একটি লোহার কারখানা তৈরি হয়েছে।সেই কারখানার দূষিত জল নিষ্কাশন নিয়ে সমস্যায় পড়েন এলাকার চাষিরা। কারখানা কর্তৃপক্ষ সেই জল ঠিকঠাক দূষণমুক্ত না করে নালায় ফেলে দিচ্ছে বলে অভিযোগ। যার ফলে পরিবেশ যেমন নষ্ট হচ্ছে তেমনই চাষেরও ক্ষতি হচ্ছে বলে জানান এলাকার চাষিরা। চাষিরা জানান কারখানার মালিক ব্যবসা করতে এসেছেন। তার দূষিত জল কোথায় যাবে অবশ্যই তাকেই ঠিক করতে হবে।

গত কয়েকদিন আগে সেই দূষিত জল খেয়ে একটি গোরু মারা গিয়েছে। এই অভিযোগ তুলে এলাকায় ব্যাপক অশান্তি সৃষ্টি হয়। পরিস্থিতির সামাল দিতে হয় পুলিশকে। বুধবার ফের অভিযোগ ওঠে ওই কারখানা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। তারা চাষিদের না জানিয়ে জমির পাশে গভীর খাল করে জল নিকাশের ব্যবস্থা করছে। সেই নিয়ে ব্যাপক অশান্তি সৃষ্টি হয় বুধবার সকাল থেকে। অবশেষে পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতির সামাল দেয়।

পঞ্চায়েতে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ বাম কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার অন্তর্গত আঝাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে মোহনপুর, কেরিলি, নবগ্রাম, ইটখোলা পাড়া, আঝাপুর, সাচড়া সহ বিভিন্ন এলাকায় দীর্ঘ ৪-৫ বছর ধরে সজল ধারার পাইপ পড়লেও সেই পাইপে আসেনি কোনো জল। গ্রামে নেই ভালো রাস্তার ব্যবস্থা, যোগ্য হলেও মেলেনি আবাস যোজনার ঘর। এই সমস্ত একাধিক দাবী নিয়ে বারংবার পঞ্চায়েতে গেছেন স্থানীয় মানুষজন। মিলেছে আশ্বাস, কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। গ্রীষ্মের সময় বাড়ছে তাপমাত্রা,সূর্যের চোখ রাঙানি,গ্রামে জলের ভালো ব্যবস্থা নেই। বাধ্য হয়ে পুকুরের জল ব্যবহার করছেন তারা। এর আগেও অনেকেই ওই জল ব্যবহার করে অসুস্থ হয়েছেন। তাই একপ্রকার দেয়ালে পিঠ ঠেকেছে বাসিন্দাদের। তাই বাধ্য হয়ে বুধবার পঞ্চায়েতে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। বিগত ১০ বছর ধরে পঞ্চায়েতের ট্যাক্স বেড়েছে, কিন্তু পরিষেবা এতটুকুও বাড়েনি। তাই অবিলম্বে গ্রামে গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থা,রাস্তা ও নিকাশি ব্যবস্থা ঠিক করতে হবে দাবি বিক্ষোভ কারীদের।

যদিও পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে জানানো হয়।গ্রামবাসীদের নাম করে বাম কর্মী সমর্থকরা পঞ্চায়েতে ঢুকে বিক্ষোভ দেখায়। কোনও রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে দাবিদাওয়া নিয়ে ডেপুটেশন দিলেও তার একটা শিষ্টাচার আছে। কিন্তু যারা আন্দোলন করছিল তাদের কোনো অভিজ্ঞতা নেই যে একটা সরকারি দপ্তরে কী ভাবে দাবিদাওয়ার জন্য যেতে হয়। ইতিমধ্যে পিএইচই দপ্তর থেকে বিভিন্ন এলাকায় কাজ চলছে দ্রুত পানীয় জনের সমস্যা সমাধান হবে। বাকি যে সমস্ত দাবি রয়েছে সেই দাবিগুলো দ্রুত সমাধান হবে।

হিন্দু পরিবারের পাশে সংখ্যালঘু নেতা

নিজস্ব প্রতিবেদ, নদিয়া: মুর্শিদাবাদ ইস্যুকে কেন্দ্র করে যখন গোটা বাংলাকে উত্তপ্ত করার রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির নোংরা খে লায় মত্ত একটি শ্রেণি। ঠিক তখনই সম্প্রীতির উজ্জ্বল নিদর্শন দেখা গেল পাশের জেলা নদিয়ায়। ভেদাভেদের রাজনীতির

মাঝে মুমূর্ষু এক হিন্দু পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন সীমান্তবর্তী চাপড়ার সংখ্যালঘু নেতা জেবের শেখ। কিছুদিন আগে নদিয়ার চাপড়ার মাধবপুর গ্রামের বরুণ প্রামানিক নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়। মৃত বরুণ প্রামানিক ছিলেন পরিবারের একমাত্র রোজগেরে। দিন আনা দিন খাওয়া পরিবারে হঠাৎই মৃত্যু হয় বরুণের। তারপর অথৈ জলে পড়ে স্ত্রী ও দুই সন্তান। তাদের সামর্থ্য নেই শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করার। দুঃস্থ সেই পরিবারের কথা শুনে এগিয়ে আসেন তৃণমূল নেতা জেবের শেখ। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের সমস্ত দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নিলেন তিনি। আর এই কাজের মধ্য দিয়ে তিনি দেখিয়ে দিলেন কিভাবে মানুষ হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াতে হয়। হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদ নয় বরং সম্প্রীতির নতুন এক দিশা দেখালেন সকলের প্রিয় জেবের ভাই। মৃতদেহ সৎকার থেকে শুরু করে শ্রাদ্ধনুষ্ঠান সবটার দায়িত্ব কাঁধে নিলেন চাপড়ায় জেবের শেখ।

গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী এক প্রাথমিক শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী এক প্রাথমিক শিক্ষক। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছাড়ায় এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠানোর পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের গোপালবটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কুমারগ্রাম এলাকার ঘটনা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই শিক্ষকের নাম ফারুক আহমেদ (৩৫)। বুধবার সকালে বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হন তিনি। এদিকে বিষয়টি সামনে আসতেই পরিবারের লোকেরা দ্রুত দেহ উদ্ধার করে বালুরঘাট সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে জানায়। জানা গিয়েছে, ওই প্রাথমিক শিক্ষক দীর্ঘদিন ধরেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বালুরঘাট থানার পুলিশের তরফে।

অণ্ডাল ট্র্যাফিকের নতুন ভবনের উদ্বোধন সিপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, অণ্ডাল: অণ্ডাল ট্র্যাফিক গার্ড থানার নতুন ভবনের উদ্বোধন হল বুধবার। উদ্বোধন করলেন আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের আধিকারিক সুনীল কুমার চৌধুরী। উপস্থিত ছিলেন ডিসিপি ট্রাফিক ভি,জে সতীশ পশুমরথী। এসিপি ট্র্যাফিক রাজকুমার মালাকার সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা।

সিপি সুনীল কুমার চৌধুরী বলেন, ২০১১ সালের পর অন্ডাল ট্রাফিক গার্ড থানা তৈরি হয় ।অন্ডাল মোড়ে একটি ছোট অফিস ঘরে ছিল ট্রাফিক গার্ড থানাটি। ওই অফিস ঘর থেকেই এতদিন ট্রাফিক গার্ডের কাজকর্ম পরিচালিত হত। অসুবিধার কথা

উপলব্ধি করেই থানার নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়। নতুন ভবনটিতে আধিকারিকদের আলাদা আলাদা বসার রুম সহ কর্মীদের কাজ করার সমস্ত রকম সুযোগ-সুবিধা রয়েছে। ভালো কাজের জন্য ভালো পরিবেশের প্রয়োজন। নতুন ভবনটিতে সেই পরিবেশ রয়েছে বলে জানান তিনি ।

পড়ুয়াদের টানে অবসরের পরেও 'মান্নান স্যার' স্কুলে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়ার খাতড়া বাজারের ইন্দকুড়ির বাসিন্দা শেখ আব্দুল মান্নানের এখন অবসর জীবন উপভোগ করার কথা।

শীর্ষ আদালতের রায়ে এক ধাক্কায় চাকরি গিয়েছে রাজ্যের প্রায় ২৬ হাজার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর। কে যোগ্য, কে অযোগ্য বোঝা দায়। যোগ্যের গায়েও হয়তো লাগছে অযোগ্যতার কালি। তাঁদের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা স্কুলগুলি ও পড়ুয়াদের ভবিষ্যৎ কী হতে চলেছে এই নিয়ে যখন চারদিকে অস্থিরতা তখ ন অন্য ছবি দেখাল খাতড়ার সুপুর হাই স্কুল ও সেখানকার 'মান্নান স্যার'।

খাতড়া বাজারের ইন্দকুড়ির বাসিন্দা শেখ আব্দুল মান্নানের এখন অবসর জীবন উপভোগ করার কথা। দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর সুপুর হাই স্কুলে শিক্ষকতার পরে গত জানুয়ারিতে খাতায়-কলমে অবসর নিয়েছেন তিনি। তবে অবসর নেওয়ার পরেও ছাত্রছাত্রী ও সুপুর হাই স্কুলকে ছাড়তে পারেননি। এখ নও নিয়মিত 'মান্নান স্যারের' জীবন বিজ্ঞানের ক্লাস হয় সুপুর হাই স্কুলে। বিনা পারিশ্রমিকেই ছেলেমেয়েদের পড়ান তিনি।

সুপুর হাই স্কুলে পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বর্তমানে মোট ১১৬০ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। প্রধান শিক্ষক-সহ রয়েছেন মোট ২৮ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা। ওই স্কুলে জীবন বিজ্ঞান-সহ মোট তিনটি বিষয়ের শিক্ষকের পদ খালি। জীবন বিজ্ঞানের একজন শিক্ষক থাকলেও তাঁর পক্ষে সবটা সামলানো হয়তো কঠিন। এই পরিস্থিতিতে সহায় হয়েছেন আব্দুল মান্নান।

মঙ্গলবার স্কুলে গিয়ে দেখা গেল দশম শ্রেণির ক্লাসে পড়াচ্ছেন অবসরপ্রাপ্ত ওই শিক্ষক। অবসর জীবন কেন উপভোগ করলেন না, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, '১৯৯০ সাল থেকে এ পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৫ বছরের সম্পর্ক স্কুলের সঙ্গে। তা কি এত সহজে ছিন্ন করা যায়। যত দিন সামর্থ্য থাকবে ছাত্রছাত্রীদের পড়িয়ে যাব।' ছাত্রছাত্রীদেরও প্রিয় তিনি। দশম শ্রেণির অয়ন, পায়েল, সুস্মিতারা বলে, 'স্যারের কাছে বিজ্ঞান ছাড়াও আমরা জীবন গড়ার শিক্ষা পাই। উনি আমাদের খুব ভালোবাসেন।'

প্রধান শিক্ষক বিকাশচন্দ্র লায়েক বলেন, 'মান্নানদা স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের পদও সামলেছেন। অবসরের পরের দিন থেকেও স্কুল আসা বন্ধ করেননি। রোজ দু'টি করে ক্লাস নেন।' আব্দুল মান্নানের এই কাজ সমর্থন করেন তাঁর স্ত্রী আমিনা সুলতানাও। তাঁর কথায়, 'পড়ুয়াদের সঙ্গেই ওনার জীবন কেটেছে। বাকি জীবনও পড়ুয়াদের নিয়ে কাটাতে পারলেই উনি ভাল থাকবেন।' স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি তথা এক পড়ুয়ার অভিভাবক অঞ্জন রজকের কথায়, 'মান্নান স্যার আমাদের আদর্শ, শিক্ষক সমাজের গর্ব। তাঁর এই স্বেচ্ছাশ্রমে বাকিরাও অনুপ্রাণিত হবে বলে আশাবাদী।' শিক্ষকদের চাকরি বাতিলের অস্থির পরিস্থিতির মাঝে যেন সুপুর হাই স্কুলের ছবি খানিকটা শান্তি দেয় বাসিন্দাদের।

মোমবাতি হাতে, কালো ব্যাজে বিজেপির শহীদ দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: মুর্শিদাবাদে অশান্তির ঘটনায় বাবা ছেলে হরগোবিন্দ দাস ও চন্দন দাসের মৃত্যুর ঘটনায় বুধবার বিজেপি রাজ্যজুড়ে শহিদ দিবস কর্মসূচি পালন করল। সেইমতো বাঁকুড়ার নতুনগঞ্জে জেলা পার্টি অফিস থেকে এদিন বুকে কালো ব্যাচ লাগিয়ে মোমবাতি হাতে নিয়ে মিছিলে অংশগ্রহণ করল বিজেপি নেতাকর্মীরা। উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়ার বিজেপি বিধায়ক নীলাদ্রি শেখর দানা সহ বিজেপি নেতৃত্ব। এই মিছিল শেষ হয় বাঁকুড়ার আইজি অফিসের কাছে এসে শহিদ বেদি করে মোমবাতি জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখায়।

শালবনিতে সাংসদ তহবিলের অর্থে সেতু

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: শালবনি ব্লকের কাশিজোড়া অঞ্চলের কাশিজোড়া ও পাথরকুমকুমির মাঝে পারাং নদীর ওপর একটি কজওয়ে সেতু নির্মাণের জন্য মেদিনীপুরের সাংসদ জুন মালিয়ার সাংসদ তহবিল থেকে ৭৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। সেতু তৈরির জন্য ইতিমধ্যে টেন্ডার প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ হয়েছে। কাজের নির্দেশপত্রও দেওয়া হয়েছে। বুধবার কয়েকজন স্থানীয় তৃণমূল নেতা এবং এলাকাবাসীদের সঙ্গে সেতু নির্মাণের জায়গা পরিদর্শন করেন শালবনি পঞ্চায়েতে সামিতির সভাপতি নেপাল সিংহ। বর্ষার সময় তিন-চার মাস পারাং নদীতে বন্যার জল বইতে থাকায় কাশিজোড়া, পাথরকুমকুমি ও যুগডিহা পঞ্চায়েত এলাকার মানুষের যাতায়াতের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়। সেতুটি নির্মাণ হলে এইসব পঞ্চায়েত এলাকার প্রায় ১৫ টি গ্রামের মানুষের সুবিধা হবে।

৪ বছরে প্রথম সুপার ওভার, নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়ে হারল রাজস্থান, শীর্ষে দিল্লি

নিজস্ব প্রতিনিধি: এ বারের আইপিএলের ৩২তম ম্যাচে প্রথম বার সুপার ওভারে নির্ধারিত হল ম্যাচের ফলাফল। প্রথমে ব্যাট করে ২ উইকেটে ১১ রান করে রাজস্থান রয়্যালস। নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়ে রান আউট হলেন রিয়ান পরাগ এবং যশস্বী জয়সওয়াল। শিমরন হেটমেয়ার করেন ৫ বলে ৭ রান। জবাবে দিল্লি ক্যাপিটালস করল ৪ বলে ১৩ রান। লোকেশ রাহুল এবং ট্রিস্টান স্টাবস এনে দিলেন রুদ্ধশ্বাস জয়। এই জয়ের ফলে আইপিএলের পয়েন্ট টেবলের শীর্ষে উঠে এলেন অক্ষর পটেলেরা। এক রকম জেতা ম্যাচ হাতছাড়া হল সঞ্জু স্যামসনদের।

ধারাবাহিকতা নেই বলে সমালোচনা শুরু হয়েছিল যশস্বীর। আইপিএলে এর আগে ছ'টি ম্যাচ খেলে দু'টিতে রান করেছিলেন। সেই যশস্বীই বুধবার দায়িত্বশীল ইনিংস খেললেন। কলকাতা নাইট রাইডার্স শ্রেয়স আয়ারের মতো ধরে রাখার চেষ্টা করেনি আর এক প্রাক্তন অধিনায়ক নীতীশ রানাকেও। রাজস্থান তাঁকে নিলামে কিনে নিয়েছিল। রাহুল দ্রাবিড়দের সেই আস্থার মান রাখছেন নীতীশ। যশস্বীর ৩৭ বলে ৫১ রানের ইনিংসের পাশে উজ্জ্বল নীতীশের ২৮ বলে ৫১ রানের ইনিংস। কেকেআরের প্রাক্তন অধিনায়ক মারলেন ৬টি চার এবং ২টি ছয়। তাঁর আগ্রাসী ব্যাটিং একটা সময় চাপে ফেলে দেয় অক্ষরদের। কেকেআর কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই দেখছেন। নিশ্চয়ই পর্যালোচনা করছেন, কাদের রেখে কাদের ছেড়ে দিয়েছেন তাঁরা। রাজস্থানের হয়ে ভাল ব্যাট করলেন ধ্রুব জুরেল এবং হেটমেয়ারও। যদিও মিচেল স্টার্কের শেষ ওভারে নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের সামনে ৯ রান তুলতে পারেননি তাঁরা। জবাবে রাজস্থানও ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ১৮৮ রান

করল। ফলে এ বারের আইপিএলের প্রথম ম্যাচ গড়ায় সুপার ওভারে। সেখানেও দুরন্ত বল করেন স্টার্ক। নীতীশের মতো তাঁকে ছেরেও কেকেআর ভুল করল কি না সেই প্রশ্ন উঠবেই।

প্রথমে ব্যাট করে দিল্লি ক্যাপিটালসও করেছিল ৫ উইকেটে ১৮৮ রান। প্রাথমিক চাপ সামলে দিল্লিকে লড়াই করার মতো জায়গায় পৌঁছে দেন বাংলার উইকেটরক্ষক-ব্যাটার অভিষেক পোড়েল। অভিষেককে এ বারের আইপিএলে বেশ পরিণত দেখাচ্ছে ব্যাট হাতে। রাহুল ৩২ বলে ৩৮ রানে আউট হলেও পিচের এক দিক আগলে রেখেছিলেন অভিষেক। আইপিএলে প্রতি ম্যাচেই দিল্লি ক্যাপিটালস কর্তৃপক্ষের আস্থার মর্যাদা দিচ্ছেন চন্দননগরের বাসিন্দা। এ দিন ভাল ব্যাট করেও মাত্র ১ রানের জন্য অর্ধশতরান হাতছাড়া করলেন তিনি। ওয়ানিন্দু হাসরঙ্গের বলে রিয়ান পরাগের হাতে ক্যাচ দিয়ে আউট হওয়ার আগে অভিষেক করলেন ৩৭ বলে ৪৯ রান। বাংলার উইকেটরক্ষক-ব্যাটারের ব্যাট থেকে এল ৫টি চার এবং ১টি ছক্কা। শেষ দিকে দিল্লির রান তোলার গতি বৃদ্ধি করেন অধিনায়ক অক্ষর। ৪টি চার এবং ২টি ছয়ের সাহায্যে ১৪ বলে ৩৪ রান করেন তিনি। কিছুটা চেষ্টা করলেন স্টাবসও। তিনি অপরাজিত থাকেন ১৮ বলে ৩৪ রান করে। তবে বাংলার তরুণ ক্রিকেটার ২২ গজের এক দিক আগলে রেখে পরিস্থিতি না সামলালে ঘরের মাঠে করুণ পরিস্থিতি হত দিল্লির।

ময়দানের বার পুজোর পাশাপাশি অন্যান্য ফুটবল ক্লাব গুলোতেও পুজো হয়। সাদার্ন সমিতিতেও রীতি-নীতি মেনে হয়ে গেল বার পোস্টের পুজো। সেখানেই হাজির সার্দান সমিতির শীর্ষকর্তা ও আইএফএ সহ সভাপতি সৌরভ পাল ও সাদার্ন সমিতির চেয়ারপার্সন জিনিয়া রায়চৌধুরী।

তালতলা ক্লাবে সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়কে ফুলের স্তবক দিয়ে সংবর্ধিত করলেন পুরপিতা ও ক্লাবের কর্ণধার বিজয় উপাধ্যায়। সেইসঙ্গে হাজির সিএবির মেডিক্যাল কমিটির চেয়ারম্যান প্রদীপ কুমার দে, সিএবির পর্যবেক্ষক কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমন্ত কুমার মল্লিক সহ সিএবির অন্যান্য কর্তারা।

আইপিএলের পরই শুরু হবে বেঙ্গল প্রো টি-২০ লিগ

নিজস্ব প্রতিনিধি: আইপিএল শেষ হলেই শুরু হয়ে যাবে বেঙ্গল প্রো টি-২০ লিগ। এবারের লিগকে আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তুলতে চাইছে সিএবি। তবে ফরম্যাটে বেশ কিছু পরিবর্তন হতে চলেছে। গত বছর একই সঙ্গে চলে ছেলেদের এবং মেয়েদের ম্যাচ। কিন্তু এবার সূচিতে পরিবর্তন করা হচ্ছে। প্রথমে হবে মেয়েদের টুর্নামেন্ট। সেটা শেষ হলে শুরু হবে ছেলেদের ম্যাচ। ১৬ মে থেকে ৪ জুন চলবে মেয়েদের লিগ। সেদিনই শুরু হবে ছেলেদের টুর্নামেন্ট। ২১ জুন ফাইনাল। এবারও আট দলের লিগ হবে। অংশ নেবে লাক্স শ্যাম কলকাতা টাইগার্স, সোবিষ্ক স্ম্যাশার্স মালদা, মুর্শিদাবাদ কিংস/কুইন্স, রশ্মি মেদিনীপুর উইজার্ডস, শ্রাচী রাঢ় টাইগার্স, সার্ভোটেক শিলিগুড়ি স্ট্রাইকার্স, হারবার ডায়মন্ডস এবং অ্যাডামাস হাওড়া ওয়ারিয়র্স।

প্রখ্যাত ক্রীড়া সংগঠক। সিএবির মেডিক্যাল কমিটির চেয়ারম্যান প্রদীপ কুমার দে। সকলে লোকে জয় জগন্নাথ বাপি নামেই তাঁকে চেনে। সারা বছরই মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করে থাকেন। নববর্ষের দিনও তাঁর ব্যতিক্রম হল না। দেখা গেল প্রদীপ কুমার দে'র মানসিক প্রয়াস। নববর্ষের সকালে পথ শিশুদের হাতে বস্ত্র ও খাবার তুলে দিলেন তিনি।

E-TENDER
E- Tenders invited by the Prodhan, **Pipulbaria Gram Panchayat** (Under Karimpur- I Panchayat Samity), Pipulbaria, Nadia. **NIET No. 01/15TH FC (TIED)/ PGP/2025-26.** Last date of submission **22.04.2025 up to 4p.m** For details contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan,
Pipulbaria Gram Panchayat.

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR
An e- Tender for "Miscellaneous work under Bidhannagar Municipal Corporation" is being invited by Executive Engineer Deptt. Bidhannagar Municipal Corporation vide no. NIT No. 61/PWD(BMC), Dated: 16.04.2025 & E-Tender ID: 2025_MAD_836318_1 to 6. Last date of Bid submission: 02.05.2025 details are available with office of Executive Engineer , Bidhannagar Municipal Corporation. Please visit: https://wbtenders.gov.in
Sd/-
Executive Engineer
Bidhannagar Municipal Corporation

Office of the Councillors of the
GHATAL MUNICIPALITY
Ghatal, Paschim Medinipur
ABRIDGED TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the Chairman, Ghatal Municipality, Ghatal, Paschim Medinipur for the work :- **03 nos. Construction of Concrete road within Ghatal Municipality under Dev. of Municipal Area Scheme & 34 nos. of Supplying and Installation of Solar Street light at different place within Ghatal Municipality under MPLAD Fund Scheme as per NIT No. : WBMAD/GHATAL/NIT-1e/2025-26 & WBMAD/GHATAL/NIT-2e/2025-26, Date: 11.04.2025, Tender ID: 2025_MAD_835202_1 to 3 & 2025_MAD_835211_1 to 34.** Details of the tender may be seen from the website **https://wbtenders.gov.in** and **www.ghatalmunicipality.com**
Sd/-
Chairman
Ghatal Municipality

Merigunj-II Gram Panchayat
Purba Tentulbeira, Kailashnagar, kultali, 24 PGS (S)
e-Tender Notice
e-Tender is invited through e-Procurement System from the bonafied and resourceful contractors for execution of different development works under **SBM (G) + 15TH FC Fund** vide **NIT No- 01/MERI-II/KUL/2025, Date- 16/04/2025.** Bid Submission Closing Date (Online): **24.04.2025 up to 05:00 PM.** Technical Proposal Opening Date: **28.04.2025 at 11:00 AM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.
Sd/-
Prodhan
Merigunj-II Gram Panchayat

প্রতিবারের মতো এবারেও পয়লা বৈশাখের বার পুজোয় জমজমাট ময়দানের এয়ারলাইন্স টেন্ট। যেখানে হাজির রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু ক্লাব কর্তা রাকেশ ঝাঁ সহ অন্যান্য কর্তারা।

ভবানীপুর যেন মিনি মোহনবাগান। নির্বাচনী দামামায় অর্ধেক মোহনবাগান কর্তা-সদস্য-সমর্থকই বাগানে না গিয়ে বার পুজোর উত্সবে ভবানীপুরে শামিল হয়েছিলেন। সেখানেই বার পোস্টের সঙ্গে ছবি তুললেন।

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ টিআরএস/এইচডব্লুএইচ/১০/ওটি/১৬৫, তারিখ ১৫.০৪.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (টিআরএস), পূর্ব রেলওয়ে, বামনগাছি, হাওড়া-৭১১১০৬ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার ফর্মের মাধ্যমে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের বিবরণ ঃ** ইএলএস/হাওড়াতে ''আরডিএস কন্ট্রোল অফিসের জন্য ঘরের সংস্কার কাজ এবং আরডিএস কন্ট্রোল অফিসের জন্য বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির রিওয়্যারিং, সরবরাহ ও ফিট করা''। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৮,১১,৯১৭.৮৮ টাকা। **বিড সিকিউরিটি ঃ** ১৬,২০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ৩০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৬.০৫.২০২৫ তারিখে দুপুর ২টা। ই-টেন্ডারের বিশদ বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে অফার জমা করতে আগ্রহী/যোগ্য সংস্থাগুলিকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। সংশোধনী, যদি থাকে, প্রদত্ত ওয়েবসাইটে অর্থাৎ **www.ireps.gov. in**-এ প্রকাশিত হবে। ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।
(HWH-30/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার নং ঃ ইসি_টি_ওটি -০১_২৫-২৬, তারিখ ১০.০৪.২০২৫। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, কাঁচড়াপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, ২৪ পরগনা (উত্তর), পশ্চিমবঙ্গ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম ও অবস্থান** ঃ বহিরাগত এজেন্সি দ্বারা ইএমইউ/এমইএমইউ/ডিইএমইউ মোটর কোচ এবং টাওয়ার কার থেকে বগির এসসিএইচএকেইউ কাপলার/স্ক্রু কাপলিং-এর সকল যন্ত্রাংশ খুলে পরিষ্কারকরণ। **কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৮,৩৪,২০৯.১২ টাকা জিএসটি সমেত। **জমাকৃত বায়না মূল্য ঃ** ১৬,৭০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজের সময়-সীমা ঃ** ১২ মাস। **বিজ্ঞাপনের সময়সীমা ঃ** ১০.০৪.২০২৫ থেকে ০৫.০৫.২০২৫ তারিখ দুপুর ০৩.০০ পর্যন্ত। **অফার জমার সময়সীমা ঃ** ২১.০৪.২০২৫ থেকে ০৫.০৫.২০২৫ তারিখ দুপুর ০৩.০০ পর্যন্ত। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৫.০৫.২০২৫ তারিখ দুপুর ০৩.০০ পর্যন্ত। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ০৫.০৫.২০২৫ তারিখ দুপুর ০৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। **যে ওয়েবসাইটে ও অন্য বিশদ পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov. in**-এ ১০.০৪.২০২৫ থেকে ০৫.০৫.২০২৫ তারিখ দুপুর ০৩.০০ টা পর্যন্ত।
(MISC-15/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

প্রতিবারের মতো এবারেও পয়লা বৈশাখের বার পুজোয় জমজমাট ময়দানের এয়ারলাইন্স টেন্ট। যেখানে হাজির রাজ্যের দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু ক্লাব কর্তা রাকেশ ঝাঁ সহ অন্যান্য কর্তারা।

ভবানীপুর যেন মিনি মোহনবাগান। নির্বাচনী দামামায় অর্ধেক মোহনবাগান কর্তা-সদস্য-সমর্থকই বাগানে না গিয়ে বার পুজোর উত্সবে ভবানীপুরে শামিল হয়েছিলেন। সেখানেই বার পোস্টের সঙ্গে ছবি তুললেন।

একদিন **আমার দেশ/আমার দুনিয়া**

সাগরের নীচে কম্পন ৬.৬ মাত্রায় ভূমিকম্প ভারত-সহ এশিয়ার চার দেশে

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল: মাত্র দেড় ঘণ্টার ব্যবধানে পর পর চার বার কাঁপল এশিয়ার মাটি। কম্পন অনুভূত হয় ভারতেও। এ ছাড়া, ভারত মহাসাগরের নীচে ৬.৬ মাত্রার জোরালো কম্পন হয়েছে বুধবার সকালে। যদিও সুনামির কোনও সতর্কতা জারি করা হয়নি।

বুধবার ভোর ৩টে ৫০ মিনিটে ভূমিকম্প হয় তিব্বতে। ভারতের ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির (এনসিএস) তথ্য অনুযায়ী, রিখটার স্কেলে সেই কম্পনের মাত্রা ছিল ৪.২। মাটি থেকে ২৬ কিলোমিটার গভীরে ছিল কম্পনের উৎস। গভীরতা বেশি এবং মাত্রা তুলনামূলক কম থাকায় এই ভূমিকম্পে তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। তবে এর ৫০ মিনিট পর আফগানিস্তানের হিন্দুকুশ পর্বত এলাকায় আবার ভূমিকম্প হয়। এনসিএস জানিয়েছে, রিখটার স্কেলে ওই কম্পনের মাত্রা ছিল ৫.৯। ভোর ৪টে ৪৩ মিনিটে মাটি থেকে ৭৫ কিলোমিটার গভীরে এই ভূমিকম্প হয়েছে। উৎসস্থল ছিল

আফগানিস্তানের বাঘনাল থেকে ১৬৪ কিলোমিটার পূর্বে। আফগানিস্তানের এই কম্পনের আঁচ এসে পড়ে ভারতেও। রাজধানী দিল্লি এবং সংলগ্ন এলাকায় জোরালো কম্পন টের পাওয়া গিয়েছে। ভোরে অনেকেই কম্পন বুঝতে পেরে রাস্তায় নেমে এসেছিলেন। অভিজ্ঞতার কথা তাঁরা সমাজমাধ্যমে ভাগ করে নিয়েছেন।

কয়েক মিনিটের ব্যবধানে বাংলাদেশে একটি মৃদু ভূমিকম্প হয়। বুধবার ভোর ৫টা ৭ মিনিটে ওই কম্পনের মাত্রা ছিল ২.৯। বাংলাদেশে ভূমিকম্পের উৎস ভূপৃষ্ঠ থেকে ১৪ কিলোমিটার গভীরে।

ভোর ৫টা ১৪ মিনিটে চতুর্থ বার কেঁপে ওঠে দক্ষিণ এশিয়ার মাটি। এ বার কম্পনের উৎস ছিল খাস ভারতের জম্মু ও কাশ্মীর। এনসিএসের তথ্য অনুযায়ী, জম্মু ও কাশ্মীরের কিস্তওয়ার অঞ্চলে মাটি থেকে ৫ কিলোমিটার গভীরে একটি মৃদু ভূমিকম্প হয়। রিখটার স্কেলে তার মাত্রা ছিল ২.৪।

এ ছাড়া, বুধবার সকালে ভারত মহাসাগরের নীচেও জোরালো কম্পন হয়েছে। সকাল ৭টা ১২ মিনিটে অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল থেকে বেশ খানিকটা দূরে সমুদ্রের নীচের মাটি কেঁপে ওঠে। আমেরিকার জিওলজিক্যাল সার্ভের তথ্য অনুযায়ী, রিখটার স্কেলে সেই কম্পনের মাত্রা ছিল ৬.৬। অস্ট্রেলিয়ার মূল ভূখণ্ড থেকে কম্পনের উৎসস্থল ২,০৬৯ কিলোমিটার দূরে এবং ১০ কিলোমিটার গভীরে। ভূমিকম্পের ফলে এখনও পর্যন্ত কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। তবে পর পর কম্পনে এশিয়া এবং সংলগ্ন সমুদ্র অঞ্চল নিয়ে উদ্বেগে বিশেষজ্ঞেরা।

ছত্তিশগড়ে খতম শীর্ষ দুই মাওবাদী কমান্ডার

মাথার দাম ছিল ১৩ লক্ষ

রায়পুর, ১৬ এপ্রিল: মাওবাদীমুক্ত ভারত গড়ার লক্ষ্যে ফের বড় সাফল্য নিরাপত্তা বাহিনীর। ছত্তিশগড়ের বিজাপুরে মাওবাদীদের সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হল দুই শীর্ষ মাওবাদী কমান্ডারের। গত মঙ্গলবার এই অভিযান চালানো হলেও বুধবার ওই মাওবাদীদের মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে আনে প্রশাসন। জানা গিয়েছে, মৃত ওই দুই মাও কমান্ডারের মাথার দাম ছিল ১৩ লক্ষ টাকা। পাশাপাশি, উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র।

নিরাপত্তাবাহিনীর তরফে জানা গিয়েছে, গত ১৫ এপ্রিল ছত্তিশগড়ের কোন্ডাগাও-নায়ারণপুর সীমান্তবর্তী জঙ্গলঘেরা অঞ্চলে একাধিক মাওবাদীর আস্থানার খবর পেয়ে অভিযান চালানো হয়। গোটা এলাকা ঘিরে ফেলে নিরাপত্তা বাহিনী। এই পরিস্থিতিতে পিছু হঠার জায়গা না পেয়ে বাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে মাওবাদীরা। পালটা গুলি চালায় জওয়ানরাও। দীর্ঘক্ষণ দু-পক্ষের গুলির লড়াই চলার পর মৃত্যু হয় দুই মাওবাদীর।

প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, মৃত ওই দুই মাওবাদীর নাম ডিভিসিএম হালদার ও এসিএম রামে।

দুজনই পূর্ব বস্তার অঞ্চলে মাওবাদী সংগঠনের কমান্ডার হিসেবে কাজ করত। নিরাপত্তাবাহিনীর উপর হামলার পাশাপাশি বহু অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত ছিল এই দুইজন। এদের মধ্যে হালদারের মাথার দাম ছিল ৮ লক্ষ টাকা এবং রামের ৫ লক্ষ টাকা। পাশাপাশি জানা যাচ্ছে, মৃত মাওবাদীদের কাছ থেকে একটি একে-৪৭ রাইফেল, বহু আগ্নেয়াস্ত্র, বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছে।

RAJPUR-SONARPUR MUNICIPALITY
VILL.+P.O.- HARINAVI, P.S.- SONARPUR. DIST-SOUTH 24 PARAGANAS, WEST BENGAL. Phone No: 2477-9245
(ANNEXURE-I)
SHORT QUOTATION NOTICE
E-Quotations are hereby invited from reliable Govt. contractors for the following works:-

Name of the Work: Supply of different parts of Big dia tube well with submersible pump under Rajpur-Sonarpur Municipality.
N.I.Q. No.: WBMAD/ULB/RSM/WS/02/25-26/2nd Call Dt. 16.04.2025
Submission started date: **17.04.2025 at 17.30 hrs.**
Submission End date: **26.04.2025 at 14.30 hrs.**
Technical opening date: **28.04.2025 at 14-30 hrs.**
For more details please visit website: **http://wbtenders.gov.in.**

Chairman
Dr. Pallab Kumar Das
Rajpur-Sonarpu Municipality

Baruipara Paltagarh Gram Panchayat
Vill+ P.O.- Baruipara, P.S.- Singur, Dist.- Hooghly
Notice Inviting e-Tender
Prodhan, Baruipara Paltagarh Gram Panchayat invites e-Tender under **NIT No.- 93/BP & 94/BP, Date : 16.04.2025,** total 07 Nos. scheme under **15th FC - BG (Untied),15th FC-BG (Tied)** fund. Tender Dropping End Date (Online) : **30.04.2025.** Tender Opening Date (Technical) : **05.05.2025.** For more details please visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP office.
Sd/-
Prodhan
Baruipara Paltagarh Gram Panchayat

Office of The
Srinarayanpur Purnachandrapur Gram Panchayat
Vill+Po- Srinarayanpur, PS-Dholahat, South 24 pgs

NOTICE INVITING TENDER			
S.No	NIT NO	Tender Title	AMOUNT (Rs.
1.	1/15TH FC TIED/NIT/ SPGP/ 2025	Constraction of Cover Drain Under Srinarayanpur Mouza	Rs 1,24,013.00
2.	2/15TH FC TIED/NIT/ SPGP/2025	Constraction of Cover Drain Under Meherpur Mouza	Rs 1,24,013.00
3.	3/15TH FC TIED/NIT/ SPGP/2025	Constraction of Toilet for Community of Purnachandrapur Ganesh Market	Rs 2,37,038.00

Intending bidders may collect tendered documents from th G.P.Office during the period as stated below

S.N.	Particulars	Date & Hours
1	Tender doc. Sales starts & bid submission start date & time	17-04-2025 10.30.00 AM
2	Tender doc. Sales end & bid submission end date & time	23/04/2025 10:30 PM
3	Earnest money depositing end date & time	23/04/2025 10:30 PM
4	Bid opening date & time	25/04/2025 12:30 PM

Sd/-, Prodhan
Srinarayanpur Purnachandrapur Gram Panchayat

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন প্রকাশ

বৃহস্পতিবার • ১৭ এপ্রিল ২০২৫ • পেজ ৮

দরিদ্রদের জীবনে আশার আলো

জানুন কেন্দ্রীয় এই প্রকল্পগুলি সম্বন্ধে

গত ১১ বছর ধরে মোদি সরকার সমাজের পিছিয়ে থাকা অংশের মানুষের জন্য নানা প্রকল্প চালু করেছে। যার সুবিধা পেয়ে উপকৃত ভারতের কোটি কোটি মানুষ। প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বে অনেক প্রকল্প শুরু হয়েছে। যা দরিদ্রদের জীবন বদলে দিয়েছে। দরিদ্রদের সহায়তায় একনজরে কেন্দ্রীয় বিভিন্ন প্রকল্প-

প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা

এর উদ্দেশ্য হল দেশের দরিদ্র ও গৃহহীনদের বাড়ি দেওয়া। এর আওতায় গ্রামীণ এলাকার মানুষকে ১.৩ লক্ষ টাকা এবং শহরাঞ্চলে ১.২ লক্ষ টাকা সহায়তা দেওয়া হয়। এখন পর্যন্ত ৪ কোটিরও বেশি মানুষ এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন।

জন ধন যোজনা

এই প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র মানুষ সহজে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে এবং ওভারড্রাফ্ট সুবিধার আওতায় ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত তুলতে পারবেন। এক্ষেত্রে ব্যাঙ্কে গ্রাহকের শূন্য ব্যালেন্স কার্যকর। এর উদ্দেশ্য দরিদ্র শ্রেণীকে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সঙ্গে সংযুক্ত করা।

প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি যোজনা

এই প্রকল্পের আওতায় ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের প্রতি বছর ৬০০০ টাকা সহায়তা দেওয়া হয়, যা সরাসরি তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে তিনটি কিস্তিতে জমা করা হয়।

উজ্জ্বলা যোজনা

এই প্রকল্পের আওতায় দরিদ্র পরিবারগুলি বিনামূল্যে গ্যাস সংযোগ এবং ১২টি সিলিন্ডার ভর্তুকিতে পায়। এখন পর্যন্ত ৯.৫৯ কোটি মানুষ এর সুবিধা গ্রহণ করেছে।

আয়ুষ্মান ভারত যোজনা

এই প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র নাগরিকরা ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবিধা পান। যোগ্য ব্যক্তিদের জন্য আয়ুষ্মান কার্ড তৈরি করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বিমা যোজনা মাত্র ৪৩৬ টাকার বার্ষিক প্রিমিয়ামে ২ লক্ষ টাকার বিমা কভারেজ প্রদান করা হয়। এই প্রকল্পটি ১৮ থেকে ৫৫ বছর বয়সীদের জন্য উপলব্ধ।

প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বিমা যোজনা

১৮ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে ব্যক্তিরা ২০ টাকার বার্ষিক প্রিমিয়ামে ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত দুর্ঘটনা বিমা কভারেজ পেতে পারেন।

অটল পেনশন যোজনা

১৮ থেকে ৪০ বছর বয়সী ব্যক্তিরা অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য পরিচালিত এই প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে পারেন। ৬০ বছর বয়সের পরে, সর্বোচ্চ ৫০০০ টাকা পর্যন্ত মাসিক পেনশন পাওয়া যাবে।

প্রধানমন্ত্রী বিশ্বকর্মা যোজনা

লক্ষ্য ঐতিহ্যবাহী কারিগর ও হস্তশিল্পীদের আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করা। এই প্রকল্পে বরাদ্দ ১৩০০০ কোটি টাকা, যা ২০২৩-২০২৮ সাল পর্যন্ত প্রযোজ্য। সুবিধাভোগীরা দু'টি পর্যায়ে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত সুদমুক্ত ঋণ এবং গ্যারান্টি ছাড়াই ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ছাড় সুদে ঋণের সঙ্গে পরিচয়পত্র এবং শংসাপত্র পাবেন।

রেপো রেট কমায় সুদের হার কমেছে, এবার আপনি কীভাবে ইএমআই কমাবেন?

চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (আরবিআই) ০.২৫-বেসিস পয়েন্ট রেপো রেট কমিয়েছিল। প্রায় পাঁচ বছর পর দেশের শীর্ষ ব্যাঙ্কের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছিলেন ভারতের লক্ষ লক্ষ ঋণগ্রহীতা। রেপো রেট কমলে সাধারণত ঋণের সুদ-ও কমে যায়। ফলে ঋণ মেটানোর মাসিক কিস্তি-ও (EMI) হালকা হয়। তবে, অনেক ঋণগ্রহীতার জন্য এই সুবিধা তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হয় না। সুদের হার কমানো সত্ত্বেও, মার্চ এবং এপ্রিলে অনেক ঋণগ্রহীতারই মাসিক ইএমআই অপরিবর্তিত পেয়েছিলেন!

রাহুলের ঋণ রেপো লিঙ্কড লেন্ডিং রেট (RLLR) এর সঙ্গে যুক্ত। আরবিআই নির্দেশ ছিল যে, রেপো রেট সুবিধাগুলি RLLR ঋণগ্রহীতাদের কাছে হস্তান্তর করা হবে। তবে তাতে তিন মাস সময় লাগবে। রাহুল ২০২৫ সালের জুন থেকে কম ইএমআই-য়ের সুবিধা পাবেন।

অন্যদিকে, শ্লোকের গৃহ ঋণ পুরানো মার্জিনাল কস্ট অফ ফান্ড-বেস্ট লেন্ডিং রেট বা MCLR কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত (অক্টোবর ২০১৯-এর আগে)। ফলে কিস্তির হারে কোনও প্রবাব পড়বে না।

ছিল। এবার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বিতীয়বার রেপো রেট কমানোর ঘোষণা করেছে। গ্রাসের পরিমাণ আবারও ০.২৫ বেসিস পয়েন্ট।

রেপো রেট কমলেও কেন ইএমআই-এর হার কমে না? MinEmi-এর CFO সিদ্ধার্থ জৈনের মতে, এটি ভারতের ঋণদান ব্যবস্থার স্বল্প-জ্ঞাত বাস্তবতা। গ্রাহকরা সচেতন না হলে এবং সক্রিয়ভাবে ইএমআই-য়ের পরিমাণ হ্রাস করতে না বললে কোনও ব্যাঙ্ক-ই সক্রিয়ভাবে এই সুবিধা দেয় না।

ইএমআই কেন স্বয়ংক্রিয়ভাবে কমে না?

উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে গিয়ে MinEmi-এর CFO সিদ্ধার্থ জৈন দুই গৃহঋণগ্রহীতা - রাহুল এবং শ্লোকের (কাল্পনিক নাম) ঘটনা সামনে এনেছেন। দু'জনেই ২ কোটি টাকার গৃহঋণ নিয়েছিলেন। যখন আরবিআই রেপো রেট কমানোর ঘোষণা করেছিল, তখন তাঁরা প্রতি বছর ১.২ লক্ষ টাকার বেশি সম্ভাব্য সঞ্চয়ের আসা করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে, তাঁদের মধ্যে মাত্র একজনই এই সুবিধা এবার যদি শ্লোক সচেতনভাবে ব্যাঙ্কের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং RLLR কাঠামোতে স্থানান্তরিত হন নামমাত্র রূপান্তর ফি দিয়ে তাহলে কিছুটা সুবিধা পেতে পারেন।

MinEmi-এর CFO সিদ্ধার্থ জৈনের কথায়, 'ব্যাঙ্কগুলি ঋণগ্রহীতাদের সক্রিয়ভাবে অবহিত করতে বাধ্য নয়। গ্রাহকরা তাঁদের হার, কাঠামো না বুঝলে এবং সময়মত পদক্ষেপ না করলে, রেপো রেট কমে গেলেও উচ্চ হারে ইএমআই দিতে থাকবেন।'

সিদ্ধার্থ জৈন বলেন, 'যদিও বিদ্যমান RLLR-সংযুক্ত ঋণগুলি অবশেষে সুদের হার হ্রাসের প্রতিফলন ঘটায়, ব্যাঙ্কগুলির নতুন ঋণের স্প্রেড (মার্জিন) বাড়ানোর নমনীয়তা রয়েছে। এটি তাদের কম রেপো রেট সত্ত্বেও নতুন গ্রাহকদের জন্য উচ্চ সুদের হার বজায় রাখতে সহায়তা করে।'

বেশিরভাগ গ্রাহক এই পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত নন। অনেক নতুন ঋণগ্রহীতা ধরে নিতে পারেন যে, কম রেপো রেট স্বয়ংক্রিয়ভাবে কম ঋণের হার বোঝায়। কিন্তু বাস্তবে ছবিটা আলাদা।

৪২ হাজার কর্মী নিয়োগ করতে চলেছে টিসিএস

বিশ্বব্যাপী তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রের কর্মীদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং চাহিদা সম্পর্কিত সমস্যার কারণে বেশ কয়েকটি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে। তবে, একটি তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা এই আর্থিক বছরে ৪২,০০০ প্রশিক্ষণার্থী নিয়োগের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। এটি তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে নতুন যোগদানকারীদের জন্য সুখবর হতে পারে।

সম্প্রতি টিসিএস ঘোষণা করেছে, বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক উদ্বেগের কারণে এপ্রিল মাসে ঘোষণা কোনও কর্মীর বেতন বৃদ্ধি করা হবে না। এরপরেই রতন টাটার তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থা টিসিএস ঘোষণা করেছে যে তারা ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের জন্য ৪২ হাজার প্রশিক্ষণার্থী নিয়োগ করতে পারে। তারা আগের অর্থবর্ষেও একই সংখ্যক প্রশিক্ষণার্থী নিয়োগ করেছিল।

টিসিএসের প্রধান মানবসম্পদ কর্মকর্তা (সিএইচআরও), মিলিন্দ লাক্কাদ জানিয়েছেন, সংস্থার তরফ থেকে ২০২৫ অর্থবছরে ১.১ লক্ষ কর্মচারীকে পদোন্নতি দেওয়া হয়েছে। ২০২৬ অর্থবছরে প্রশিক্ষণার্থী নিয়োগের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। সিএফও সামির সেকসারিয়া আরও জানিয়েছেন, ২০২৫ অর্থবছরের শেষ ত্রৈমাসিকে মুনাফা হ্রাস সত্ত্বেও, টিসিএস কর্মী নিয়োগ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

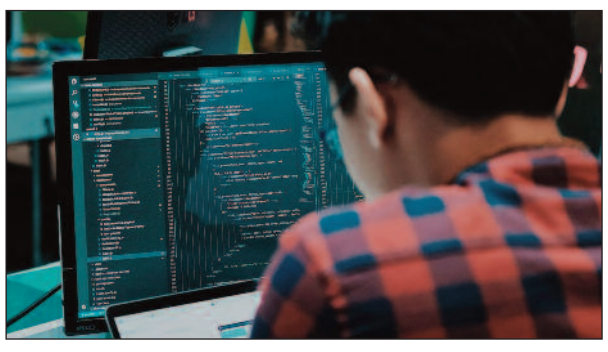

মিলিন্দ লাক্কাদ জানিয়েছেন, টিসিএসের নিয়োগ পদ্ধতিতে বিশাল পরিবর্তন এসেছে। ২০২৫ অর্থবছরে, সংস্থার ৪০ নিয়োগ ছিল ডিজিটালের জন্য। যা আগের বছরের তুলনায় ১৭ বেশি। এই পরিবর্তন ডিজিটাল রূপান্তরের উপর সংস্থার মনোভাবকে প্রতিফলিত করে। গত চার ত্রৈমাসিকে, টিসিএস তার কর্মী সংখ্যা ১৩ কমেছে। যা পদোন্নতি এবং নতুন নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হবে।

মিলিন্দ টিসিএসের নিয়োগ প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করে জানিয়েছেন, এন্ট্রি-লেভেল পদের জন্য তারা জাতীয় যোগ্যতা পরীক্ষা (এনকিউটি) অনুসরণ করে। তাদের পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রার্থীরা প্রাইম, ডিজিটাল, নিনজা নামক তিনটি নিয়োগ বিভাগের মধ্যে যে কোনও একটির জন্য যোগ্যতা অর্জন করে।

২০২৫ সালের প্রথম ত্রৈমাসিকে টিসিএসের নিট মুনাফা ১.৭ হ্রাস পেয়েছে। মোট ১২ হাজার ২২৪ কোটি টাকা। তবে, ব্যবসায়িক পারফরম্যান্সের উপর নির্ভর করে বছরের শেষের দিকে কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি করা হতে পারে।

সংস্থার তরফ থেকে আশ্বস্ত করা হয়েছে, ৭০ কর্মীরা তাঁদের সম্পূর্ণ পরিবর্তিত বেতন পাবেন। বাকি ৩০ কর্মক্ষমতার উপর ভিত্তি করে বেতন পাবেন।

সম্পত্তি রেজিস্ট্রেশনের সময় স্ট্যাম্প ডিউটির খরচ কীভাবে কমানো যায়? জেনে নিন এই আইনি উপায়গুলি

বাড়ি, দোকান, ফ্ল্যাট বা জমি কেনার খরচ তো রয়েইছে, তার সঙ্গেই যুক্ত হয় স্ট্যাম্প ডিউটির বোঝা। তবে এই খরচ কমানোর আইনি উপায় রয়েছে। এই প্রতিবেদনে সেইগুলিতেই আলোকপাত করা হবে। স্ট্যাম্প শুল্ক বা ডিউটি হল সম্পত্তি ক্রয়, বিক্রয় বা হস্তান্তরের উপর রাজ্য সরকার কর্তৃক আরোপিত একটি কর। এটি বাজার মূল্য অথবা সম্পত্তির লেনদেন মূল্যের উপর ভিত্তি করে গণনা করা হয়, যেটি বেশি হয় সেটির উপর প্রযোজ্য। তাহলে, এই করের উপর আইনত সাশ্রয় করার কোনও উপায় আছে কি? উত্তর হল, হ্যাঁ! আসুন আপনার স্ট্যাম্প শুল্ক কমানোর জন্য চারটি আইনি কৌশলে নজর রাখি।

আপনার স্ত্রী-কে (অথবা অন্য কোনও মহিলা) যৌথ মালিক হিসাবে যুক্ত করুন

স্ট্যাম্প শুল্ক সাশ্রয় করার সবচেয়ে সহজ উপায়গুলির মধ্যে একটি হল, সম্পত্তির মালিক হিসাবে একজন মহিলার অন্তর্ভুক্তি। যেমন আপনার স্ত্রী, মা বা বোন। কারণ, ভারতের অনেক রাজ্য মহিলা ক্রেতাদের জন্য স্ট্যাম্প শুল্কের হারে ছাড় রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ দিল্লিতে, মহিলারা মাত্র ৪ শতাংশ হারে স্ট্যাম্প ডিউটি দেন। যেখানে পুরুষরা স্ট্যাম্প ডিউটি দেন ৬ শতাংশ হারে। মহারাষ্ট্র এবং হরিয়ানার মতো রাজ্যগুলিও একই রকম সুবিধা দিয়ে থাকে। তাই, আপনার স্ত্রী বা অন্য কোনও মহিলা আত্মীয়কে সহ-মালিক হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করলে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ সাশ্রয় করতে পারেন।

সম্পত্তির সঠিক মূল্যায়ন নিশ্চিত করুন

কখনও কখনও, কোনও সম্পত্তির প্রকৃত বাজার মূল্য প্রদত্ত মূল্যের চেয়ে কম থাকে। তবে, স্ট্যাম্প ডিউটি সাধারণত বাজার মূল্য বা লেনদেন মূল্যের উচ্চতরটির উপর গণনা করা হয়। এখানে আপনি সরকারি নির্দেশিকা মূল্য (সার্কেল রেট) প্রকৃত বাজার দরের সঙ্গে তুলনা করুন। যদি আপনি বিশ্বাস করেন যে, বাজার মূল্য আসলে সার্কেল রেট থেকে কম, তাহলে আপনি ন্যায্য মূল্যায়নের জন্য রেজিস্ট্রার বা সংগ্রাহকের অফিসে আবেদন করতে পারেন। যদি আপনার দাবি গৃহীত হয় এবং প্রমাণ মিলে যায়, তাহলে আপনার কম স্ট্যাম্প ডিউটি লাগবে।

ধারা ৮০সি এর অধীনে কর সুবিধা দাবি করুন

আয়কর আইনের ধারা ৮০সি এর অধীনে, ব্যক্তি এবং হিন্দু অবিভক্ত পরিবার (এইচইউএফ) আবাসিক সম্পত্তি ক্রয় সম্পর্কিত ব্যয়ের উপর ১.৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ছাড় দাবি করতে পারেন। এর মধ্যে স্ট্যাম্প ডিউটি এবং রেজিস্ট্রেশন চার্জ উভয়ই অন্তর্ভুক্ত। তবে, এই সুবিধা কেবলমাত্র সেই আর্থিক বছরে প্রযোজ্য হবে, যখন অর্থ প্রদান করা হয়। এছাড়াও, মনে রাখবেন যে এই ছাড় শুধুমাত্র নতুন আবাসিক সম্পত্তির জন্য বৈধ। বাণিজ্যিক বা পুনঃবিক্রয় সম্পত্তির জন্য নয়।

স্ট্যাম্প ডিউটি ছাড় পেতে সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন কিনুন

বড় সঞ্চয়ের জন্য সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসনে বিনিয়োগ করার কথাও বিবেচনা করা উচিত। অনেক রাজ্য সরকার বাজেট-বান্ধব সম্পত্তির জন্য, বিশেষ করে প্রথমবারের ক্রেতাদের জন্য স্ট্যাম্প ডিউটি ছাড় দেয়। উদাহরণস্বরূপ, দিল্লির সাশ্রয়ী মূল্যের আবাসন প্রকল্পের অধীনে, ৪৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মূল্যের ফ্ল্যাট কেনার জন্য প্রথমবারের মতো গৃহ ক্রেতাদের স্ট্যাম্প ডিউটি সম্পূর্ণরূপে ছাড় দেওয়া হয়। একইভাবে, মহারাষ্ট্রে, মুম্বই মেট্রোপলিটন অঞ্চলে ৩৫ লক্ষ টাকার কম এবং রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলে ৩০ লক্ষ টাকার কম মূল্যের বাড়ি কেনার ক্ষেত্রে স্ট্যাম্প ডিউটি পুরোপুরি ছাড় থাকে।